The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 934 | 07 August 2026 | শুক্রবার ২৩ শ্রাবণ ১৪৩৩

Tarique to pick BNP's nominee for president
→ Page 19

NYC residents to rally against ICE, after agents allegedly pepper-spray residents
→ Page 18

Praise and criticism are both necessary for growth: Deepa Khandakar
→ Page 19

Trump cancels Iran strike, says 'deal perimeters' reached
→ Page 18

৫ আগস্ট জীবনহানির আশংকায় ছিলাম

প্রেসিডেন্ট চুপ্পুর অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

- জুলাই আন্দোলনে সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা নিতে চায়নি
- ইউনূসকে নিয়ে প্রথম বৈঠক হয় বিমানবন্দরে
- আমার জীবনহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও দায়িত্বে ছিলাম
- শাসকগোষ্ঠী ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে
- উপদেষ্টাদের তালিকা প্যারিস থেকে এনেছিলেন ড. ইউনূস
- জীবনে এখন ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই

আজকাল ডেস্ক

মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু তখনো বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় গত ১৭ জুলাই ২০২৬, লিখিত প্রশ্নের আলোকে দীর্ঘ একটি সাক্ষাৎকার দেন তিনি। তাঁর পদত্যাগের মাত্র চারদিন আগে ১৯ জুলাই ২০২৬ ওই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের কথা। ঢাকার দৈনিক ইনকিলাবে তা প্রকাশ হবার কথা ছিল। তখনও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ নিয়ে কোন আলোচনা নেই বা তিনি জানতেন না। এটি ছিল পত্রিকাটির বিশেষ প্রতিনিধি সাঈদ আহমেদকে দেয়া লিখিত সাক্ষাৎকার। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের খবর গোয়েন্দা সংস্থা জেনে ফেলে। আর তখনই পাল্টে যেতে শুরু করে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

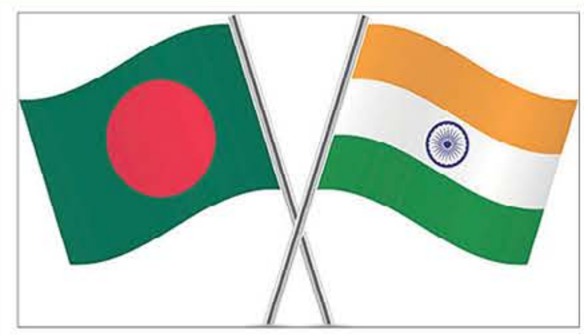

হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক উত্তপ্ত

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানকে তোয়াক্কা না করে দিল্লিতে শেখ হাসিনাকে সংবাদ সম্মেলন করার অনুমতি দেয় ভারত। তাতেই ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গণঅভ্যুত্থানের বার্ষিকীতে বাংলাদেশ যখন আবেগে ভাসছে ঠিক তখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ক্ষোভের শেষ নেই। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, ভারতের জন্যে আরেক পাকিস্তান হয়ে গেছে বাংলাদেশ। বিএনপি নেতারা বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য উস্কানিমূলক। নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাংলাদেশের কোনও মূলধারার গণমাধ্যম এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনার আগুনে অসুস্থ

আজকাল রিপোর্ট

রাজধানীর বারিধারায় পাকিস্তান হাইকমিশনারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন ও ধোঁয়ায় হাইকমিশনার এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

মিশিগানে আল সাইয়িদের ঐতিহাসিক বিজয়

বাংলাদেশিদের ভোট ছিল জয়ের নিয়ামক

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানির পথেই হাঁটতে যাচ্ছেন মিশিগানে সিনেট পদপ্রার্থী মিশরীয় বংশোদভূত আমেরিকান মুসলিম আব্দুল আল সাইয়িদ। নিউইয়র্কে ১ বছর আগে প্রথমবারের মতো একজন মুসলমান মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সোশালিস্ট ডেমোক্র্যাট মামদানি। মিশিগানে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মুসলিম ও সোশালিস্ট ডেমোক্র্যাট আব্দুল আল সাইয়িদ জয়লাভ করলেন। আগামী ৩ নভেম্বর বুধবারের নির্বাচনে তাকে সরাসরি লড়তে হবে রিপাবলিক্যান সিনেট পদপ্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সের বিরুদ্ধে। মার্কিন রাজনীতিতে সিনেটের এই আসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ন। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট বাড়ছে

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের লাখো প্রবীণের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর এসেছে। বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাস বলছে, ২০২৭ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাসিক ভাতা গড়ে প্রায় ৭৭ ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স লিগ-এর সর্বশেষ প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, আগামী বছর ভাতা ৩ দশমিক ৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এতে অবসরপ্রাপ্তদের গড় মাসিক ভাতা বেড়ে প্রায় ২ হাজার ১০৩ ডলারে পৌঁছাবে। অন্যদিকে এএআরপি এবং স্বাধীন বিশ্লেষক মেরি এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

আনিস আলমগীরের কলাম

চেহারা দেখানো ছাড়াই সংবাদ সম্মেলন হাসিনার

অনলাইনে আজ দিল্লিতে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া শেখ হাসিনার পুরো বক্তৃতাটা আমি শুনলাম। চেহারা দেখানো ছাড়াই এই প্রথম তিনি এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

কুইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শাহ নেওয়াজের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে কুইন্স ব্যরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন আজকাল সম্পাদক ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। গত ৩ আগস্ট সোমবার সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে কুইন্সের উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সমাজে অভিবাসীদের অবদান এবং কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেক কেটে এ ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপন করা হয়। এ এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস ও মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan
a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ফাহমিদুল হক-এর কলাম
ঢাবিতে নতুন 'উইচ-হান্টিং' ও ক্ষমতার রাজনীতি
০৫ পৃষ্ঠায়

ড. মাহফুজ পারভেজ-এর
কলাম রাজনৈতিক ভাষার শুদ্ধায়ন ও শালীনতা
১০ পৃষ্ঠায়

অজয় দাশগুপ্ত-এর
কলাম ভয় নয়, জয়েই বাংলাদেশের মুক্তি
০৭ পৃষ্ঠায়

হরমুজ খুলতে ইরানের সঙ্গে যে কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করার বিষয়ে ইরানের সঙ্গে আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই একটি সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মঙ্গল বার সিএনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট বলেন, আমরা ইরানিদের সঙ্গে আলোচনা করছি। আমার মনে হয়, আজ অথবা আগামীকালই একটি চুক্তি হতে পারে, যার মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়া হবে এবং এই সংঘাতকে আরও স্বাভাবিক অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সাক্ষাৎকারে তাকে প্রশ্ন করা হয়, এই চুক্তির অংশ হিসেবে ইরান কি প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের কাছ থেকে টোল আদায় করতে পারবে? জবাবে তিনি বলেন, সম্ভাব্য চুক্তিতে হরমুজ প্রণালিতে অবাধ নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

বেসেন্ট বলেন, এটি হবে সম্পূর্ণ অবাধ চলাচলের বিষয়। যদিও গত কয়েক দিনে পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত ছিল, তবুও আমরা দেখেছি যে এখনো অনেক জাহাজ নিরাপদে প্রণালি অতিক্রম করে বেরিয়ে আসছে।

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন পথ হিসেবে পরিচিত হরমুজ প্রণালিতে উত্তেজনা প্রশমনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্ভাব্য এই সমঝোতা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র জুলাইয়ের চেতনায় তাদের ২য় বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছে। গত ২ জুলাই জ্যাকসন হাইটসের গ্রীন টাচে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও ভাষা শিল্পী কাজী জহিরুল ইসলাম। সংগঠনের আহ্বায়ক ড. মুহাম্মদ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সোহেল হামিদ।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। কবি আবুল বাশার তেলাওয়াতের পর আয়াতের কাব্যিক এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ল' সোসাইটির বার্ষিক পিকনিক ও মিলনমেলা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক.-এর বার্ষিক পিকনিক ও মিলনমেলা গত ২ আগস্ট ২০২৬ নিউইয়র্কের মনোরম অ্যাস্টোরিয়া পার্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইনজীবী, তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ আয়োজন মিলিত হয় সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক অনন্য মিলনমেলায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, ইনক.-এর নির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল ওয়াহিদ, সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন, পিকনিক উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাওসার পারভীন চৌধুরী, সদস্য সচিব ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

আলমডাঙ্গা থানা সমিতির বনভোজন সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট

বিপুল সংখক আলমডাঙ্গা বাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে আলমডাঙ্গা থানা সমিতির জাকজমক পূর্ণ বার্ষিক বনভোজন ২০২৬ গত ২ আগস্ট নিউইয়র্ক হেকসেয়ার পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে সকাল থেকেই প্রবাসী আলমডাঙ্গাবাসি ও মেহমানদের উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে উঠে। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং সংগঠনের প্রয়াত সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত এবং বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। এসময় সংগঠনের সভাপতি আজিজুল হক বাবলু, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি জগলুল ইসলাম টপিসহ আরো উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন, উপদেষ্টা প্রকৌশলী এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

এনবিসির বনভোজন ও ম্যাগাজিনের উন্মোচন

আজকাল রিপোর্ট

বিংহ্যামটনের আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন নিউইয়র্ক সিটি বিংহ্যামটন কর্পোরেশনের (এনবিসি) বর্ণাঢ্য দিনব্যাপী বার্ষিক বনভোজন, পারিবারিক মিলনমেলা গত ২ আগস্ট, রবিবার ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির মনোরম জর্জ'স আইল্যান্ড পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এনবিসি ম্যাগাজিনের উদ্বোধন এবং মানবিক উদ্যোগ 'হেল্প দ্য পিপল, সেভ দ্য লাইভ'-এর শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন গোল্ডেন এজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই'র উৎসবমুখর বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাসে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত বনভোজন ও মিলনমেলা গত ২৬ জুলাই নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।

সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন আরো সুদৃঢ় করতে আয়োজিত দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যরা পরিবার-পরিজনসহ অংশ নেন। আয়োজনজুড়ে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি রোমন্থন, পারস্পরিক সৌহাদ্য বৃদ্ধি এবং প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয়।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ইউএসবিসিসিআই'র উদ্যোগে আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)। গত ২৯ জুলাই কুইন্সের ডাবলট্রি বাই হিলটন লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কীনোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। অনুষ্ঠানে ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতা, পেশাজীবী এবং প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন • ব্যাংক্র্যাপসি • ক্রেডিট কার্ড মেটার • ডিভোর্স • চাইল্ড কাস্টডি • চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন • সিটিজেনশিপ • সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

NY INSURANCE BROKERAGE

আপনি কি
TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত
যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

অপরাধ ও নৃশংসতার অন্ধকার পথে বাংলাদেশ

দেশের জেলা শহরগুলোর অলিগলিতে 'কিশোর গ্যাং' বা কিশোর অপরাধী চক্রের আশঙ্কাজনক উত্থান ও বিস্তার রোধে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। হাতে ধারালো চাপাতি কিংবা ছুরি, চোখে নেই ভয়ের ছাপ, শরীরী ভঙ্গি আক্রমণাত্মক- এসব কিশোরের বয়স বড়জোর ১৫-১৬ কিংবা তার চেয়েও কিছু কম। আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে মেতে ওঠা এই কিশোরদের দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এটাই বোধ হয় অপরাধের চূড়ান্ত রূপ।

> আর যারা রাজনৈতিকভাবে পর্দার আড়ালের এই কুশীলবদের 'শেল্টার' দিচ্ছে- তাদেরও ছাড় দেওয়া চলবে না। চারদিকে অপরাধ ও নৃশংসতার অন্ধকার পথ খুলে রয়েছে। বুঝে হোক বা না বুঝে-কিশোররা সেই পথে হাঁটছে। সেই অন্ধকার পথটি বন্ধ করতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেটি যেমন সরকারিভাবে, তেমনি সামাজিকভাবেও। আর ইতিবাচক এসব পদক্ষেপের প্রভাব যেন পারিবারিক পর্যায়ে পড়ে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। কিশোরদের থেকে নতুন কোনো 'আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়া' তৈরি না হোক- এটাই আমাদের প্রত্যাশা

কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, এই অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণরা আসলে সামনের সারির 'ফুট সোলজার' মাত্র। পর্দার আড়াল থেকে সুতা টানছে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী, সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র কিংবা স্থানীয় প্রভাবশালী মহল। একসময় যারা নিজেরাই ছিলেন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য, তারাই এখন হয়ে উঠেছেন ভয়াবহ অপরাধ-সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক। তাদের বয়স বেড়েছে, পরিচয় বদলেছে; কিন্তু বদলায়নি অপরাধের ধরন। বরং এখন তারা নতুন প্রজন্মের কিশোরদের ব্যবহার করছে নিজেদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বাহিনী হিসেবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, এই কিশোররাই এখন আন্ডারওয়ার্ল্ডের একধরনের 'জ্বালানি'।

র‍্যাব সদর দপ্তরের সাম্প্রতিক হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৩৩৯টি কিশোর গ্যাং চিহ্নিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তালিকায় দেখা যাচ্ছে, রাজধানীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম, খুলনা, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এসব গ্যাংয়ের সক্রিয়তা বেড়েছে। অন্যদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীতেই সক্রিয় কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা ১১৮।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, আগে এসব গ্যাং মূলত মারামারি, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার কিংবা ছোটখাটো অপরাধে জড়িত থাকলেও এখন হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ, মাদক কারবার, চাঁদাবাজি এমনকি ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে। প্রশ্ন উঠছে, যে কিশোরদের স্কুল কিংবা খেলার মাঠে থাকার কথা, তাদের হাতে কেন প্রাণঘাতী অস্ত্র? এই প্রশ্ন আজ গোটা সমাজকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, কিশোরদের এই অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার পেছনে মূলত কাজ করছে তীব্র দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব, পারিবারিক কলহ ও ভাঙন, নিম্নমানের জীবনযাত্রা, ত্রুটিপূর্ণ ও অপর্যাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির লাগামহীন অপব্যবহার। এই সামগ্রিক সামাজিক ব্যর্থতার দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।

মনস্তত্ত্ববিদরা মনে করেন, বয়ঃসন্ধির শেষ দিকে জৈবিক ও মানসিক পরিবর্তনের কারণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবার বা বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাই এই সময় তাদের প্রয়োজন হয় সঠিক দিকনির্দেশনার। আর সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল পথে পরিচালিত করে।

কিশোররা অপরাধে যুক্ত হলে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। কিন্তু যারা নিজেদের বিত্তবৈভবের স্বার্থে 'আন্ডারওয়ার্ল্ড' থেকে কিশোরদের ব্যবহার করছে, তাদের বিষয়ে নীতিনির্ধারণী মহল এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জরুরি ভিত্তিতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। আর যারা রাজনৈতিকভাবে পর্দার আড়ালের এই কুশীলবদের 'শেল্টার' দিচ্ছে- তাদেরও ছাড় দেওয়া চলবে না। চারদিকে অপরাধ ও নৃশংসতার অন্ধকার পথ খুলে রয়েছে। বুঝে হোক বা না বুঝে-

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ঢাবিতে নতুন 'উইচ-হান্টিং' ও ক্ষমতার রাজনীতি

ফাহমিদুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি 'ফ্যাসিবাদবিরোধী' ব্যানারে ২৩১ জন শিক্ষকের একটি তালিকা উপাচার্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে আওয়ামীপন্থী শিক্ষক সংগঠন 'নীল দল'কে নিষিদ্ধ করার জোর আলোচনা চলছে। সাম্প্রতিক সিন্ডিকেট সভায় এরই মধ্যে তিনজন শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং চারজনকে অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ৫ আগস্টের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সমর্থিত অন্তত ৬৮ শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান থেকে বিরত রাখা হয়েছে।এ উদ্যোগগুলোর পেছনে প্রধানত বিএনপিপন্থী 'সাদা দল' ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সদ্য গঠিত 'ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক' (ইউটিএল)-এর প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। যদিও সাদা দলের একটি অংশ ২৩১ জনের এ তালিকার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছে; কিন্তু সার্বিক প্রক্রিয়ায় তাদের রাজনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সব নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম খোঁজার উদ্দেশ্যে তদন্ত কমিটি গঠন এ প্রতিশোধমূলক উদ্যোগেরই অংশ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিগত দেড় দশকে আওয়ামী লীগ সরকারের চরম স্বৈরাচারী আমলে সাদা দলের ভূমিকা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-সচেতন মহলে গভীর প্রশ্ন ও অসন্তোষ রয়েছে। আওয়ামী শাসনামলে যখন ভিন্নমতের ওপর নিপীড়ন চরমে পৌঁছেছিল, কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমুখী ইস্যুতে শিক্ষার্থীরা যখন ছাত্রলীগের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হচ্ছিল, তখন সাদা দল প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, নীরব ও ভীতু ভূমিকা পালন করেছে। সাদা দলের তিন শতাধিক সদস্য থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ব্যানারে কোনো দৃশ্যমান প্রতিরোধ কর্মসূচি গড়ে তুলতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের মাত্র ১০-১২ জন শিক্ষক যখন নানা ঝুঁকি নিয়ে ক্ষমতাশীলদের রোষানলে পড়েছেন, প্রমোশন আটকানোসহ প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে লাগাতার রাজপথে আন্দোলন ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তখন সাদা দলের শিক্ষকরা শুধু আনুষ্ঠানিক নির্বাচনে প্যানেল জমা দিয়ে বিপুল ব্যবধানে হেরে চুপচাপ বসে থাকতেন।

২০১৮ সালের কোটা আন্দোলন কিংবা পরবর্তী বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সতর্ক, অনাগ্রহী ও সীমিত। এমনকি ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের শেষভাগে, গণঅভ্যুত্থান যখন চূড়ান্ত রূপ নেয়, তখনই শুধু তাদের ব্যানার নিয়ে রাজপথে সোচ্চার হতে দেখা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়ে যারা সাধারণ নীতিগত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আজ নতুন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সুবিধা পেয়ে তারা ঢালাও প্রতিশোধমূলক আচরণে অবতীর্ণ হয়েছেন

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিগত স্বৈরাচারী ব্যবস্থার জাঁতাকল থেকে মুক্ত করার অর্থ এই নয় যে সেখানে নতুন কোনো দলের দলীয় আক্রোশ ও ক্ষমতার দাপট প্রতিষ্ঠিত হবে। অতীতে যারা গর্তে লুকিয়ে ছিলেন ও নীরব থেকে নিজেদের পেশাগত সুবিধা গুছিয়েছেন, আজ ক্ষমতার হাওয়া বদলে তাদের এমন আক্রমণাত্মক 'উইচ-হান্টিং' কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক পরিবেশকেই ধ্বংস করছে। সঠিক গণতান্ত্রিক চর্চা, নিরপেক্ষ আইনি প্রক্রিয়া এবং অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা বজায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয়িষ্ণু মান রক্ষা করা সম্ভব। অন্যথায় অতীতের সেই পুরনো স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক কারবারেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্দি থেকে যাবে

যারা গত দেড় দশকে চরম নীরবতা পালন করেছেন এবং রাজনৈতিক ও আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও তরুণ বা সহকর্মী শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে সাহস পাননি, ক্ষমতার পরিবর্তন হতেই শত শত শিক্ষকের তালিকা তৈরি করা কিংবা পুরো নীল দলকে নিষিদ্ধ করার মতো 'সাহসী' ও আক্রমণাত্মক অবস্থান নিচ্ছেন। তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়ে যারা সাধারণ নীতিগত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আজ নতুন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সুবিধা পেয়ে তারা ঢালাও প্রতিশোধমূলক আচরণে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বাধীন, উদার ও গণতান্ত্রিক মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র। কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা বা ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক সহযোগী হওয়া আর সরাসরি ফৌজদারি অপরাধে লিপ্ত হওয়া- দুটি কোনোভাবেই এক বিষয় নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

স্পেনের সীমান্তে অভিবাসীর সুনামি, সতর্ক পুরো ইউরোপ

নিয়াজ মাহমুদ

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত স্পেনের ছোট্ট স্বায়ত্তশাসিত ছিটমহল সেউটা আবারও ইউরোপীয় অভিবাসন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রায় ৬০ হাজার মানুষের সীমান্ত অতিক্রম, অন্তত ৫৭ জনের মৃত্যুর খবর, সীমান্তে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা এবং এর পরপরই ইউরোপজুড়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ঝড় সব মিলিয়ে এটি কেবল একটি সীমান্ত সংকট নয়; বরং ইউরোপের অভিবাসন নীতি, নিরাপত্তা কাঠামো এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার এক কঠিন পরীক্ষার নাম।

ঘটনার পর স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ মানবপাচারকারী চক্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তার অভিযোগ, স্পেনের সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়কে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে পাচারকারী নেটওয়ার্ক অভিবাসীদের মধ্যে এমন ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, সমুদ্রপথে স্পেনে পৌঁছাতে পারলেই আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, এই ভুল বার্তাই মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে সীমান্তে ঠেলে দিয়েছে।

নিশ্চয়ই মানবপাচারকারী চক্রের কার্যক্রম আমলে নিতে হবে। তারা দীর্ঘদিন ধরেই হতাশ, দরিদ্র এবং নিরাপত্তাহীন মানুষের স্বপ্নকে পুঁজি করে মুনাফার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আইনি পরিবর্তন, রাজনৈতিক বক্তব্য কিংবা আদালতের রায় যে কোনো বিষয়কেই তারা নিজেদের প্রচারণার অস্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেবল পাচারকারীদের দায়ী করলেই কি এই সংকটের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়?

বাস্তবতা অনেক গভীর। আফ্রিকার বহু দেশ আজও দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত, খাদ্য সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক চাপে জর্জরিত। এসব দেশের লাখো তরুণের কাছে ইউরোপ মানে নিরাপত্তা, কাজ এবং একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। ফলে কোনো একটি আদালতের রায় অভিবাসনের মূল কারণ নয়; সেটি সর্বোচ্চ একটি অনুঘটক হতে পারে।

সেউটার সাম্প্রতিক ঘটনা সেই বাস্তবতাকেই আরও স্পষ্ট করেছে। যদি সত্যিই কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে থাকে, তাহলে এটি শুধু স্পেনের জন্য নয়, গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য একটি বিরাট নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। কারণ এই সংখ্যা সেউটার মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান। পৃথিবীর খুব কম সীমান্তই এত অল্প সময়ে এমন চাপ সামাল দেওয়ার সক্ষমতা রাখে।

এই পরিস্থিতিতে স্পেনের নিরাপত্তা বাহিনী, প্রশাসন এবং মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার ওপর একযোগে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা, পরিচয় যাচাই, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সব ক্ষেত্রেই সংকট তৈরি হয়েছে।

তবে এই সংকটের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হচ্ছে প্রাণহানি। সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টায় অন্তত ৫৭ জন মানুষের মৃত্যু শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; এটি অভিবাসন সংকটের নির্মম মানবিক মূল্য। যারা মারা গেছেন, তাদের অধিকাংশই হয়তো উন্নত জীবনের আশায়, হয়তো পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলানোর স্বপ্নে, কিংবা যুদ্ধ-সংঘাত ও দারিদ্র্য থেকে পালিয়ে এই বিপজ্জনক যাত্রায় নেমেছিলেন। সীমান্ত রাজনীতির কোলাহলে সেই মানুষগুলোর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি প্রায়ই হারিয়ে যায়।

সানচেজ সরকারের বক্তব্যের পাশাপাশি আরেকটি প্রশ্নও সামনে এসেছে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি যথেষ্ট কার্যকর ছিল?

এত বিপুলসংখ্যক মানুষের একযোগে প্রবেশ প্রমাণ করে যে সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় অন্তত সাময়িকভাবে বড় ধরনের ভাঙন তৈরি হয়েছিল। যদিও স্পেন জানিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ ইতোমধ্যে মরক্কোয় ফিরে গেছেন, কিন্তু ঘটনাটি দেখিয়ে দিয়েছে সীমান্তে একবার বড় ধরনের চাপ তৈরি হলে পরিস্থিতি কত দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রও যেন নতুন করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ফ্রান্স সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রন স্পেনকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। ইউরোপীয় সীমান্ত সংস্থা ফ্রন্টেক্সকে আরও সক্রিয় করার কথাও আলোচনায় এসেছে। অর্থাৎ সেউটার সংকটকে স্পেনের একক সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে না; বরং এটি সমগ্র শেনজেন অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে ইউরোপের ডানপন্থী ও কট্টর ডানপন্থী দলগুলো ঘটনাটিকে রাজনৈতিক সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ফ্রান্সের মারিন লো পেন, জর্ডান বারদেলা কিংবা অন্যান্য রক্ষণশীল নেতারা স্পেনের সমাজতান্ত্রিক সরকারকে অভিযুক্ত করছেন 'অতিরিক্ত উদার' অভিবাসন নীতির জন্য। জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎসও বহিঃসীমান্ত সুরক্ষার ওপর নতুন করে জোর দিয়েছেন।

এখানেই ইউরোপীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব। একদিকে আন্তর্জাতিক আইন বলছে, নিপীড়নের শিকার মানুষকে আশ্রয়ের সুযোগ দিতে হবে। অন্যদিকে রাষ্ট্র বলছে, সীমান্ত নিরাপদ রাখতে হবে, অবৈধ প্রবেশ ঠেকাতে হবে এবং মানবপাচারকারীদের নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে হবে।

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

> সেউটার এই ঘটনা ইউরোপকে আবারও সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে অভিবাসন আর সাময়িক সংকট নয়; এটি আগামী কয়েক দশকের অন্যতম বড় ভূরাজনৈতিক ও মানবিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আবেগ নয়, প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক নীতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার। কারণ সীমান্তের দুই পাশে শেষ পর্যন্ত মানুষই থাকে, কেউ নিরাপত্তা রক্ষা করতে, কেউ নিরাপত্তা খুঁজতে

Editor & Publisher : **Shah Nawaz**
Managing Editor : **Rano Nawaz**
City Editor : **Anik Raj**
General Manager : **Abubakar Siddique**

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

এই লেখা আপনি পড়বেন কি না জানি না

সুমন্ত আসলাম

ঘুম এসে যায় আমাদের সবার, ঠিক দুপুরবেলা, আহার শেষেই। শরীরটা কেমন যেন হয়ে ওঠে- আয়েসি; বিছানা টানে, মন সায় দেয় চুপিচুপি। কিন্তু আপনি নিজ হাতে গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, দুপুরে। রাজধানী ঢাকাকে পরিকার-পরিচ্ছন্ন ও 'ক্লিন সিটি' হিসেবে গড়ার শুদ্ধ সাধ আপনার। ঘুরে দেখতে চাইলেন ঢাকা উত্তর সিটিটা।

অথচ দিনটি ছিল শুক্রবার, ছুটির দিন। পৃথিবীর তাবৎ স্ত্রী এবং সন্তানের এরকম দিনে চাওয়া থাকে একটাই- একসঙ্গে খাওয়া, গল্প করা, আনন্দে কোনো মুভি দেখা। তারপর সন্ধ্যায় বেড়ানো, কাছে-পিঠে কোনো পরিচিত-অপরিচিত ভুবনে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে ধন্যবাদ।

০২

পরিদর্শনের অনেক রুটের মধ্যে মিরপুরের সম্ভ্রান্ত এলাকা ডিওএইচএসে এসেছিলেন আপনি, এসেছিলেন শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, মিরপুর-১০-এও। আপনার মনে হতে পারে, মাত্র এ কটি জায়গার কথাটা উল্লেখ করলাম কেন আমি? মানুষের কাছে সেটাই সত্য, যা সে দেখে, চোখ বরাবর তার কাছে যা দৃশ্যমান।

আমি এ জায়গাগুলো প্রতিনিয়ত দেখি, আমার যাতায়াতের সীমানা এখানেই।

০৩

আরও একবার আমন্ত্রণ আপনাকে প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মিরপুরে।

০৪

আমন্ত্রণ রক্ষা করে একদিন সত্যি সত্যি মিরপুরে এলেন আপনি। আপনাকে প্রথমেই নিয়ে যাব ডিওএইচএসে। বাম পাশে তাকালেই দেখতে পাবেন মিরপুর ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাড়ে সাত হাজার ছাত্রছাত্রীর বিদ্যানিকেতন এটা।

আপনাকে নিয়ে যাব ঠিক স্কুল ছুটির ক্ষণে। মিরপুর-১২ নম্বরে ডান দিকে, যে পল্লবী এলাকাটা আছে, যেখানে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকশ ছাত্রছাত্রীর বাস, তবে তারা সরাসরি যেতে পারে না তাদের আবাসে। আরও প্রায় এক কিলোমিটার সামনে গিয়ে ঘুরে, ডান দিকে ইউটার্ন নিয়ে আসতে হয় তাদের। অল্প কিছু মানুষের গাড়ি আছে, অধিকাংশেরই বাহন রিকশা। বাস, ব্যাটারিচালিত যান আর এটা-ওটা জড়ো করে রাখা স্তূপ পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে হয় তাদের প্রতিদিন। এ জায়গার রাস্তাগুলো অদ্ভুত এক পাজলে রূপ নিয়েছে, সহজে চলা যায় না, পেরোনো যায় না এপাশ থেকে ওপাশ। নেই কোনো ফুটওভার ব্রিজ। আপনি নিশ্চিত থাকুন প্রধানমন্ত্রী, এখানে যেকোনো দিন, যেকোনো সময় এক মায়ের হাত ধরে চলা ছাত্র কিংবা ছাত্রী গুরুতর জখম হবে, কিংবা...। ব্যাভিসনের সামনে দুই ছাত্রের মারা যাওয়ার পর যেমন আন্দোলন হয়েছিল, তেমনি হবে একদিন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কে বা কারা এ জটিল পথ সৃষ্টি করেছে, কারা প্রতিনিয়ত এই মৃত্যুফাঁদ পেতেছে অজ্ঞতায়?

আমরা জানি না, জানার উপায় নেই আমাদের। আমরা শুধু জানি- আমাদের অনিশ্চয়তা, আমাদের শঙ্কা, আমাদের উদ্বিগ্নতা।

০৫

মিরপুর-১২ নম্বরের তিন রাস্তার মোড়ে এসে একটু থামতে অনুরোধ করব আপনাকে। প্রথমে বাম পাশে তাকাবেন- সিরামিক ইট কারখানার সামনের রাস্তায় শত শত বাস দাঁড় করানো, বিভিন্ন কোম্পানির; রাতেও এমন, দিনেও। কিছু বাস এমনভাবে রাস্তার মোড়ে রাখা হয়, মোড় পেরোনোর সময় ওপাশ থেকে আসা ছুটন্ত গাড়ি দেখা যায় না মোটেও।

ডান পাশে তাকাবেন তারপর। কিছুটা চমকে উঠবেন সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তার পাশে সারি সারি প্রাইভেট কার দাঁড়ানো দেখে বিভ্রম হবে আপনার- এটা কি গাড়ি বেচাকেনার কোনো হাট? দৃষ্টি আরও একটু স্থির হতেই আপনি বুঝে যাবেন- পাশের সারি সারি বিপণিবিতানে আসা কাস্টমারদের গাড়ি এগুলো। বড় বড় সুউচ্চ দালান; কিন্তু গাড়ি পার্ক করার কোনো স্থান নেই তাতে!

০৬

কালশী মোড়ে নিয়ে যাব আপনাকে তারপর। চমকানোর দ্বিতীয় পালা শুরু হবে- আরে, পুরান ঢাকার জিনজিরা এলো কোথা থেকে এখানে! দুই রাস্তার দুই ফুটপাত তো দখল হয়েছেই, মূল রাস্তার অনেকটাতে ঠাঁই পেয়ে পুরনো লোহার জানালা, দরজা, গ্রিল, সিঁড়ি, পাইপ, ধারালো যন্ত্রপাতি!

হাঁটা তো দূরের কথা, পা রাখার জায়গা নেই। এই কি পাবলিকপ্লেস, নির্বিঘ্নে হেঁটে চলার সাধারণ মানুষের ফুটপাত!

০৭

আপনাকে এবার রাস্তাগুলোর দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। কদিন আগে উপর্যুপরি বৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু সামান্য বৃষ্টি হলেই খাবলা খাবলা করে উঠে যায় রাস্তার চামড়া। আচ্ছা, দুই-তিন বছর পর কেন রাস্তাগুলোর এমন দশা হয়? আমাদের টাকা কি এত সস্তা হয়ে গেছে, মান নেমে গেছে এত নিচে?

একটা দেশের একটা রাস্তা, দুই এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

> গল্প শেষে মিরপুরের শওকতের কাবাব নয়, রাব্বানীর সেরা গরুর মাংস দিয়ে ভাতও নয়, আবেশের নানরুটি-চাপও নয়, দামি গাড়ি থামিয়ে খাওয়া বিহারিদের বানানো ভুঁড়ি ভাজা আর পোড়া মাংসও নয়, সাগুফতার মোড়ে এক মামুলি চায়ের দোকানের লেবু চা খাওয়াব আপনাকে। চা খেতে খেতে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন- পাশের এই খালটা নির্মাণ ও ক্লিন দরকার আগে, ঢাকা শহর তাহলে আর সহজে ডুববে না সামান্য বৃষ্টিতে। ক্লিন করা দরকার ফুটপাত, বাস দখল করা রাস্তা, মার্কেটের গাড়ি পার্কিংয়ের নিচতলা, যততত্র জমাট বাঁধা ডিশ আর ইন্টারনেটের লাইন, ব্যাটারিচালিত রিকশা, হঠাৎ হঠাৎ গজে ওঠা দলীয় কার্যালয়। 'আমি দেখছি যে কিছুই বদলায়নি।' সদ্য বলা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাই। আমরা সত্যিকারের প্রমাণ চাই তার পরের বাক্যটার- 'শুধু পরিবর্তন দেখছি একজন মানুষের মধ্যে, তিনি তারেক রহমান'

নতুন প্রেসিডেন্ট কে

আলম রায়হান

> আরও বলা হচ্ছে, নানান ক্ষেত্রে গুপ্ত ও সুপ্তদের পাশ কাটিয়ে নানা সংকট মোকাবিলা করে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হলেও বিএনপির জন্য মূল সংকট হিসেবে মূর্তমান হবে সেই সময়ে। আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তখন আমলারাই হয়ে উঠবে প্রধান নিয়ামক। সেই পরিস্থিতি বিএনপি ঘনিষ্ঠ একজন আমলা রাষ্ট্রপতি পদে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে কাউকে রাষ্ট্রপতির জন্য বেছে নেওয়াটা হবে শ্রেয়। এতে অনেক সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন-সেটি ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন, তবে বিএনপি যেন দেশের অভিভাবক হওয়ার মতো কাউকেই এ পদের জন্য বেছে নেয়, সেটিই সবার চাওয়া থাকবে

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী এবং খালেদা জিয়ার দুটি সরকারেরই মন্ত্রী ছিলেন কর্নেল আকবর হোসেন। সাংবাদিক ঘনিষ্ঠ এই মন্ত্রীর রুমে সাংবাদিকদের আনাগোনা ছিল সবচেয়ে বেশি। আর মন্ত্রিসভায় রদবদলের গুঞ্জন উঠলেই সাংবাদিকদের ভিড় বেড়ে যেত। একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আকবর ভাই নতুন মন্ত্রী কারা হচ্ছেন? তিনি কাছে ডাকলেন। গোপন কিছু বলার ভঙ্গিমায় বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়া দৌড় দিবা, সেই ব্যাগে তালিকা আছে। যাও তোমারে একটা গোপন খবর দিয়া দিলাম!' উপস্থিত সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বিষয়টি পরিষ্কার হলো সবার কাছেই, এবং এটিই বাস্তবতা। এ বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন, তা তারেক রহমান জানেন। এটি তার সিদ্ধান্তের বিষয়। অবশ্য ওহি নাজিল হওয়ার মতো কোনো বিষয় থাকলেও থাকতে পারে। এমনটি হলে তাও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জানেন, অন্য কেউ নয়। এটি অন্যের জানার কথাও নয়। কিন্তু ধারণা করতে তো কোনো বাধা নেই। আবার অনেক সময় ধারণা মিলেও যায়। তখন বলা হয়, বলেছিলাম না! না মিললে চেপে যাওয়া হয়। অতএব কেবল ধারণা করা নয়, ধারণা প্রকাশও করা যায়। এ ধারণা থেকে প্রতিদিনের বাংলাদেশ এবং কালবেলার রিপোর্ট অনুসারে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন মির্জা ফখরুল। কিন্তু অন্য রকম ধারণাও আছে। এসব ধারণার আলোকে আলোচনায় রয়েছেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মঈন খান ও নজরুল ইসলাম খান। তাদের সঙ্গে আলোচনায় আছেন আমলা নাসিমুল গণি। ডাকসাইটের এই আমলা বর্তমানে চুক্তিভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

জানা গেছে, আগস্ট মাসেই দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চিন্তা করছে সরকার। সরকার-সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা না করে চলতি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই সম্পন্ন হতে পারে। যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর দাবি, বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা চলছে। আগে অনেকের নাম আলোচনায় থাকলেও এখন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নামই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। তাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা দলের ভেতরে-বাইরে। তবে বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে এখনো এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়নি। নতুন রাষ্ট্রপতি কাকে করা হবে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে বিএনপির ভেতরে ও বাইরে। রাষ্ট্রপতি পদে কে আসবেন-এ নিয়ে বিএনপির মধ্যে আলোচনা নতুন কিছু নয়। বরং গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দলটি জয়ী হয়ে সরকার গঠনের সময় থেকেই দলের ভেতরে এ নিয়ে কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছিল। এর কারণ হলো আওয়ামী লীগের সময়কার রাষ্ট্রপতিকে বিএনপি যে রাখবে না, সেটা তো পরিকারই ছিল। প্রশ্ন ছিল, কখন সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে। এখন যেহেতু পদত্যাগ হয়ে গেছে, তাই বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন কে রাষ্ট্রপতি হবেন। হুট করে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করানো নিয়ে নানা আলোচনা ডালপালা মেলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। তবে বিএনপির কেউ কেউ বলছেন যে, দলের ভেতরেই প্রভাবশালী একটি অংশ রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়, যার মূল উদ্দেশ্য হলো-ক্ষমতাকে সুসংহত করা কিংবা সামনের জন্য কোনো ঝুঁকি না রাখা। মনে করা হয়, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন-এমন ঘোষণা সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর রাষ্ট্রপতি পরিবর্তনের উদ্যোগে গতি আসে বলে বিএনপির কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে ধারণা পাওয়া গেছে।

রাষ্ট্রপতির পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনের বিদায়ের পর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন-এ আলোচনা জোরদার হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। পাশাপাশি ২০২৩ সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার তিন বছর তিন মাস পর হুট করে মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে কেন পদত্যাগ করতে হলো, তা নিয়েও কৌতূহল, আছে জল্পনা-কল্পনা। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পর ৯০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে জাতীয় সংসদ। সে অনুযায়ী আগামী ২৪ অক্টোবরের মধ্যে এর নিষ্পত্তি হবে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। এর আগে ২৪ জুলাই পদত্যাগ করেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। তার পদত্যাগ সম্পর্কে কয়েকদিন আগে থেকেই নানা ধরনের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন গুঞ্জনের কেন্দ্রে রয়েছে কে হচ্ছেন নতুন রাষ্ট্রপতি?

রাষ্ট্রপতি নিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর নয়। তবে সাফল্য ও তিক্ততা মানদণ্ডে এগিয়ে আছে বিএনপি। আবদুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি করে বিচক্ষণতার মনুমেন্ট তৈরি করে গেছেন বেগম খালেদা জিয়া। এই আবদুর রহমান বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা দেশকে একটি বড় রকমের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু পরবর্তী দুই রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদকে নিয়ে বিএনপির অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। শুধু তাই নয়, যে পরিস্থিতি রহমান বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গে সামাল দিয়েছিলেন, সে রকম পরিস্থিতিতে ইয়াজউদ্দিন এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

ভয় নয়, জয়েই বাংলাদেশের মুক্তি

অজয় দাশগুপ্ত

> যেমন, সেদিন আমরা মিলিত হয়েছিলাম অগ্রজ গামা আবদুল কাদিরের সম্মানে প্রকাশিত একটি সম্মাননা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে। হলভর্তি বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ আর ইতিহাসের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ, তার প্রমাণ মিলেছে কথা, গান আর মানুষের সহমতে। গামা আবদুল কাদির মুক্তিযুদ্ধ আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য লড়াই করা এক অগ্রজ। এ বিষয়ে তিনি নির্ভীক। বাংলাদেশ ও অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট। তারপরও সেদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের মানুষ এসে ভিড় করেছিলেন মিলনায়তনে। তাঁদের একটাই কথা-আগে দেশ, তারপর অন্য কিছু। এটাই আমাদের চাওয়া। আমাদের দেশ মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত এক ভূমি। চাইলেই তার গান, পতাকা, কবিতা বা ভাবনা কেড়ে নেওয়া যায় না। যারা তা ভাবে বা তা হবে বলে মনে করে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা

বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। তার বদলে যাওয়া বা তার যেকোনো পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে। আজকাল ভালো কোনো পরিবর্তন চোখেই পড়ে না। যা দেখি তার বেশির ভাগই মূলত সামাজিক অনাচার আর অন্যায়। খুব বেশি দিন আগের কথা না, আমাদের দেশে পাড়ায় পাড়ায় হারমোনিয়ামের সুরের ধারায় সন্ধ্যা নামত। বাড়িতে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল বা অন্য গানের পসরা সাজিয়ে বসতেন বাড়ির নারীরা। দিন পাল্টেছে। বহুতল দালানে ঘেরা শহর বা মফস্বলে এখন আর সুরের শব্দ পাওয়া যায় না। কেন যায় না?

মানুষ কি খুব ব্যস্ত? নাকি অন্য কোনো কারণ? দুটো কারণ আমরা সহজেই খুঁজে পাই-এক. মানুষ ডিজিটালাইজড হওয়ার নামে মোবাইল ফোন আর কম্পিউটারে মুখ গোঁজা এক জাতি এখন। এর বাইরে তার কোনো ভুবন যেন আর নেই!

দ্বিতীয় কারণ: হঠাৎ করে বাঙালির মনে সন্দেহ, সংশয় আর দুর্বলতা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে নাকি গান বা সুরে থাকতেই পারবে না। এই প্রক্রিয়া আজকের না। বিগত শাসনামলে যখন মনে করা হয়েছিল প্রগতি আর স্থিতি নিশ্চিত, তখন কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ইঁদুর জাল কাটছিল। ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছিল প্রতিক্রিয়াশীলতার নানা উৎপাত। এমনই অবস্থা যে একমাত্র তখনকার প্রধানমন্ত্রী, যিনি এখন দেশত্যাগী, কারও মতে পালিয়ে বাঁচা, তাঁর কথা ছাড়া কারও কথায় কোনো কাজ হতো না। সে আমলে সুর আর সংগীত হতো বটে, তা ছিল লোকদেখানো। প্রশাসন আর রাজার ভয়ে চুপ থাকা দানবেরা তলে তলে ঠিকই তৈরি হচ্ছিল।

রাজনীতি এ লেখার উদ্দেশ্য না। এখন এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে, কেউ সুর বা সাধনার স্বপ্ন দেখতেও ভয় পাবেন। কারণ, তারা ভয় লাগিয়ে আনন্দ পায়। আজকাল বড় অভাব পড়েছে মানবিকতার। কী দেশ কী হয়ে গেল! সেই কবে থেকে বাঙালি জাতি-ধর্মনির্বিশেষে একসঙ্গে বাস করে আসছে। তার মূল ভিত্তি ছিল সহাবস্থান আর ভালোবাসা। মায়া, মমতা, ভালোবাসা তো সহজে যায় না। কেড়ে নেওয়াও কঠিন। তাই এরা সফল করল ধর্মকে। সবচেয়ে সংবেদনশীল আর নাজুক বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এখন ধর্ম ব্যবসা আর নিয়ম যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

হয়েছে কারণ, আগের আমলে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। অযোগ্য, অপদার্থ আর সুযোগসন্ধানী দলের চামচা দিয়ে কাজ হয় না। হয়তো চামচামি আর সময় ব্যয় হতে পারে। সে সুযোগে চতুর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা তাদের কাজ করে গেছে গোপনে। যখন সময় এল, আমরা দেখলাম, এখন দেখছি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে নৈতিকতা আর আদর্শ। তারা ভুল করেনি। ভুল করে না। আসল জায়গায় আঘাত হানছে তারা। স্বর্গ-নরক আর বাঁচা-মরার এক লড়াই টেনে এনে মানুষের সুকুমার বৃত্তি বন্ধ করায় অনেকটাই সফল তারা। আজকের বাংলাদেশ কেন জানি অচেনা আর অজানা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

কিন্তু আমাদের দেশটাই এমন-যখন মনে হবে আর কোনো পথ নেই, আর কোনো ভরসা নেই, তখনই আমাদের দেশ রুখে দাঁড়ায়-বলে দেয় কী করতে হবে আর কোনটা করার দরকার নেই। এই শক্তি আমি দীর্ঘ সময়কাল ধরে দেখে আসছি। এবার যখন মানুষ নানা কারণে ভীত আর পরাজিত, তখনই সামনে এসেছে এক তরুণ। কে এই তরুণ? কী তার পরিচয়? জানার দরকার নেই আমাদের। শুধু জানতে হবে তার সাহস আর শক্তি। একপাদা মানুষের সামনে বীরের মতো অসাম্প্রদায়িকতা আর বাঙালির কথা বলা এই ছেলেটি নিজের পরিচয় দিয়েছে এই বলে, 'আমি আগে একজন মানুষ'। মনে হচ্ছিল কোনো এক লালন বা হাসন রাজা কথা বলছেন। ধীর অথচ শাণিত ছেলেটি যেন কবি নজরুলের প্রতিবিম্ব। এই ছেলেটিকে ঘিরে মানুষের স্পন্দন আর ভালোবাসা মনে করিয়ে দিয়েছে-'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই!' সত্যি আমাদের ভয় নেই। আছে কপট হিংসা আর কিছু দানবের আচরণ।

এই তরুণের পরপরই দৃশ্যপটে এলেন এক শিক্ষক। কেন্দুগঞ্জের স্কুলশিক্ষক বিউটি রানী পাল। ডিফারেন্ট টাচ ব্যান্ডের বিখ্যাত গান 'শ্রাবণের মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে' গানটির সঙ্গে নাকি 'নেচেছিলেন'। নেচেছিলেন? না, আসলে মনের খুশি প্রকাশ করেছিলেন। ব্যস, এতেই নড়ে উঠল পুরুষতন্ত্র। নড়েচড়ে বসা উগ্রবাদ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। কিন্তু খেলা এখানেই শেষ না। জীবনে যাঁরা মেজবাহর গাওয়া এই গানটি শোনেননি, জানতেন না, তাঁরাও আজ এর সঙ্গে রিল বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভাসিয়ে দিয়েছেন। শুধু মেয়ে বা নারীরা না, পুরুষ শিক্ষকেরাও নেমেছেন।

খোলা চুল, হিজাবি, বোরকা, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, শার্ট-প্যান্ট-সবার স্রোতে ভেসে গেছে অপশক্তি। জয় হলো কার? সেই শিক্ষকের। 'আজ কেন মন উদাসী হয়ে দূর অজানায় চায় হারাতে?' এই গান এখন সুপার ডুপার ভাইরাল! এটাই দেশের এবং এটাই মানুষের শক্তি। এটাই নারীর বিজয়।

তাহলে একটা বিষয় স্পষ্ট-বাংলাদেশ জেগে আছে। তার ভেতরের শক্তি হয়তো সব সময় বোঝা যায় না কিন্তু যখন সে রুখে দাঁড়ায়, তখনই আমরা তা টের পাই। আমাদের স্বপ্ন আর বিশ্বাসের স্বদেশকে বিদেশে ধারণ করা বাঙালি সব সময় পাশে আছে। যেমন, সেদিন আমরা মিলিত হয়েছিলাম অগ্রজ গামা আবদুল কাদিরের সম্মানে প্রকাশিত একটি সম্মাননা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1090789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনায় ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রায়ে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর নিকটে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার বদৌলতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইন্না'ওয়ানুহু বীন্ নিয়াক' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফ্ফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রীতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

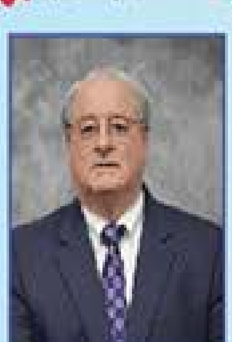

Attorney Michigan Only.

Attorney Michigan Only.

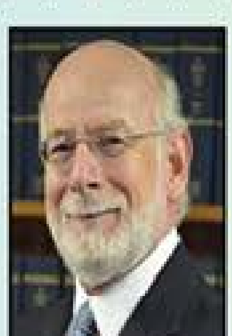

Attorney New Jersey Only

Attorney, Buffalo New York Only

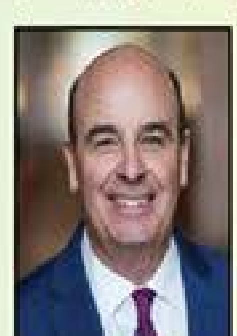

Attorney Connecticut Only

Attorney Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

রাজনৈতিক ভাষার শুদ্ধায়ন ও শালীনতা

কারণ রাষ্ট্রের পুনর্গঠন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শুরু হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে। আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মিত হয় ভাষায়। ইতিহাসের প্রতিটি সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রমাণ করে, নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের আগে বা অন্তত তার পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক ভাষা নির্মাণ অপরিহার্য। যে বিপ্লব মানুষের মুখের ভাষাকে সভ্য করতে পারে না, সে বিপ্লব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকেও দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক করতে পারে না। অতএব, জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে জরুরি সংস্কার সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা বা প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনীতির ভাষার গণতান্ত্রিকীকরণ, শুদ্ধায়ন ও শালীনতা। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শালীন রাজনৈতিক ভাষা, যুক্তিনির্ভর বিতর্ক এবং নাগরিক সংস্কৃতির মাধ্যমে ঋদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। নোংরা উচ্চবাচ্য ও হম্বিতম্বির মাধ্যমে নয়

ড. মাহফুজ পারভেজ

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, নির্বাচন, সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসনিক সংস্কারের কথা শোনা গেলেও গণতন্ত্রের আরেকটি মৌলিক ভিত্তি- রাজনীতির ভাষা ও প্রতিবাদের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। অথচ গণতন্ত্র কেবল প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয় না। নেতাদের বক্তব্যের ভাষা, রাজনৈতিক আচরণ এবং জনপরিসরের সংস্কৃতির মাধ্যমেও গঠিত হয়।

রাজনৈতিক ভাষা যত শালীন, সভ্য, সংযত ও যুক্তিনির্ভর হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও তত স্থিতিশীল এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিও ততই শুদ্ধ-পরিশীলিত হয়। রাজনীতি অপমান, ঘৃণা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতিহিংসার নোংরা-অরুচিকর ভাষায় পরিচালিত হলে সেই ভাষাই ধীরে ধীরে সহিংসতার সামাজিক বৈধতা সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করে স্বৈরমানসিকতার জন্ম দেয়।

ঐতিহাসিকভাবে কোনো বিপ্লবের প্রকৃত সাফল্য কেবল সরকার পরিবর্তনে নয়; বিপ্লব-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির পরিবর্তনে। বিপ্লব পুরোনো প্রতিষ্ঠান ও ভাষা বদলাতে না পারলে ক্ষমতার মুখ বদল হবে মাত্র। বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও ইতিবাচক রূপান্তর হবে না।

রাজনীতি মূলত ভাষা ও কৌশলের শিল্প। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো দেখিয়েছেন, ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে নয়; ভাষা, জ্ঞান ও বয়ানের (discourse) মধ্য দিয়েও পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক ভাষা একইসঙ্গে বাস্তবতার বর্ণনা এবং বাস্তবতাকে নির্মাণ করে। কোনো রাজনৈতিক নেতা যখন প্রতিপক্ষকে 'দেশদ্রোহী', 'শত্রু', 'ধ্বংসযোগ্য' কিংবা অন্য কোনো অশ্লীল ও অবমাননাকর পরিচয়ে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে সহিংস লড়াইয়ে ঠেলে দেন। কারণ, রাজনৈতিক ভাষার যুক্তিপূর্ণ প্রয়োগ গণতন্ত্রের সহায়ক আর ভাষার অবক্ষয় গণতান্ত্রিক জনপরিসরের ক্ষয় ও সহিংসতার জন্মদাতা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীনতার পর থেকেই রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে নীতিগত বিতর্কের পরিবর্তে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিপক্ষ নয়, 'জাতির শত্রু', 'রাষ্ট্রবিরোধী', 'দেশবিরোধী', 'ফ্যাসিস্ট', 'বিশ্বাসঘাতক' কিংবা অন্য

কোনো অবমাননাকর অভিধায় চিহ্নিত করার সংস্কৃতি রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তর থেকে শুরু করে রাজপথ, সংসদ, টেলিভিশনের টকশো এবং এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, অনেক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য শালীনতার সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তিগত গালিগালাজ ও অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এটি কেবল নৈতিক অবক্ষয় নয়, গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক এক অশনিসংকেত। অথচ নেতারা শুধু নীতিনির্ধারণ করেন না। তারা অনুসারীদের নৈতিক আচরণের সীমারেখাও নির্ধারণ করেন। ফলে নেতৃত্বের ভাষা যখন উত্তেজনাপূর্ণ, অপমানজনক ও সংঘর্ষমুখী হয়, তখন কর্মীরাও সেটিকে বৈধ রাজনৈতিক আচরণ হিসাবে গ্রহণ করে। এতে মারপিট হাত দিয়ে শুরুর আগে শুরু হয় ভাষা দিয়ে। এহেন ভাষা ও বক্তব্যভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা সহিংসতার পরিবেশ তৈরি করে রাজনীতিকে সংঘাতময় রণাঙ্গন বানিয়ে ফেলে।

বিশ্ব ইতিহাসে রাজনৈতিক ভাষার পতন ও অবক্ষয় রাজনীতির ক্ষতি করেছে চরমভাবে। ফরাসি বিপ্লব স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ নিয়ে শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক ভাষায় প্রতিপক্ষকে 'জনগণের শত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে বিপ্লব নিজের সন্তানদেরই গ্রাস করেছিল। রুশ বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ভাষা বহুত্ববাদকে দুর্বলতা এবং ভিন্নমতকে ষড়যন্ত্র হিসাবে উপস্থাপন করায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ক্রমেই একদলীয় কর্তৃত্ববাদের দিকে অগ্রসর হয়।

বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবেরও সবচেয়ে বড় পরীক্ষা চলছে ভাষায়। আন্দোলনের সময় যে নৈতিক শক্তি, আত্মত্যাগ ও নাগরিক সংহতি তৈরি হয়েছিল, তা বিপ্লব-পরবর্তী রাজনীতিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ, বিদ্বেষ, নিম্নরুচির বক্তব্য এবং উসকানিমূলক ভাষার মধ্যে আবর্তিত হয়ে বিপ্লবের নৈতিক পুঁজির দ্রুত ক্ষয় ঘটাচ্ছে। জুলাইয়ের চেতনা যদি সত্যিই বৈষম্য, দুর্নীতি ও কর্তৃত্ববাদের অবসান চায়, তবে তার প্রথম শর্ত হলো, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সম্মানজনক স্বীকৃতি দেওয়া। ফলে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামনে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে দাঁড়িয়েছে। জনগণ শুধু নতুন নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে না, তারা নতুন রাজনৈতিক ভাষাও প্রত্যাশা করে। সেই ভাষা হবে তথ্যভিত্তিক, শালীন, সংযত ও যুক্তিনিষ্ঠ। মতপার্থক্য থাকবে, তীব্র সমালোচনাও থাকবে। কিন্তু তা হবে নীতি, কর্মসূচি ও প্রমাণের ভিত্তিতে; ব্যক্তিগত অপমান, চরিত্রহনন বা সামাজিক বিদ্বেষের ভিত্তিতে নয়। গণতন্ত্রে কঠোর সমালোচনা বৈধ হলেও ঘৃণার ভাষা শোভন নয়।

ভাষা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমেই শুরু হতে হবে। কারণ রাজনীতিতে ভাষা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এটি নেতৃত্বের নৈতিক অবস্থান, দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের প্রতিফলন। তবে এ দায়িত্ব নেতা ও দলগুলোর পাশাপাশি গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধিজীবী এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ফুঁসছে আজাদ-কাশ্মীর

মুজাহিদ অনীক

পাকিস্তানের সমগ্র ক্ষমতাকাঠামো দেশটির বিশেষ স্বশাসিত অঞ্চল কাশ্মীর উপত্যকায় ইতিহাসের সবচেয়ে তিক্ততাপূর্ণ অসন্তোষের মুখোমুখি। আজাদ-কাশ্মীর নামে পরিচিত অঞ্চলটিতে গত জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত সহিংসতায় হতাহতের তালিকায় বেসামরিক নাগরিকের পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছেন।

অঞ্চলটির সচেতন মহল ১৯৭৪ সালের অন্তর্বর্তী সংবিধানের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিব্যবস্থায় বদল চাইছে। ক্ষোভের প্রধান লক্ষ্যবস্তু স্বশাসিত শাসনব্যবস্থার অন্দরে পাক 'এস্টাবলিশমেন্ট'-এর কর্তৃত্বপরায়ণ ছায়া।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত অঞ্চলটির পাক-নিয়ন্ত্রিত অংশটি বর্তমান পরিস্থিতির মতো উত্তাপ এর আগে দেখেনি।

সংঘাত-সহিংসতার মধ্যে গত ২৭ জুলাই আজাদ-কাশ্মীরে প্রথম দফার নির্বাচন হয়ে গেছে, যেখানে ১৩টি আসনের মধ্যে ৯টি দখল করেছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন)। নির্বাচন ছাপিয়ে আলোচনায় জায়গা করেছে সংস্কারমূলক দাবি। নেতৃত্বে রয়েছে জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি) নামে একটি মোর্চা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী এবং নানা শ্রেণির মানুষ জড়ো হয়েছেন এ মঞ্চে। তিন বছর ধরে তাদের কর্মসূচি রুখতে চূড়ান্ত মারমুখী আর্মি-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন। বিক্ষোভ থামাতে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নিয়মিত বাহিনী কার্যত খাদ্যপণ্য অবরোধ আরোপ করেছে। নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর পাশাপাশি গণগ্রেপ্তার ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। গত জুনে জেএএসির প্রধান নেতা শওকত নওয়াজ মীরকে গ্রেপ্তার করে রাষ্ট্রদ্রোহসহ নানা অভিযোগ আনা হয়েছে। বর্তমানে আত্মগোপনে থেকে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন বাকি নেতারা। সরকার জেএএসি নিষিদ্ধ করেছে।

নির্বাচনের বাকি দুধাপে আরও প্রাণহানির শঙ্কা রয়েছে। কারণ, বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থল রাওয়ালাকোটের নির্বাচন এখনো বাকি। ১০ আগস্ট পুঞ্চ বিভাগের ভোট হতে পারে চূড়ান্ত সহিংস। পুঞ্চের রাওয়ালাকোটে সবচেয়ে তীব্র আন্দোলন ও সহিংসতা দেখা গেছে।

বস্তুত ইসলামাবাদে এস্টাবলিশমেন্ট তথা সামরিক বাহিনীর আশীর্বাদ ছাড়া যেমন ক্ষমতার পালাবদল হয় না, একই ধারা ১৯৪৭ সাল থেকে নানা সময়ে আজাদ-কাশ্মীরেও দেখা গেছে। সেনাবাহিনীর সমর্থে চলা কেন্দ্রীয় সরকারের তল্পিবাহক শাসকই সবসময় ক্ষমতার স্বাদ নিয়ে আসছে। কিন্তু আজাদ-কাশ্মীর পাকিস্তানের সংবিধানসম্মত কোনো ভূখণ্ড বা প্রদেশ নয়। বিদ্যমান বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী মুজাফফরাবাদে একপ্রকারের আপাত স্বাধীন ও অধিকতর স্বশাসিত সরকারকাঠামো জারি থাকার কথা এবং তা ইসলামাবাদের সমান্তরালে। অথচ মুজাফফরাবাদের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী পদের মুখ বদল হয়ে আসছে ইসলামাবাদের ইশারায়। ওদিকে ইসলামাবাদের হর্তাকর্তা বেসামরিক কেউ নয়, উর্দিধারীরা। বৈপরীত্যটা এখানেই।

আজাদ-কাশ্মীরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা নজরদারি, বলপ্রয়োগ, বেসামরিক নাগরিকজীবনে হস্তক্ষেপে ঘটনা বিস্তর। জল ও খনিজসম্পদের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ করায়ত্ত করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাঠামোবদ্ধ লুণ্ঠনের নিয়ন্ত্রণ আর্মির আজ্ঞাবহদের হাতে। একটি কথা প্রচলিত রয়েছে, আজাদ-কাশ্মীরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যত ক্ষমতা, তার চেয়ে অধিক ক্ষমতা আর্মির ১২তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের, যেটি আজাদ-কাশ্মীরকে সামরিক আচ্ছাদনে মুড়িয়ে রাখা সামরিক বাহিনীর কমান্ড। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংঘাতপূর্ণ নিয়ন্ত্রণরেখার প্রতিরক্ষা এই ডিভিশনের আওতায়।

জেএএসির সাম্প্রতিক উত্থানের মধ্য দিয়ে এস্টাবলিশমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব প্রশ্নের মুখে পড়ছে। আঞ্চলিক রাজনীতিকে যেকোনো মূল্যে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টাকে মানুষ আর সহ্য করতে চাইছে না। ২০২৩ সালে ভর্তুকি মূল্যের আটার মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জেএএসি মোর্চা এখন অঞ্চলটির রাজনীতির সবচেয়ে বিতর্কিত ও অন্যায্য প্রশ্নটি সামনে এনেছে। তারা আইনসভায় সংরক্ষিত ১২টি আসন বাতিল চাইছে।

ঘটনা হলো, ভারত-নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীর থেকে আসা শরণার্থী, যারা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করেন, তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংবিধানে ১২টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এসব ভোটারের কেউই আজাদ-কাশ্মীরে বসবাস করেন না। তাদের ভোটাভুটিও নির্দিষ্ট কেন্দ্রে হয় না। নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে এই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। এসব আসনের ভোট প্রক্রিয়া যেমন প্রশ্নবিদ্ধ, তেমনি এসব আসনে নির্বাচিত প্রার্থীরা কেন্দ্রীয় সরকার ও সামরিক বাহিনীর অনুগ্রহধন্য হয়ে থাকেন। জেএএসির অভিযোগ, অঞ্চলের বাইরে থেকে এস্টাবলিশমেন্টের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করেন এসব 'নির্বাচিত' প্রতিনিধি। রিফিউজি স্ট্যাটাস নিয়ে নির্বাচিতরা চিরাচরিতভাবে এস্টাবলিশমেন্টের অঙ্গুলিহেলনে চলেন।

সংস্কারের দাবিতে হাওয়া লাগে গত বছরের শেষদিকে উপত্যকায় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের কারণে। চৌধুরী আনোয়ারুল হক ২০২১ সালে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

রাজনৈতিক হিস্যার পাশাপাশি জেএএসি আজাদ-কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সম্পদের হিস্যার প্রশ্নও সামনে এনেছে। পাকিস্তানের জাতীয় গ্রিডে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হয়, যা উৎপাদিত হয় আজাদ-কাশ্মীরের নীলম-ঝিলম নদীর স্রোতধারা থেকে। অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজেদের সম্পদে স্বল্পমূল্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উচ্চমূল্যে কিনতে আগ্রহী নন। মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিং নিয়েও তারা ক্ষুব্ধ। কারণ তারা মনে করেন, আজাদ-কাশ্মীরে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় এখানে। কিন্তু তাদের উৎপাদিত বিদ্যুতে ইসলামাবাদ ও পাঞ্জাবকে আলোকিত রেখে আজাদ-কাশ্মীরকে অন্ধকারে রাখে পাকিস্তানি সরকার। নাগরিক সমাজ এ বিষয়কে দেখছে সম্পদ লুণ্ঠন হিসেবে

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

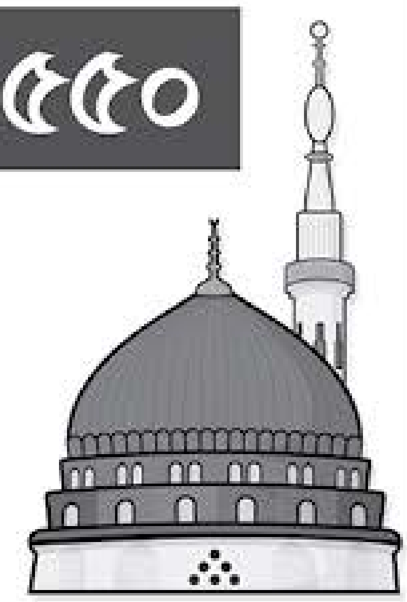

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES | Biman Bangladesh Airlines | American Airlines | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | Emirates | KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান	কাঞ্চন	জামান রঞ্জু	কে.এম. শহিদ	মাহির	জাহাঙ্গীর	নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট	ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

আমরা তার ছলনায় ভুলব না

ড. মাহবুব উল্লাহ্

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত এক মারাত্মক খেলায় মেতে উঠেছে। ২০২৪-এর ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশে তার দীর্ঘদিনের মসনদ হারিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া শেখ হাসিনার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। গণভবন থেকে সরে যাওয়ার জন্য তাকে ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের পক্ষে তার জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। লাখো জনতা গণভবনের নিরাপত্তাব্যূহ ভেদ করে শেখ হাসিনাকে তাদের কব্জায় নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। শেখ হাসিনাকে সরাসরি হাতে পেলে যে জনতা তার অস্থিমজ্জার কী অবস্থা করত, তা ভাবা যায় না। শেখ হাসিনা নিজেই ভারত সরকারের কাছে তাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রী জয়শংকর এ কথাটি ভারতীয় পার্লামেন্টে জানিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার জন্য এ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক ছিল। দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছর তিনি ভারতের তাঁবেদারি করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা না দেখিয়ে ভারতের স্বার্থ পূরণে প্রতিনিয়ত ব্যগ্র ছিলেন তিনি। তিনি তো নিজেই বলেছিলেন, ভারতকে যা দিয়েছি তা তারা চিরদিন স্মরণ রাখবে। ভারতকে ট্রানজিট করিডর ও বন্দর সুবিধা দিতে গিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে কুমড়ার ফালির মতো টুকরো টুকরো করে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল। শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বলেছিলেন, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো। এই উচ্চ ডিগ্রিধারী কুলাঙ্গার যে কত নিচু রুচির মানুষ হতে পারে, তা তার কথা থেকেই ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, সাড়ে ১৫ বছর ধরে এ অজাত-কুজাতের দল বাংলাদেশ শাসন করেছে। বীরের জাতি হিসাবে বাংলাদেশিদের জন্য এ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর। ভারতের আধিপত্যবাদী সরকার আওয়ামী লীগদলীয় সরকারকে অব্যাহতভাবে মদদ দিয়ে গেছে সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে। বাংলাদেশের আর কোনো রাজনৈতিক দল ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কিংবা পাচ্ছে না। অবিমৃশ্যকারীর মতো ভারত তার সব ডিম এক খাঁচায় রেখেছে। তারপর, ২০২৪-এর ৫ আগস্ট খাঁচাটি খাপছাড়া হয়ে যায়। ভারত এখনো আওয়ামী লীগের ওপর ভর করে বাংলাদেশের ওপর তার আধিপত্যবাদের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অবিরত কোশেশ করে চলেছে। ভারত মনে করে, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের একটা শক্ত গণভিত্তি রয়েছে। এই শক্ত গণভিত্তি কিছু অন্ধ আওয়ামী অনুরক্তদের দ্বারা গঠিত। এরা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের অন্ধ বিশ্বাস। ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশ যে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এটা বোঝার মতো বুদ্ধি-বিবেক এদের নেই। এদের নেতাদের একটি বড় অংশ ভারতে আরাম-আয়েশের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের অর্থ লুণ্ঠনই এদের বিলাসব্যসনের উৎস। বাংলাদেশে অবস্থানরত আওয়ামী কর্মী বাহিনী কীভাবে পলাতক নেতৃত্বের আহ্বানে যুদ্ধ জয় করবে, তা কোনো কল্পনাতেই ভাবা যায় না। কথা উঠেছে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তারা দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা করবে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নাশকতা করলেও গৃহযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তার কিছুমাত্র কার্যকর করার শক্তি সামর্থ্য তাদের নেই। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একদল যুবক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শেখ মুজিব হত্যার বদলা নেবে। ভারতে তারা গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্রসহ নানা ধরনের সামগ্রী সহায়তা হিসাবে পেয়েছিল। তারা বর্ডার আউট পোস্টগুলোর ওপর আগ্রাসন চালায়। কিন্তু জনপ্রতিরোধসহ বিডিআরের প্রতিরোধের মুখে তাদের মুজিব হত্যার বদলা নেওয়ার প্রতিজ্ঞা ভেস্তে যায়। অবশেষে মোরারজি দেশাই-এর সরকার ভারতে ক্ষমতাসীন হলে তাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়।

বাংলাদেশে নবনির্বাচিত তারেক রহমানের সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে ভারত আবার সেই হাসিনা 'কার্ড' সামনে নিয়ে এসেছে। ঢাকার ওপর নানামুখী চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিল্লির চাণক্যনীতির অনুসারী 'ডিপ স্টেট' ও নীতিনির্ধারকরা অবিরত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে চলেছে। গত ৩০ জুলাই ভারতের পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় কমিটি জানিয়েছে, নরেন্দ্র মোদি সরকার শেখ হাসিনাকে দিল্লির মাটিতে বসে কোনো ধরনের রাজনীতি করার অনুমতি দেয়নি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে পতিত হাসিনাকে প্রত্যর্পণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে সরকার।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো এ খবর ফলাও করে প্রচার করে। এর ঠিক তিন দিন পর গত ২ জুলাই ভারতীয় মিডিয়ার শিরোনাম হয়েছে, ৫ আগস্ট প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে আসছেন হাসিনা। ওই দিন তিনি দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরবেন।

বক্ষ্যমাণ কলামটি লেখা হচ্ছে ৪ আগস্ট রাতে। তাই ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন করলেন কিনা তা বলা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বলা যায়, শেখ হাসিনা বারবার উসকানি দিয়ে চলেছেন। তার নিজের কৃতকর্মের জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। বাংলাদেশের মানুষের জীবন নিয়ে হোলিখেলার পর শেখ হাসিনার ঔদ্ধত্য সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শেখ হাসিনা এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

ঢাকা ও দিল্লির একাধিক কূটনৈতিক সূত্র বাংলাদেশের একটি দৈনিককে জানিয়েছে, মূলত তারেক রহমান সরকার তথা বাংলাদেশের ওপর নানামুখী চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসাবে হাসিনাকে বারবার মাঠে ছেড়ে দেওয়ার কসরত করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশকে বিভ্রান্ত করার জন্য মাঝে মাঝে মিষ্টিমধুর উক্তিও করা হচ্ছে। ব্রিক্স সম্মেলন উপলক্ষ্যে তারেক রহমানকে দিল্লি সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ না করে তার পরিচয় বলা হয়েছে বিমসটেক প্রধান। অর্থাৎ ভারত এখনো তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে চাচ্ছে না। তাহলে তারেক রহমান কীভাবে দিল্লি যেতে পারেন! কথায় বলে, দুর্জনের ছলের অভাব নেই। রাষ্ট্র হিসাবে আধিপত্যবাদী ভারতের ছলের অবসান কি কোনোদিন হবে?

গাজার ধ্বংসস্তূপে স্বপ্নছোঁয়ার হাসি

মোহাম্মদ হাসান শরীফ

কারও কারও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথও অনিশ্চিত। তবু তারা আশাবাদী। কারণ তারা জানে, এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াও এ সময়ে বড় অর্জন। তাওজিহির ফল তাদের হাতে একটি সনদ দিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দিয়েছে আত্মবিশ্বাস-যে তারা প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারে। গাজার ধ্বংসস্তূপে তাওজিহির ফল প্রকাশ যেন এক টুকরো বসন্ত। সেখানে আনন্দ আছে, কান্না আছে, হারানোর স্মৃতি আছে-কিন্তু আছে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতিও। যে শিশুরা যুদ্ধের মধ্যে বই খুলেছে, তারা শুধু পরীক্ষার উত্তর লেখেনি; তারা ইতিহাসের পাতায় লিখেছে নিজেদের দৃঢ়তার গল্প। তাদের হাসি ধ্বংসস্তূপের ওপর ফুটে ওঠা ফুলের মতো-নাজুক, অথচ অদম্য। গাজার সেই তরুণ মুখগুলো আজ বিশ্বকে মনে করিয়ে দিচ্ছে : স্বপ্নের কোনো ধ্বংসস্তূপ হয় না। স্বপ্ন বেঁচে থাকে-একটি কলমে, একটি ফলাফলে, একটি হাসিতে

যুদ্ধবিরতি হয়েছে; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। এখনো ইসরাইলি বিমানগুলো ভয়াবহ মাত্রায় বোমা ফেলছে; শিশু বা নারী, হাসপাতাল কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কোনো কিছুই রেহাই পাচ্ছে না। ফলে গাজা মানেই প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুঝুঁকি, অনাহার, ধ্বংসস্তূপ, ভেঙে পড়া ভবন, বাস্তুচ্যুত মানুষের দীর্ঘ সারি। আর সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই প্রকাশিত হলো 'তাওজিহি' পরীক্ষার ফলাফল। ফল হাতে নিয়ে দুঃসহ কষ্টেও গাজার শিক্ষার্থীদের মুখে ফুটে উঠল অনাবিল হাসি। সেই হাসি কেবল ভালো ফলের আনন্দ নয়; এটি বেঁচে থাকার, স্বপ্ন দেখার এবং ভবিষ্যৎকে আঁকড়ে ধরার এক নজিরবিহীন ঘোষণা।

ফিলিস্তিনের সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-তাওজিহি (আমাদের দেশের এইচএসসি সমমানের)-শিক্ষার্থীদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর একটি। এ পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ, উচ্চশিক্ষার পথ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পেশাজীবনের দিকনির্দেশনা। তাই তাওজিহি শেষ করা ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে শুধু একটি শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তি নয়; এটি জীবনের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের দরজা। তবে গাজার শিক্ষার্থীদের জন্য সেই দরজা খুলেছে এক ভয়াবহ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে।

যুদ্ধ ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণে ২০২৪ সালে গাজায় তাওজিহি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বহু শিক্ষার্থী, যারা স্বাভাবিক সময়ে জুন মাসে পরীক্ষার হলে বসার কথা ছিল, তারা হারিয়ে ফেলে একটি পুরো শিক্ষাবর্ষ। ধ্বংস হয়ে যায় স্কুল, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা, আর অনেক পরিবারকে একাধিকবার ঘরছাড়া হতে হয়; কিন্তু তবুও তারা এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারে যে, তারা প্রাণটি হারায়নি। তাদের অনেকের মা-বাবা, ভাইবোন হারিয়েছে। অনেক পরিবারের সব সদস্যই চিরবিদায় নিয়েছে। ভয়াবহ হামলার মুখে কেউ আশ্রয় নেয় তাঁবুতে, কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে, কেউ বা স্কুলের ধ্বংসপ্রায় ভবনে। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও বই-খাতার অনিশ্চয়তার মধ্যে নিয়মিত পড়াশোনা করাই যেখানে কঠিন, সেখানে একটি জাতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব কাজ। তবু তারা থেমে থাকেনি।

গাজার অনেক শিক্ষার্থীর পড়ার টেবিল ছিল না। ছিল না নিরিবিলি ঘর, পর্যাপ্ত আলো কিংবা প্রয়োজনীয় বই। কারও পড়াশোনা চলেছে তাঁবুর কোণে, কারও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির পাশে, আবার কেউ বন্ধু বা শিক্ষকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে একটি বই। যুদ্ধের শব্দ, গোলাবর্ষণের আতঙ্ক এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা পাঠ্যবই খুলেছে। কখনো মোমবাতির আলোয়, কখনো মোবাইল ফোনের ক্ষীণ আলোয়, কখনো স্মৃতি থেকে পুনরাবৃত্তি করে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে পরীক্ষার জন্য। অনেক শিক্ষকও নিজেদের নিরাপত্তা ও সংকট ভুলে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র বা খোলা জায়গায় ছোট ছোট পড়ার দল তৈরি হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ না থাকলেও শিক্ষা থেমে থাকেনি-এটাই ছিল তাদের নীরব প্রতিরোধ।

অনেক অপেক্ষার পর গাজার শিক্ষার্থীরা তাওজিহি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছিল। পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল যুদ্ধের ক্ষত বহন করা ভবন, অস্থায়ী স্থান কিংবা সীমিত সুবিধার আশ্রয়কেন্দ্র। অনেক পরীক্ষার্থী তখনো বাস্তুচ্যুত, অনেকের পরিবার শোকাহত, আর অনেকেই নিজের ঘর ও প্রিয়জন হারানোর বেদনা বয়ে নিয়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছায়। তাদের হাতে ছিল কলম, সামনে প্রশ্নপত্র-কিন্তু মনের ভেতর ছিল আরও বড় এক পরীক্ষা। মনোযোগ ধরে রাখা, ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বাভাবিক জীবনের মতো পরীক্ষা দেওয়া-সবকিছুই ছিল অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো।

তবু তারা পরীক্ষায় বসেছে।

ফল প্রকাশে গাজার অনেক পরিবারে আনন্দের সঙ্গে মিশে ছিল কান্না। কেউ সন্তানকে জড়িয়ে ধরেছে, কেউ মৃত স্বজনের ছবি সামনে রেখে ফল দেখেছে, কেউ ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে জানিয়েছে নিজের সাফল্যের কথা। এই যেমন তালা আবু শুকরের কথাই ধরা যাক। থাকে মধ্য গাজার বুরেজ উদ্বাস্তু শিবিরে। ২০১০ সালে তার বয়স যখন মাত্র ২, তখন সে তার মাকে হারায়। আর এবারের গাজা যুদ্ধের শুরুতে প্রথমে মারা যায় তার বড় ভাই ইউসুফ, এরপর তার বাবা মাহমুদ, তার বোন। এ ছাড়া ঘনিষ্ঠ স্বজনদেরও অনেকে শাহাদতবরণ করেছে। সাধারণ কেউ হলে পড়াশোনা করা বা পরীক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তাও করত না; কিন্তু সে গাজার বাসিন্দা। চাচার সহায়তায় পরীক্ষা দিয়েছে এবং ৮৬ শতাংশ স্কোর করে পাশ করেছে। ফলাফলে খুশি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শহীদ মা-বাবা, ভাইবোনদের কথা মনে পড়েছে। তারা যদি দেখে যেতে পারতেন!

প্রতিবেদনে দেখা যায়, এক পরিবার থেকে তিনজন পরীক্ষা দিয়ে সবাই দুর্দান্ত ফলাফল করার ইতিহাসও দেখা যাচ্ছে। সামা পেয়েছে ৯৭.৫ শতাংশ নম্বর, আবদুল্লাহ ৯৪.৬ শতাংশ, নাদা ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর। তারা মনে করেছে, পরিবারে একটু আনন্দ দিতে পারে তাদের ভালো ফলাফল। তারা সেটাই করে দেখিয়েছে।

ফিলিস্তিনি শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ বারহাম আল জাজিরাকে বলেন, অধিকৃত পশ্চিমতীর, অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকার প্রায় ৮৯ হাজার শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিয়েছিল। কেবল গাজা থেকেই দিয়েছে প্রায় ৩৭ হাজার। সংখ্যাটি আরও হাজারের বেশি হতে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

Grand Sponsor

GOLDEN AGE HOME CARE

Event Partner
NYSADC

Powered By
ALL COUNTY হোম কেয়ার
Muhammad Kader, CIP
CEO
585-456-0739

Organized By
BANGLADESH SOCIETY, INC. 1975
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

SAUP
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
ONE REGION · ONE CULTURE · ONE FUTURE

SOUTH ASIAN UNITY PARADE

CELEBRATING OUR CULTURE, HERITAGE & COMMUNITY

August 9, 2026 Sunday | **10 AM to 3 PM**

PLACE: 37 AVE BETWEEN 69 ST TO 87 ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

Chief Guest (Invited)
Honorable Zohran Mamdani
Mayor, New York City

Guest of Honor
Honorable Donavan Richards
Queens Borough President (Guest Speaker)
Honorable Melinda Katz
Queens District Attorney (Guest Speaker)

Chief Advisor
Muhammad Kader, CIP

Chairman Social Welfare
Shamsun Nahar Sheikh

Chairman Community Affairs
Sifa Bhuiyan

Advisor
Dr. Abu Zubair Dara
Dr Golam Matabar
Dr. Sadia Afrin
Saghir khan, Harun Bhuiyan
Abdul Hasim Hasnu
Badrul Khan, Mohammad Pier
Aldin Blue, Jasim Uddin
Eng. Mohammad A Khalek
Muhammad Saif Ullah Nagra
ABM Osman Goni
Abdur Rahim Badsha
Kabir Ratan, Md. Akhtar Hossain
Faruk Hossain Mazumder
Sirajuddin Sohag
S M Mahabubur Rahman Titu
Maksudul Haque Chowdhury
Bipul Uzzal, Sakawat Biswas
Imam Kazi Quyuum
Joy Chowdhury, Syed Sawkat
Farhana Chowdhury

Renowned Singer
RANO AMENA NAWAZ

Film Actress
SHIRIN SHILA

Film Actress
SAFA KABIR

Theme Song Lyricist
Humayun Kabir Dhali

Presenter
Sharmina Siraz Sonia

Grand Marshal
SHAH NAWAZ, MBA, CIP

Parade Executive Committee

Chairperson Cultural Affairs
Rano Amena Nawaz

Convenor
Mohiuddin Dewan

Chief Coordinator
Shah Shahidul Haque

Member Secretary
Mohammad Alam Nomi

Cultural Secretary
Anik Raj
Bangladesh Society, Inc.

Athaur Rahman Salim
President
Bangladesh Society, Inc.

Mohammed Ali
General Secretary
Bangladesh Society, Inc.

Coordinator
Jahangir Alam Joy
Toriqul Hossain Badol
Subarna Lama
Surya Simkhada
Raju Rauniyar

Co-Convenor
Nuruzzaman Sardar
Iqbal Hossain
Khalrul Islam Khokan
J Mollah Sunny
Amin Mehedi, MR Khan Salim

Joint Member Secretary
Mia Mohammad Dulal
Rukon Hakim
Nowshad Haider
Gonesh Kirtonia

Trustee Board of Bangladesh Society: Mohammad Akhter Hossain, Kazi Azharul Hauqe Milon, Azimur Rahman Burhan, Mohammed Atwarul Alam, Abdur Rahim Howladar, Dr. Mohammed Enamul Hoque MD., Juned Ahmed Chowdhury, Kazi Sakawat Hossain Azam, MD. Fakrul Islam Delwar, Ahsan Habib, Naim Tutul.

Organizer: Shakil Miah, Engr. Abdus Sobhan, Redwana Razzaque (Shetu), Jabed Uddin, Sabita Das, Md Abul Kalam Azad, Masud Rana Topan, Miah Alim Pakhi, Nazmul Alam Samal, Shahadat Hossain.

Bangladesh Society: Md. Kamruz Zaman Kamrul (Vice President), Abul Kalam Bhuiyan (Asst. General Secretary), Mofijul Islam Bhiyan (Treasurer), Duke Khan (Organizing Secretary), Rezu Mohammed (Public & Publicity Secretary), Md. Jamil Ansari (Social Welfare Secretary), Md Akhter Babul (Literary Secretary), Asrab Ali Liton (Sports & Ent Secretary), Mohammad Hassan Zilani (School & Edu Secretary), Executive Member: Md A Siddique, Harun Chairman, Abul Kashem Chowdhury, Jahangir Shahid Suhrawardhy, Mansur Ahammad, Hasan Khan.

In collaboration with: Mir Nizamul Haque, Didarul Islam, Kazi Pervez, Sayed Sawkat, Arif Chowdhury, Shamim Ahmed, Sahana Hossain, Rumana Ahmed, Nur Alam Mina

Entertainment Organizer: Belal Ahmed, Badruduzza Sagor, Ajazul Islam

SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE HOME CARE INC
Cell: 201-902-3140

Empire Care Agency
NURUL AZIM
Ph: 516-451-3748

BANGLA TRAVELS
PH: 917-396-4140

KR SHERA INC
917-667-7324
347-968-8499

MAHA CONSTRUCTION

FAHEEM HOSSAIN
Mortage Broker
Call: 718-864-4417

Blue Green

CHISHTI CPA PC

JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE

APNA BAZAR

DERA

KABAB KING

Shanai RESTAURANT & PARTY HALL

Nuruzzaman Sarder

MASUD SIRAZI
Licensed Realtor
646-363-0331
kw LANDMARK II

HABIBUR R. TUHIN
347-656-5207

Supported By
WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA

SPECIAL THANKS
আজকাল · ঠিকানা · বাঙালি · পরিচয় · প্রথম আলো · ইনকিলাব · বাংলা গেজেট · The Generation · বাংলা পোস্ট · প্রবাস · বাংলাদেশ · KIRON TV · খবর

For more info Call: 347 476 9424 | 718 300 6953 | 917 523 1344 | 646-512-8551

নিউজার্সি বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন। গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিলু, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউজার্সি বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা আলাউর খন্দকার, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুল সবুর, এবাদ চৌধুরী।

সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওত করেন নিউজার্সি বিএনপির সহ সভাপতি সৈয়দ খালিদ আলী। পরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, আমেরিকার ন্যাশনাল এন্থেম ও বিএনপির দলীয় সংগীত এবং প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন শেষে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন নিউজার্সি বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জয়নুল হক, প্যাটারসন সিটি বিএনপির সভাপতি মাসুম চৌধুরী, নিউজার্সি বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম রাহাত, মঞ্চে ছিলেন নিউজার্সি বিএনপির উপদেষ্টা সদস্য মাষ্টার হমিদ উদ্দিন, মওদুদ চৌধুরী ও তারেক খান। মাগরিবের নামাজের পর দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে মাসুম চৌধুরীকে সভাপতি ও রিয়াদুল হাসান রুবেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট বিএনপি প্যাটারসন সিটি কমিটি ঘোষণা করে তাদের পরিচয় করে দেয়া হয়। এছাড়া প্রাপিন কলিয়াকে সভাপতি ও রোমেল মার্ক গমেজকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট বিএনপি জার্সি সিটি আংশিক সিটি কমিটি ঘোষণা করে তাদেরে পরিচয় করে দেয়া হয়। এর পর বক্তব্য রাখেন নিউজার্সি বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ পাঠান, সহ সভাপতি মোস্ত খলিল, সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক নিপন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তরা বিভিন্ন সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জুলাই-আগষ্ট বিপ্লবে শহীদদের এবং বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমান, মরহুমা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, আরাফাত রহমান খোকো সহ পরলোকগত বিএনপি নেতাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে স্মরণ

৬২ পৃষ্ঠার পর

শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ গণঅভ্যুত্থান জাতির দৃঢ় অঙ্গীকার ও ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের প্রতীক।

রাষ্ট্রদূত সরকারের থ্রি-আর কৌশল-রিকভারি, রেস্টোরেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন-এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, এই কৌশলের লক্ষ্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা পুনর্গঠন এবং টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি আরও সুসংহত করা। একই সঙ্গে তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির প্রতি বাংলাদেশের অবিচল অঙ্গীকার এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়, যেখানে আন্দোলনের পটভূমি, এর তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

ইউএসবিসিসিআই'র উদ্যোগে আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন

৩ পৃষ্ঠার পর

কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরে বহুসাংস্কৃতিক সমাজ গঠনে ইমিগ্রান্টদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানান।

ইউএসবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ বলেন, ২৫০ বছরের এই ঐতিহাসিক পথচলা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ ও জনসেবার মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে ইউএসবিসিসিআই কাজ করছে। এই আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আগামী দিনে আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতা ও বিভিন্ন সংগঠনকে 'আমেরিকা ২৫০ লিডারশিপ অ্যান্ড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা, আনুষ্ঠানিক প্রোক্লেমেশন এবং বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, ইউএসবিসিসিআইএর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ক্যাপিটল এডভাইজারের সিইও মুশতাক চৌধুরী, ডোমিনোস ফ্রাঞ্চাইজের স্বত্বাধিকারী মিস্টি এ ভূঁইয়া, ঈশিকা সাইন্সের সিইও মোহাম্মদ শাহীন ভূঁইয়া, সিপিএ আহাদ আলী, টাবি আল, জিএসএল দেশের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর সালেহ আহমেদ, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিসের ডিরেক্টর অব টপোগ্রাফি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদিক।

আলমডাঙ্গা থানা সমিতির বনভোজন সম্পন্ন

৩ পৃষ্ঠার পর

আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মালোয়ার হোসেন মুধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল ইসলাম আজম, আনোয়ার হোসেন, সুমন আহমেদ, ফিরোজ আহমেদ, লোটাস, বাবুল আক্তার, আঞ্জুমানআরা হীরা, মীর আসিফুজ্জামান, আক্তিন জাহান রুলি, মালেকা পারভীন, চুমকি খাতুন, শেখ জনি আহমেদ, চিত্র সাহা, মোহাং পারভীন, সুবর্ণা খাতুন, মুশফিকুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সভাপতি আজিজুল হক বাবলু সকলকে বনভোজনে অংশ নেয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তাই আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, আশা করি অদূর ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। জগলুল ইসলাম বলেন সমিতির এই বিশাল সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠানের জন্য যারা সার্বক্ষণিক সহায়তা করেছে তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এরপর শুরু হয় ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রাপ্ত বয়স্কদের ফুটবল খেলা। দুপুরের খাবারের পর অনুষ্ঠিত হয় বড়দের কুইজ এবং মহিলাদের বিশেষ আকর্ষণ পিলো পাসিং, এতে প্রায় ৮০ প্রতিযোগীর উপরে অংশ নেয়। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল গানের আয়োজন। শেষ অংশে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি ছিল র‍্যাফেল ড্র ও আকর্ষণীয় পুরস্কার। র‍্যাফেল ড্র'র প্রথম পুরস্কার ছিল একটা সোনার আংটি, এছাড়াও বিশেষ পুরস্কার ছিল ৪২" টিভি।

২৪-এর জুলাই
এইচ বি রিতার গুচ্ছ কবিতা

নীরব শোকের বাড়ি

মা এখন এক নিভে যাওয়া চুলা,
আগুন ছিল যেখানে, সেখানে এখন শুধু ছাই
জমে থাকে - জুলাইয়ের সেই রাত থেকে।

বাবা দরজার পাশে বসে থাকে
এক ভাঙা ঘড়ির মতোড়
কাঁটা থেমে গেছে, তবু টিকটিক শব্দটা
এখনো বুকের ভেতর বাজে,
প্রতিটা মোটরসাইকেলের আওয়াজ যেন
সময়টাকে আবার চালু করার চেষ্টা।

মা ওষুধের বড়ি গোনে
যেভাবে জেলে বন্দি কেউ দিন গোনে দেওয়ালে
দাগ কেটে-
প্রতিটা বড়ি একটা রাত পার করার প্রতিশ্রুতি,
কিন্তু ঘুম আসে না, শুধু ছেলের ছবিটা
জেগে থাকে দেওয়ালে, এক স্থির প্রদীপের মতো
যার আলো পড়ে না, নেভে না, শুধু তাকিয়ে থাকে।

পঙ্গু ছেলের মা রোজ সকালে
তার ছেলের পা মালিশ করে
যেন মাটির নিচে চাপ পড়া কোনো নদী,
যার স্রোত থেমে গেছে, তবু সে বিশ্বাস করে
হাত দিয়ে বাঁধ ভাঙা যায়, জল আবার বইবে।
অন্ধ ছেলেটা মাকে জিজ্ঞেস করে,
"মা, তুমি কেমন দেখতে?"
মা তার কণ্ঠে হাসি মাখায়
এক ফাটা কাপে চা ঢালার মতো-

বাইরে থেকে সুন্দর লাগে, ভেতরে চুঁয়ায় জল,
কারণ তার চুল এক রাতেই সাদা হয়ে গেছে,
এক বুলেটের শব্দ যেন এক শতকাল নামিয়ে দিয়েছে
তার মাথায়, অসময়ে।

এই মা-বাবারা শহীদ হয়নি-
এরা ভাঙা মন্দিরের স্তম্ভ, যা দাঁড়িয়ে আছে,
ছাদ নেই তবু,
পূজা হয় না তবু প্রদীপ জ্বলে।

দেশ একটা নতুন নদীর মতো বয়ে চলে,
পতাকা ওড়ে হাওয়ায়, স্লোগান লেখা হয় পাথরে-
কিন্তু এই মা প্রতি রাতে বালিশ জড়িয়ে ধরে ঘুমায়
যেন সেটা তার ছেলের বুক,
আর তার গন্ধটাই শেষ বসন্তের ফুল,
যা এই বাড়িতে আর কখনো ফুটবে না।

মীর মুগ্ধ

স্ক্রিনের পর্দায় দেখেছি তাকে,
দেখেছি রাস্তার ধুলোয়, পানির কেস কাঁধে নিয়ে,
তরুণ, সাধারণ, কোনো বীরের মতো নয়
শুধু একজন মানুষ, যে জানে তৃষ্ণা কাকে বলে।

পানি লাগবে কারো, পানি, পানি?
এই বাক্যটুকু কোনো স্লোগান ছিল না তখনো,
ছিল একটা ডাক, ভাইয়ের ডাক, বন্ধুর ডাক,
রোদে পোড়া মুখগুলোর দিকে হাত বাড়ানো।

আমি তাকে কল্পনা করি হাঁটতে হাঁটতে,
বুলেট আর স্লোগানের মাঝখান দিয়ে,
বোতলগুলো বিলিয়ে দিতে দিতে যেন সে
ভাগ করে দিচ্ছিল নিজের শরীর,
প্রতিটা পানির কেস যেন একেকটা প্রার্থনা।
তারপর একটা গুলি।

রাস্তা তাকে নিয়ে নিল, যেভাবে রাস্তা নেয় সবসময়-
নিঃশব্দে, দ্রুত, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই।
কিন্তু বাক্যটা মরল না।
পানি লাগবে পানি.... ......

দেয়ালে দেয়ালে জেগে উঠল, রঙে, স্পেতে,
মঙ্গল শোভাযাত্রার আলোয়,
ড্রোনের আলোয় আকাশজুড়ে,
যেন মুগ্ধ নিজেই আকাশ থেকে জিজ্ঞেস করছে
আবার:
কারো পানি লাগবে?

আমি বলি,
হ্যাঁ, মুগ্ধ, আমাদের পানি লাগবে
আমাদের লাগবে তোমার মতো সাহস, বুলেটের মুখে
দাঁড়িয়ে হাত বাড়ানোর,
লাগবে তোমার মতো সরলতা, নিজেকে ভুলে
অন্যের ঠোঁটের দিকে তাকানোর,
আমাদের লাগবে তোমার সেই জেদ-
যে জেদ রক্তের মধ্যেও মানুষ হয়ে থাকে।

তুমি শেষ হয়ে যাওনি
এখন কেবল একটা প্রশ্ন হয়ে গেছো,
এমন এক প্রশ্ন যা ঘুমাতে দেয় না এই শহরকে,
একটা দাবির মতো, একটা আগুনের মতো-
নিভেও না। কখনো নিভবে না।

হৃদয় তারুয়া

তোমার নামে আগুন ছিল, হৃদয়।
সে আগুনে তোমার নিজের পথ পুড়ে গিয়েছিল
স্বপ্নেরা হাঁটছিল পটুয়াখালির মাঠ পেরিয়ে
চট্টগ্রামের একটি চত্বরে গিয়ে
আলো ধরিয়েছিলো।

সে আলো ছিল হয়তো খুব বেশি তীব্র!
সময়ের চোখ সয়ে নিতে পারেনি।
হাসপাতালের করিডোরে একটি ছেলেমানুষের কণ্ঠ
জীবনের জন্য ডাকছিল,
কিন্তু দেয়ালগুলো এত পুরনো, কেউ শোনেনি।

তোমার শরীরে গুলি ছিল
আর রাষ্ট্রের চোখে শুধু একটি 'চিহ্ন'।
তুমি আন্দোলন করেছিলে বলে,
তোমার ব্যথা প্রমাণহীন হয়ে গিয়েছিল।

ডিজিটাল দেশ বন্ধ করে দিয়েছিল
তোমার টাকাপয়সার পথ, চিকিৎসার দরজা,
আর মানুষ- মানুষ হয়ে রইল দর্শক।

তুমি পাঁচদিন লড়েছিলে চোখে আলো রেখে।
তারপর এক ভোরে
তোমার দেহ নিথর হল
আর বাতাসে একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন রইল ঝুলে।

গণতন্ত্র! তা কি কেবল কাগজে লেখা কিছু শব্দ?
মানবতা! তা কি কেবল আলো ঝলমলে মিছিল?

পৃথিবীর অন্য শহরে রক্ত পড়লে
জেগে ওঠে সভ্যতা।
আমাদের এখানে রক্ত- রাস্তার পেছনে ছায়া ফেলে যায়।

তোমার নাম 'হৃদয়' ছিল, এখন তা ইতিহাসের পাদটীকা।
আমরা কেবল তাকাই দূর আকাশে,
আর ভুলে যাই: রক্ত একদিন মাটি হয়ে ওঠে।

শিশুদের নাম রক্তে লেখা

হাসাইন মিয়া, রাকিব, সাজু, মেহেদী, তামিম, রিয়া,
মুস্তাকিন, রাইফা, ইব্রাহিম, আবরার, শাফকাত,
আরো আছে- আহাদ, মোবারক, আরাফাত, জাবির,
সাকিব, ছায়াদ-
সতেরোটি নাম, সতেরোটা পৃথিবী,
থেমে গেছে তেরো বছরের আগেই।

তেরো বছর মানে কী?
মানে তখনো ব্যাগে বইয়ের ভাঁজে
টিফিনের গন্ধ লেগে থাকা
মানে তখনো মায়ের কোলে মাথা রেখে
টিভি দেখা সন্ধ্যাবেলা।
মানে তখনো "বড় হয়ে কী হবি" প্রশ্নটার
উত্তর ঠিকঠাক জানা হয়নি।

কিন্তু জুলাই এসে জিজ্ঞেস করল অন্য প্রশ্ন-
"কার পক্ষে আছ, বাচ্চা?"
আর গুলি জানত না বয়স গোনা,
জানত না কার হাতে বই, কার হাতে পাথর।

মুসা বেঁচে গেছে-
কিন্তু তার মাথায় এখন একটা কৃত্রিম খুলি,
প্লাস্টিকের এক টুকরো আকাশ,
যেখানে হাড় থাকার কথা ছিল।

সে হাসে এখনো, খেলে এখনো,
কিন্তু তার মাথার নিচে একটা দেশ শুয়ে আছে
যে দেশ তাকে রক্ষা করতে পারেনি।
মুসাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে বড় হয়ে,
"ওই দাগটা কিসের, ভাই?"
সে হয়তো বলবে না ইতিহাস,
শুধু বলবে, "একদিন আকাশ থেকে
কিছু একটা পড়েছিল আমার মাথায়।"
আর যাদের পড়েনি, যারা থেমে গেছে চিরদিনের মতো-
রিয়া গোপ, সে কি জানত
তার নামটা একদিন পোস্টারে লেখা থাকবে
লাল রঙে, রক্তের পাশে?

এই শিশুরা বিপ্লব বোঝেনি,
বোঝার কথাও না।
ওরা শুধু জানত বাড়ি ফেরার রাস্তা,
জানত মায়ের ডাক, জানত খেলনার রং।

এখন ওদের নাম বসে আছে
এক পোস্টারের গায়ে, রক্তের দাগের পাশে,
যেন রক্তও ওদের নাম মুখস্থ করে নিয়েছে
মানুষের আগে।

আবু সাঈদ

আহ! আবু সাঈদ!
লিখে গেলে নাম ইতিহাসের পাতায়
দুই হাত প্রসারিত, বুক চিতিয়ে
পুলিশের রাবার বুলেট
লাঠি হাতে একা
ন্যায়ের দাবির আলোক শিখায়
নিরস্ত্র এক যোদ্ধা-অদম্য সাহসিকতার গাঁথা
দাঁড়িয়ে একা নিবিড় সময়ে।

কোটা সংস্কার-চলমান যুদ্ধ
আলো আঁধারের মাঝে, হুঙ্কার ছুঁড়ে
তুমিই সেই যোদ্ধা -উঠে দাঁড়ালে দ্বিতীয়বার
কার সাধ্য কেড়ে নেয় প্রজন্মের অধিকার

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে, আন্দোলনের মোড়ে,
আবু সাঈদ দাঁড়িয়ে একা, প্রতিবাদের ঝড়ে।

তাদের চোখে ভয়, তোমার চোখে ক্রোধ
আন্দোলনের কণ্ঠ-রাবার বুলেটে আছড়ে পড়ে
বিচারক নির্বোধ

তুমি সটান, উঠে দাঁড়াও
এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে ন্যায়
নপুংশক আঁতকে উঠে
ঠাহ ঠাহ ঠাহ -শক্তির ব্যয়
রক্তে রঞ্জিত প্রতিবাদ-হায়
কেন হলো বলি?
প্রশ্ন থেকে যায় লাল সবুজের পতাকায়।

আবু সাঈদ কী কেঁদেছিল?
শুনতে পাইনি সে রোদন
লড়াইয়ের সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজে কানে
আলো আঁধারের কাব্যে-এই তবে জীবনের মানে

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে,
রাবার বুলেটের বৃষ্টি
আত্মত্যাগে, আবু সাঈদ অবিচল
বুকে নিল যন্ত্রণার ঝাপটা-
শিক্ষার্থীদের চোখ-জলে টলোমল

জানতে তুমি, অন্ধের দেশ ক্যাটারাক্ট চোখে
জেদ-ধরে রাখে ক্ষমতার পাতলুনে
ভাঙবে শিকল, ক্ষমতা বিছানো ফাঁদ
জ্বলে উঠার অপেক্ষায়-তোমার রেখে যাওয়া
নীরব অভিসম্পাদ।

আহ! আবু সাঈদ
লিখে গেলে নাম ইতিহাসের পাতায়।

আহা শান্ত

সন্ধ্যার আলো গলে যায় চট্টগ্রামের গলিতেড়
আমি হাঁটছি মুরাদপুর থেকে দুই নম্বর গেটের দিকে,
মনে হচ্ছিল
তুই বুঝি ওই ব্রিজের কিনারায় দাঁড়িয়ে
চোখে রেখেছিস কোনো অসমাপ্ত ডাক।

শব্দ এলো!
ঠা ঠা-একটি ইট
ছুঁড়ে উঠল হাত থেকে
তারপর থেমে গেল অনেক কিছু, হয়তো হৃদয়,
হয়তো স্বাধীনতার এক অলিখিত উচ্চারণ।

তখনও তোকে খুঁজি, ভয় আর ধুলোমাখা মুখে
ভিড় ঠেলে, শব্দ ঠেলে, চোখে তুলে ধরি তোর মুখ
জানার চেষ্টাড় এই কি সেই?

হ্যাঁ, বলল কেউ-
'ফয়সাল আহামেদ শান্ত, অবস্থাটা ভালো না।'
একটি নাম। একটি সময়। একটি শোক
যে নিজেই উঠে আসে পতাকার লাল থেকে।

তুই ছিলি না শুধু বন্ধু,
ছিলি না শুধু একজন মিছিলের পথিক,
তুই হয়ে উঠলি একটা প্রতিশ্রুতি- জীবনের চেয়েও বড়।

এ শহরের কোনো দেয়ালে তো আর লেখা হয় না
'দেশপ্রেম',
তুই সেই দেয়াল নিজেই,
যার গায়ে ফুটে আছে সাহসের ইটের চিহ্ন।
সাজ্জাদ পড়ে গেল-তুই এগিয়ে গেলি।

রক্তে রক্তে রচিত হল যে পদ্য,
তার নাম কেউ রাখল- 'শান্ত'।

তোর শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে সময়
কখনো দেখে বিদ্রোহ, কখনো অনন্ত দয়াড়
তোর মধ্যে ইতিহাস থেমে আছে
অথচ বয়ে চলেছে নীরবে।

ফয়সাল আহামেদ শান্ত - তুই এক গোপন গান,
যা শোনা যায়: শুধু খুব গভীর নৈঃশব্দ্যে।

সুহার্তো-কেন চলে গেলি

নভেম্বরের প্রথম আলোর নিচে
জন্মেছিল যে এক মুখ- তার নাম ছিল সুহার্তো।
মমতাজ মায়ের আঁচলে বাঁধা শ্বাস,
আজ থেমে আছে
একটানা নিঃশব্দ চিৎকারে।

আমার খালামনি আজ কাঁদছে-
কাঁদে না শুধু ছেলে হারিয়ে,
কাঁদে: হারিয়ে ফেলা নিজেরও একটি অংশে,
যা আর ফিরবে না কখনো।

এইচএসসির বেঞ্চ থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছিল
সুহার্তো-কারো বিরুদ্ধে নয়,
কোনো শত্রু নয়, শুধু একটুকরো ন্যায়ের পক্ষে
উঠেছিল হাতে ব্যানার,
চোখে আগুন-চে গুয়েভারার মতো নয়,
নিজের মতো নির্মল, ক্ষত-বিক্ষ এক প্রতিবাদ।

তার বুকে বিঁধে ছিল না শুধু বুলেট,
ছিল অবহেলা, ছিল রাষ্ট্রের নির্বাক মুখ,
আর ছিল কিছু স্বপ্ন-
যা নিভে যায় হঠাৎ বাতাসে।

আমি আজ আর শুনি না সেই কণ্ঠস্বর-
'রাখি আপু, নেটফ্লিক্স দাও'
কোনো অভিযোগ নেই আর
কোনো দুষ্টুমি নেই

শুধু নির্জন এক দুপুরে মনে পড়ে যায়
ব্রাজিল নিয়ে মজা করাটা,
অপুর্বর নামে করা বিচারগুলো।

তুই চলে গেছিস, আর ফিরে আসবি না-
এই সত্যটা যেন প্রতিদিন
একটি শীতল ছুরি হয়ে বসে বুকের উপর।

আমার ত্রিরত্ন: পরশ, সুহার্তো, অপুর্ব-
আজ দুটি মুখ রয়ে গেল, একটি হারিয়ে গেছে
একটি অতল গহ্বরে।

কে দায়ী? প্রশ্নটা জ্বলে ওঠে, নিভে যায়-
চিৎকার করে বলি "বিচার চাই",
তারপর থেমে যাই,
ঈশ্বরের দরজায় মুখ লুকিয়ে ফেলিড়
এই অসহায়তারও কি কোনো ভাষা আছে?

সব কথার শেষে থেকে যায় শুধু এই প্রশ্ন-
সুহার্তো, কেন চলে গেলি?

এই সপ্তাহের কবিতা

অভিশপ্ত আগস্ট মাসের শুরুতে
লুৎফর রহমান রিটন

অভিশপ্ত আগস্ট মাসের শুরুতে--
উদ্দীপনায় নাচন তোমার তুরুতে!
শেখ মুজিবের রক্তস্নাত মাসে গো--
কোত্থেকে যে সাহস ফিরে আসে গো!
জয় বাংলার শ্লোগান দিতে মরিয়া--
তরুণ প্রাণে রাজপথ যায় ভরিয়া!
শেখ মুজিবের অকুতোভয় ছেলেরা--
পায় না তো ভয় থানা-পুলিশ-জেল এরা!
শেখ মুজিবের রক্ত রাঙা
প্রভাতে--
প্লাবন দেখি পলাশ-শিমুল-জবাতে!
রক্তে ভেজা ক্যালেন্ডারের
পাতাতে--
মুজিব আসে জাতিকে ফের মাতাতে...
শেখ মুজিবকে কোথায় তুমি খুঁজিবে?
আকাশজুড়ে সবখানেই
মুজিবে
উদিত হয় রোজ প্রতিদিন ভোরে গো,
সূর্য হয়ে পূব-পশ্চিম ঘোরে গো...
মুজিব থাকে তোমার আমার বিশ্বাসে,
মুজিব থাকে বাঙালিদের নিঃশ্বাসে...
শেখ মুজিবের অমর কীর্তি ঘিরিয়া--
অভিশপ্ত আগস্ট এলো ফিরিয়া...
অরুণ প্রাতের তরুণ তোমার হাসিতে--
কী সুর বাজে মুজিব নামের বাঁশিতে? ...

অপ্রকাশিত ভালোবাসা
সীমু আফরোজা

আমার আবেগ লুকিয়ে থাকে, তবু তোমার কথায় হয় প্রশ্নবিদ্ধ,
নীরব হৃদয় কেঁদে ওঠে, ভালোবাসা হয়ে পড়ে আজও সন্দেহবিদ্ধ।
ধরা দিয়ে যদি হারিয়ে যাই তোমার মায়ারই কোনো ঘোরে,
তবু হৃদয় নোঙর ফেলবে তোমার ভালোবাসারই তীরে।
মনের ভেতর শাসন চলে না, চলে শুধু তোমারই ইশারা,
ডুবে ডুবে স্বপ্ন দেখি-তুমিই আমার নীল আকাশের তারা।
আমার পৃথিবী জুড়ে তুমি, তুমি আমার গোপন অনুভব,
তোমার পৃথিবীর কোন কোণে আমি-একটুখানি নীরব রব?
রাত জেগে ভেজা চোখে খুঁজি তোমায় চাঁদের আলোয়,
হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন শুধু তোমার নামই গায়।
এই জীবনে হয়তো আমি অন্য কারও আপন হয়ে যাই,
তবু হৃদয়ের গভীর ঘরে তোমাকেই প্রতিদিন খুঁজে পাই।
বৃষ্টির ফোঁটা নামে যখন নিঃশব্দ মনের আঙিনায়,
দূরে থেকেও তোমার ছায়া এসে দাঁড়ায় হৃদয়-দরজায়।
যত দূরেই থাকো তুমি, জানালাটা খোলা রাখি তাই,
হয়তো কোনো বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় তোমার দেখা পেয়ে যাই।
কোন অপেক্ষায় হৃদয়-বাগান শূন্য করে বসে আছি,
তোমার একটি সাড়া পাবো বলে আজও পথ চেয়ে আছি।
আমার ব্যাকুল ডাক কি কখনো পৌঁছেছে তোমার কানে?
একবারও কি কেঁপেছিল হৃদয় আমার নামটি শুনে গোপনে?
বড্ড ইচ্ছে করে খুলে দেখি তোমার হৃদয়ের ডায়েরি,
সেখানে কি আমার নাম আছে-ভালোবাসার অক্ষরে ভরি?
কোনো পাতার ভাঁজে কি রেখেছ আমার কোনো স্মৃতি,
নাকি আমি একাই বয়ে চলেছি এই অসমাপ্ত প্রেমের গীতি?
হয়তো সব অনুভূতি রয়ে যাবে বন্ধ কোনো সিন্দুকে,
লোকলজ্জা, নিন্দার ভয়ে প্রেম হারাবে নীরব অন্ধকারের বুকে।
তবু ভাগ্যের লিখন বদলানোর সাধ্য যে আমার নেই,
তাই শূন্য বুকেই তোমার স্বপ্ন বুনি-তোমাকে ছাড়া কিছুই নেই।
হয়তো কোনো জন্মে আবার হবে আমাদের দেখা,
অসমাপ্ত এই ভালোবাসা তখন পাবে পূর্ণতার লেখা।
সেই দিন অবধি তুমি থেকো আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে,
প্রতিটি নীরব প্রার্থনায়, প্রতিটি স্বপ্নের আভাসে।
যদি কোনো জন্ম সত্যিই লেখা থাকে আমাদের দুজনার,
সেদিন আর লুকাবো না প্রেম-বলব, "তুমি শুধু আমার।"

আমার সোনার দেশে
মাসুদ রানা

আমার বাড়ি নদীর দেশে পদ্মা নদীর পাড়ে,
রুই,কাতলা,বোয়াল মাছ খেলে মনে ধরে।
মাঠভরা সোনার ধান পেকে ঝলমলিয়ে হাসে,
পদ্মা পাড়ের মিঠেল হাওয়া নয়ন জুড়ে আসে।

হেথায় আছে শিমুল,পলাশ,শাপলা ফুলের মেলা,
নীল আকাশে সাদা সাদা উড়ে মেঘের ভেলা।
কাঁঠাল গাছে শালিক নাচে আম-বাগানে কাছে,
বাবুই পাখি অবাক হয়ে তাইতো চেয়ে আছে।

সজিনাগাছ সাদা ফুলে দুলছে দেখো গাছে,
জেলের জালে ধরা পড়ে নদীর তাজা মাছে।
পুকুর ভরা দিঘির বুকে শাপলা ফুলে ভাসে,
সবুজ সবুজ পানা গুলো মিঠেল রোদে হাসে।

বালুর চরে ফসল ফলে সবুজ ঘেরা মাঠে,
কলাবাগান বিঘায় বিঘায় গাড়ি ভরে ঘাটে।
পদ্মা নদীর জলে ভোরের সূর্য ওঠে হেসে,
দেখতে যদি চাওগো এসো 'আমার সোনার দেশে'।

অসংখ্য শুন্যতা
মিজান মালিক

আমার আশে পাশে অসংখ্য শুন্যতা
অদেখা বার্তা নিয়ে ঘুরছে
দুঃখের সুখের,আমার থাকা না থাকার
অনুভব পাই, আত্মার সংযোগ যদি কিছুটা হলেও
তুমি কতটা পাও, একান্ত সময়ে!
আমায় প্রহরায় রাখে বন্ধু হয়ে ;
আমি তার আংশিক পাঠ উদ্ধার করতে
সিলেবাসের বাইরে ডুব দেই, চোখ ভিজে।
তোমারও যে প্রহরায় রাখে, সূত্র ফুল..সিলাত;
কতটা টের পাও তুমি, শুধু আজকেই?
না, আগামীর বন্ধু তালিকায়ও রেখে যে;
আমি প্রার্থনায় আরজ জানাই, আমার হয়ে থাকো
বন্ধ হৃদয়ের খোলা জানালা হয়ে।

গাঙ-চিলের ডানায়
দেওয়ান নাসের রাজা

নানান প্রজাপতি উড়ে উড়ে চোখ ছুঁয়ে যায়
হাওয়ায়। কত যুবতী কলসির জলের মতো
ছলকে, গোপিনীর কণ্ঠে বলে ভালোবাসি

বনের চিত্রল হরিণীর চোখ চমকে ওঠে
প্রকৃতি আমাকে নেশাগ্রস্ত করে
সমুদ্র তখনই ডাক দেয় যাবার সময়।

আমাকে ছুঁয়ে যায় বড়ো বড়ো উঁচু ঢেউ
আকাশ নীরব এক সাক্ষী
গাঙ-চিলের ডানায় ওড়ে চেয়ে আছি।

বনের দোয়েল উড়ে গিয়ে মদির ডাকায়
বৃষ্টিধারা নামে ঘাসের আগায়
পুরোনো দিনের ছবি ভাসে---

জোনাকির আলো
মাহনূর রহমান

খোলা জানালার ফাঁকে
মুক্ত বাতাসের ঘ্রাণে
প্রাণভরা হয়ে স্বপ্ন দেখায় রাতের আলো,
রঙিন জগতের ভেবসা রোদের
ব্যস্ততা মিটায় মনের আলো।

অন্ধকারের নিশ্চুপ ভাবনা
কি এমন অস্থিরতা শান্ত করে,
অবিরাম এই পৃথিবীর অপূর্ব সত্য মিষ্টি করে।
নির্জন এই চাঁদের আলো, জোনাকির স্নিগ্ধ শব্দ
মোহনীয় করে হৃদয়ের বাজনা,
নিভিয়ে সকল চিন্তা কালো।

প্রকৃতিতে নিজেকে গোপন করে
ভাবনা-চিন্তা গমন করে,
রঙিন দেশের পথিক সেজে
মনের আলো লক্ষ রেখে
জোনাকি হয়ে উড়ব আমি।

সময়ের মূল্য
শাকেরা বেগম শিমু

যে প্রহর নাহি গুনে কারো জন্য
যার দামটা অসীম, যে অনন্য।
আগে ছিলো, এখন আছে, রবে আগামীতে,
শিখতে যে হবে তার মূল্যটা দিতে।

সে আর নদীর স্রোত থাকেনা যে থেমে,
হারালে তা পাবেনা রক্তে ভিজে, ঘেমে।
সীমিত সে সম্পদ নিয়ে ধরণীতে,
এসেছে সকলে নিজ হাজিরাটা দিতে।

সেই সম্পদ যার নামটা সময়,
ধীরে ধীরে আয়ু থেকে হচ্ছে তা ক্ষয়।
ফুরিয়ে যাবার আগে দাও তার মূল্য,
আর কিছু হবেনা যে এর সমতুল্য।

বর্ষা রাতের কাব্য
সুজন দাশ

দূর গগনে সন্ধ্যাতারা
আলো ফেলে দিচ্ছে সাড়া!
জোট বেঁধে মেঘ ভাসে,
ব্যাঙ গুলো সব ডোবার জলে
যোগ দিয়েছে গানের দলে
চাঁদ দেখে খুব হাসে।

গর্জে ওঠে হঠাৎ মেঘে
আঁধার করে ছুটল বেগে
বৃষ্টি এলো নেমে ,
শব্দ করে টাপুর টুপুর,
বাজতে থাকে জলের নুপুর!
বাড়ছে থেমে থেমে।

বেসুরো এই গানের সুরে
চাঁদ পালালো অনেক দূরে!
কোথায় সন্ধ্যা তারা?
শীতল বাতাস বইছে জোরে
মাছ ভেসে যায় জলের তোড়ে
ঝরছে কেবল ধারা।

জনমানব নেইকো পথে
মন ছুটেছে ভাবের রথে!
অবাক থাকি চেয়ে,
বৃষ্টি যেন সৃষ্টি ছুঁয়ে
সবকিছুকে দিচ্ছে ধুয়ে
উল্লাসে যায় গেয়ে।

সাদা মেঘের ভেলা
মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

শরতের নির্মল আকাশ
সজীব কোমল বাতাস।
নিঃশ্বাসে আনে সজীবতা
জীবন পায় পূর্ণতা।

কাশবন মনকে টানে
শিহরণ জাগে প্রাণে।
প্রকৃতির অপরূপ শোভা
সূর্যাস্তের সোনালি আভা।

সাদা মেঘের ভেলা
সূর্যের সাথে খেলা।
কখনো হাসির রঙ
কখনো স্বপ্নের ঢঙ।

প্রকৃতি দেয় সুখ
দূর করে অসুখ।
প্রশান্তি আনে প্রাণে
শরতের মুগ্ধতার গানে।

প্রকৃতি কন্যা
মাহমুদা মৌ

মেঘ, বৃষ্টি, গল্প-
সারি সারি গাছ,
থরে থরে বুনো ফুল,
পুকুরভরা স্বচ্ছ জল,
বুনো হাঁসের পাখা ঝাপটানো ডাক।

ফড়িংয়ের উড়াউড়ি,
হেমন্তের মায়াবী আলো,
শিউলি ঝরা কুয়াশামাখা ভোর
সব মিলিয়ে
স্বর্গ নেমে আসে পৃথিবীতে।

মাঠে মাঠে সোনালি ধানের গন্ধ,
কৃষাণ-কৃষাণীর চোখে
পরিশ্রমের দীপ্ত আনন্দ।
শিউলি, কামিনী, গন্ধরাজের সুবাসে
প্রকৃতি ভরে ওঠে নীরব উৎসবে।

তবু একটি প্রশ্ন
নিঃশব্দে রয়ে যায়-

প্রকৃতির কন্যা হয়ে
আমি কি নিরাপদ?

আমি চাই-
দৃশ্যের মতোই নির্মল
একটি নিরাপদ পৃথিবী;
যেখানে ভয়ের নয়,
শুধু বাতাসের স্পর্শে কেঁপে উঠবে মন।

সেদিনই
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে
প্রাণভরে নিতে পারব শ্বাস।

Trump cancels Iran strike, says 'deal perimeters' reached

Ajkal Desk

United States President Donald Trump says he has cancelled a planned large-scale military attack on Iran, claiming that the "perimeters of a deal" have been agreed upon.
Trump announced the decision on his Truth Social platform late on Saturday, a day after US media reported that Washington and Israel were preparing to strike Iran's energy infrastructure.
He said his decision came in response to requests from Iran and other countries in the region to "hold off any attack in that the perimeters of a deal has [sic] been agreed to". He agreed on condition that the deal be concluded quickly.
Trump claimed the agreement would bring the "Immediate, Complete, and Total OPENING OF THE HORMUZ STRAIT" and end what he called "Iran's nuclear threat".
There was no immediate response from Tehran. Earlier on Saturday, Foreign Minister Abbas Araghchi told his Saudi counterpart that any US or Israeli attack would meet a "proportionate response".
US news site Axios reported that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman called Trump on Saturday, urging the president to cancel the strikes and return to negotiations, citing a source familiar with the matter.
Trump had said on Friday that the US would hit Iran "very hard".
On Saturday, the US Department of State issued security alerts for US citizens in 10 countries in the region, urging them to exercise increased caution and to consider leaving due to the escalating tensions.

US-Iran conflict: Saudi crown prince held phone call with Trump

NYC residents to rally against ICE, after agents allegedly pepper-spray residents

Ajkal Desk

Residents of New York City are planning to rally against Immigration and Customs Enforcement agents after an incident left many feeling unsettled.
Masked ICE agents allegedly pepper-sprayed residents in Manhattan, according to a New York official familiar with the situation.
The incident occurred Thursday afternoon in the Inwood neighborhood of Upper Manhattan. Residents reported seeing ICE agents in the area over the past few days, but on Thursday they were conducting operations.
During the enforcement operation, someone slashed the tire of one of the ICE vehicles. As residents began filming the agents, one woman was reportedly pepper-sprayed by an ICE agent. Two other residents were subsequently sprayed, officials told PIX11 News over the phone.
ICE agents were also spotted in Brooklyn, according to New York City Public Advocate Jumaane Williams.

Continued on page 26

$20K US visa bond mandatory for Bangladesh and other 49 countries

Shah Nawaz

The US State Department will make permanent a visa bond programme that could require applicants from 50 countries, including Bangladesh, to post bonds of up to $20,000 when seeking US visas, according to a federal notice posted online on Friday. The Federal Register notice applies to B1 and B2 visas, which are issued for business and tourism travel, reported Reuters.

"Consular officers may require covered nonimmigrant visa applicants to post a bond of up to $20,000 as a condition of visa issuance, as determined by the consular officers," the notice said. "The 2025 visa bond pilot, which provided a framework for the Department of State, the Department of Homeland Security, and the Department of the Treasury to assess the feasibility of administering a visa bond programme, has provided sufficient data to suggest that a visa bond programme is an effective tool for enforcing compliance among bonded visa holders." In the pilot programme, consular officers could require bonds of $5,000, $10,000 or up to $15,000. The final rule eliminates the $5,000 option and raises the maximum bond to $20,000. The final rule goes into effect on August 3 when it is scheduled for publication in the Federal Register. In the list of 50 countries for whose citizens this program applies, 30 are from Africa. The list includes Bangladesh, Nepal and Bhutan.
Citizens of these countries applying for US tourist or business visas will now need to post a bond as a standard, permanent requirement, not a temporary pilot measure. This could affect students, workers and families from the region who travel to the US regularly or plan to in future. US officials say the policy is intended to reduce visa overstays. State Department officials call the 2025 visa bond pilot a success. In 2024, nearly 45,500 visitors from the 50 listed countries overstayed their visas. In the pilot's first 10 months, that number dropped to fewer than 50 among covered applicants, according to the notice.
Immigration advocates argue it will deter legitimate travel to the United States.

Kardashians before and after

Anik Raj

Kardashians looks now and then so difference. Readers could surprised. Look picture of 2007 and now. you barely recognize what you see, congrats: You have tons in common with the Kardashian family! Thanks to a combination of good genes and various cosmetic procedures, America's First Reality Family has changed so much since Keeping up with the Kardashians premiered in '07. Legit, the before-and-after pics are truly mind-blowing—though remember you can do a lot with Facetune and Photoshop these days!
Also, fear not, we included KUWTK regulars (and in some cases, former friends) like Jonathan "Foodgod" Cheban, Larsa Pippen, and Jordyn Woods on this list. 'Cause, like, a list without Foodgod isn't a list I'm willing to participate in.
Kim Kardashian: 2007
Hello, bangs! Kim styled herself so differently back in 2007, and the most obvious change is the lack of her now ~signature~ contour. And also the bangs. I know I just mentioned them, but I feel like they can't really be brought up enough.
Kim Kardashian: Now
She's honestly changed a lot! But it's all thanks to good contour and good genes. Mostly. "I never had my nose done," Kim said in February 2019. "Everyone thought I did, and I said, 'Wait until I have kids' because your real features come out." Hm, never heard that before, but okay!

Tarique to pick BNP's nominee for president

Ajkal Desk

BNP Chairman and Prime Minister Tarique Rahman has been entrusted with selecting the party's nominee for Bangladesh's next president, said BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir tonight.

The decision was taken at a meeting of the BNP standing committee, chaired by Tarique at his political office in Gulshan.

Briefing reporters after the meeting, Fakhrul said the party's highest policymaking body also discussed the country's current political situation and organisational matters.

Speaking to journalists, BNP standing committee member Salahuddin Ahmed said holding the presidential election was the constitutional responsibility of the Election Commission.

"The office of the president has fallen vacant, and the Speaker is temporarily serving as the acting president. Under the law, the presidential election must be held within 90 days. The Election Commission has already begun working towards that goal and is prepared to hold the election," said the home minister.

Asked about the party's nomination process, Salahuddin said Tarique had been given the responsibility to choose the candidate.

"Once the election schedule is announced, the responsibility for deciding who will be the party's candidate will rest with BNP Chairman Tarique Rahman. The party chairman will make the final decision," he added.

On whether a special parliamentary session would be called for the election, Salahuddin said the matter would be decided after the Election Commission announces the schedule.

Any decision to convene a special session would be made in consultation with the Speaker of the parliament, he said.

NYC retained title of most unaffordable city for renters

Ajkal Desk

New York City was the most unaffordable city for renters in the United States during the second quarter of 2026, retaining the title from the previous quarter, according to a report by Apartments.com.

The median household income in New York City was $71,116 in the second quarter of 2026. Based on the Apartments.com's Rent Affordability Calculator, the average rent for one-bedroom apartments across the city was $4,188 a month, meaning that $50,256 of the annual household income is spent on rent. This equates to a 70.6% rent-to-income ratio, which is a 1.3% increase from the 69.3% ratio in the first quarter of 2026. Queens, Brooklyn and the Bronx were the New York City boroughs included among the cities in the report. They all recorded a median household income of $71,116 this quarter, matching that of the city as a whole. In Queens, the average rent of a one-bedroom apartment was $3,592 in the second quarter, which was the largest among the boroughs. The rent-to-income ratio was 60.6%.

Brooklyn's average rent for one-bedroom apartments was $3,064. Despite not having the most expensive average rent, Brooklyn had the largest rent-to-income ratio among the boroughs, Continued on page 26

July attacks

Zafar Iqbal, Maksud Kamal to face ICT charges

Ajkal Desk

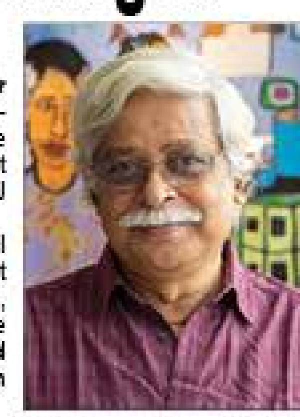

Muhammad Zafar Iqbal

ASM Maksud Kamal

Writer and educationist Muhammad Zafar Iqbal and former Dhaka University (DU) vice-chancellor Professor ASM Maksud Kamal are set to be named accused in a crimes against humanity case over the armed attacks on DU students during the July uprising.

The investigation agency of the International Crimes Tribunal (ICT) has submitted its report to the prosecution against eight persons, including Zafar Iqbal and Maksud Kamal. The report will be reviewed before being submitted to the tribunal as a formal charge, prosecution officials said.

Prosecutor Gazi MH Tamim confirmed the submission of the investigation report on Thursday (6 August). Chief Prosecutor Md Aminul Islam said the report was currently under scrutiny and that necessary legal procedures would be followed before presenting formal charges before the tribunal.

Those named in the investigation report include then Dhaka University vice-chancellor ASM Maksud Kamal, Dhaka University Sociology Department teacher AKM Jamal Uddin, former Shahjalal University of Science and Technology (SUST) teacher Muhammad Zafar Iqbal, and former Chhatra League general secretary Wali Asif Inan.

According to the prosecution, the investigation examined the events surrounding the quota reform movement in July 2024, particularly the attacks on protesting students at Dhaka University, as well as the statements and alleged roles of individuals linked to the incidents. The prosecution claims that in Continued on page 26

Praise and criticism are both necessary for growth: Deepa Khandakar

Ajkal Desk

For a quarter of a century, Deepa Khandakar has quietly evolved alongside Bangladeshi television. Having first established herself in leading roles, she has gradually moved into a repertoire of middle-aged women characters whose emotional lives often form the dramatic centre of the stories they inhabit. It is a transition she neither resists nor romanticises. Instead, she sees it as an opportunity to deepen her craft. "What matters to me now is variety," Deepa told The Daily Star. "I feel I have reached a point where I can do justice to characters that suit my age and experience. Sometimes I play the mother of a grown-up child, sometimes an aunt. I want to play as many different kinds of characters as possible. I want each role to feel different from the last."

Her latest performance, in "Pothohara Mon", released on the Cinemawala YouTube channel, has reaffirmed that belief. The drama, which also stars Zahid Hasan and Totini, features Deepa as a mother navigating profound emotional loss.

She says the response from viewers has been overwhelming. "So many people—both those I know and complete strangers—have watched the Continued on page 26

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য তালিকার তথ্য যাচাই, সংশোধনীর জরুরি বিজ্ঞপ্তি

শেষ তারিখ : ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬ ◆ সময় : বিকাল ৫টা পর্যন্ত

স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন, 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গত ৩০ জুন সদস্য নিবন্ধনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব সদস্য তাঁদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট (**https://member-service.bangladeshsocietyinc.com/membership/status**) অথবা সোসাইটির অফিসে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্য সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নিন।

বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন:

সদস্যের নাম/নামের বানান, জন্ম সাল, বর্তমান ঠিকানা / **ZIP Code** ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

Scan to Login

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একাধিক ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সদস্যের নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত ঠিকানা ও **ZIP Code**-এর ভিত্তিতেই ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে। তাই ঠিকানা ও **ZIP Code**-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

এছাড়াও, যদি কোনো সদস্যের বৈধ সদস্যপদ প্রকাশিত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন: রসিদ) দাখিল করে তাঁর সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যদি প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়সীমা (১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা) অতিক্রান্ত হওয়ার পর সদস্য তালিকায় কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে, নির্বাচন দিনে সদস্য তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, **ZIP Code**, সদস্যপদ বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভুইয়া *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভুইয়া (রুমি) *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খান লিটন *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, *কার্যকরী সদস্য:* হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ**, *প্রচার সম্পাদক*

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE	L1A VISA
	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

দুবাইতে ২০ মিনিটে শক্তিশালী সাতটি বিস্ফোরণ

৬২ পৃষ্ঠার পর

জানায়নি।

ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো দাবি করেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইয়েমেন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এই হামলা হয়েছে। তবে আমিরাতের কর্মকর্তারা এই বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি। মেয়ের নিউজের বরাতে নাসার থার্মাল ইমেজিং রিপোর্ট বলছে, হামলায় শিল্প এলাকা সংলগ্ন একটি গুদামে আগুন লেগেছে। তবে হামলায় কী পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেছে- সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিস্ফোরণের পর একটি আবাসিক এলাকার কাছে কালো ধোঁয়া উড়ছে। তবে এসব ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে এনডিটিভি। আল কুরহানের বাসিন্দারা এওএল নিউজকে নিশ্চিত করেছে যে, বিস্ফোরণের সময় তারা 'দুপদাপ' শব্দ শুনেছে।

দুবাই শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জেবেল আলি আরব আমিরাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বেচাকেনার কেন্দ্র। এলাকাটিতে রয়েছে কৃত্রিম দ্বীপপুঞ্জ পাম জেবেল আলি এবং বিশ্বের বৃহত্তম মানবসৃষ্ট বন্দরের পাশে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, যাতে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল অবাধে হতে পারে।

গাজার ধ্বংসস্তূপে স্বপ্নছোঁয়ার হাসি

১২ পৃষ্ঠার পর

পারত। ইসরাইলি হামলায় ১১শ'র বেশি তাওজিহি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

এ ফলাফল গাজার সন্তানদের কাছে শুধু নম্বরের হিসাব নয়। প্রতিটি নম্বরের পেছনে রয়েছে অনিদ্রার রাত, অনিশ্চয়তার দিন, ক্ষুধা ও আতঙ্কের সঙ্গে লড়াই এবং হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক জীবনের স্মৃতি। কেউ অসাধারণ ফল করেছে, কেউ প্রত্যাশার চেয়েও ভালো করেছে; কিন্তু এ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীই এক অর্থে বিজয়ী। কারণ তারা এমন এক পরিস্থিতিতে পরীক্ষা দিয়েছে, যেখানে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটাই ছিল সাহসের কাজ। তাদের সাফল্য প্রমাণ করেছে- ধ্বংস করা যায় স্কুলভবন, ছিন্ন করা যায় বইয়ের পাতা, থামিয়ে দেওয়া যায় ক্লাস; কিন্তু জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সহজে ধ্বংস করা যায় না।

ফল হাতে গাজার কোনো কিশোরী যখন হাসে, সেই হাসির পেছনে থাকে অনেক অশ্রু। কোনো কিশোর যখন জানায়, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায়, তার কণ্ঠে শোনা যায় শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, শোনা যায় একটি প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা। তারা ডাক্তার হতে চায়, প্রকৌশলী হতে চায়; শিক্ষক, সাংবাদিক কিংবা বিজ্ঞানী হতে চায়। কেউ চায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতাল পুনর্গঠন করতে, কেউ চায় শিশুদের জন্য নতুন স্কুল বানাতে, কেউ চায় নিজের শহরকে আবার বাসযোগ্য করে তুলতে। তাদের স্বপ্নগুলো যুদ্ধের বাস্তবতার চেয়ে বড়। কারণ তারা শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নয়, গাজার ভবিষ্যৎও কল্পনা করছে।

গাজার শিক্ষার্থীদের তাওজিহি সাফল্যকে তাই কেবল পরীক্ষার ফল হিসাবে দেখলে এর গভীরতা বোঝা যাবে না। এটি এক ধরনের শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ-যেখানে অস্ত্রের বদলে আছে বই, ধ্বংসের বদলে আছে নির্মাণের স্বপ্ন, আর হতাশার বিপরীতে আছে শিক্ষার আলো।

তারা যেন বলছে, 'আমাদের ঘর ভেঙে দিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ নয়। আমাদের স্কুল ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু শেখার ইচ্ছা নয়। আমাদের স্বাভাবিক জীবন কেড়ে নিতে পারেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখার অধিকার নয়।'

এই বার্তাই গাজার তাওজিহি ফলাফলকে বিশেষ অর্থ দিয়েছে।

তবে ফল প্রকাশের আনন্দের পরও বাস্তবতা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ, যাতায়াত, অর্থের সংস্থান এবং নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ-সবকিছুই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক শিক্ষার্থীর বাড়ি নেই, পরিবারের আয় নেই, বই-খাতা নেই। কারও কারও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথও অনিশ্চিত।

তবু তারা আশাবাদী। কারণ তারা জানে, এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াও এ সময়ে বড় অর্জন। তাওজিহির ফল তাদের হাতে একটি সনদ দিয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দিয়েছে আত্মবিশ্বাস-যে তারা প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারে।

গাজার ধ্বংসস্তূপে তাওজিহির ফল প্রকাশ যেন এক টুকরো বসন্ত। সেখানে আনন্দ আছে, কান্না আছে, হারানোর স্মৃতি আছে-কিন্তু আছে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতিও।

যে শিশুরা যুদ্ধের মধ্যে বই খুলেছে, তারা শুধু পরীক্ষার উত্তর লেখেনি; তারা ইতিহাসের পাতায় লিখেছে নিজেদের দৃঢ়তার গল্প। তাদের হাসি ধ্বংসস্তূপের ওপর ফুটে ওঠা ফুলের মতো-নাজুক, অথচ অদম্য। গাজার সেই তরুণ মুখগুলো আজ বিশ্বকে মনে করিয়ে দিচ্ছে : স্বপ্নের কোনো ধ্বংসস্তূপ হয় না। স্বপ্ন বেঁচে থাকে-একটি কলমে, একটি ফলাফলে, একটি হাসিতে।

মোহাম্মদ হাসান শরীফ : সাংবাদিক।

ফুঁসছে আজাদ-কাশ্মীর

১০ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রার্থী হিসেবে আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হয়ে স্পিকারের চেয়ারে বসেন। পরে পিটিআইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করে পিএমএল-এন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সমর্থন নিয়ে আঞ্চলিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু কেন্দ্রে পিএমএল-এনের সরকার গঠন হলে আঞ্চলিক সরকারের সঙ্গে বিবাদ তৈরি হয়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ফয়সাল মুমতাজ রাঠৌরকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসায় কেন্দ্রীয় সরকার। রাঠৌরকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসাতে আইনসভায় সংরক্ষিত আসনের ১২ জনকে 'কিংমেকার' হিসেবে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শাসকদল পিএমএল-এন। জেএএসি অভিযোগ করছে, আজাদ-কাশ্মীরের ইতিহাসে বারবারই কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ ধরনের অনৈতিক কাজ করেছে।

রাজনৈতিক হিস্যার পাশাপাশি জেএএসি আজাদ-কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সম্পদের হিস্যার প্রশ্নও সামনে এনেছে। পাকিস্তানের জাতীয় গ্রিডে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ হয়, যা উৎপাদিত হয় আজাদ-কাশ্মীরের নীলম-ঝিলম নদীর স্রোতধারা থেকে। অঞ্চলের বাসিন্দারা নিজেদের সম্পদে স্বল্পমূল্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ উচ্চমূল্যে কিনতে আগ্রহী নন। মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিং নিয়েও তারা ক্ষুব্ধ। কারণ তারা মনে করেন, আজাদ-কাশ্মীরে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় এখানে। কিন্তু তাদের উৎপাদিত বিদ্যুতে ইসলামাবাদ ও পাঞ্জাবকে আলোকিত রেখে আজাদ-কাশ্মীরকে অন্ধকারে রাখে পাকিস্তানি সরকার। নাগরিক সমাজ এ বিষয়কে দেখছে সম্পদ লুণ্ঠন হিসেবে।

লেখক: অনুবাদক ও লেখক।

আমরা তার ছলনায় ভুলব না

১২ পৃষ্ঠার পর

তার আরেক মুরুব্বি ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে কিছুই শেখেননি। ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করে অন্যায় রাজনৈতিক নিষ্পেষণ চালিয়েছিলেন। এরপর তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়। তারপর নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে তিনি বলেছিলেন, 'মায় মাফি মাংতা হায়'। জনগণ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন। শেখ হাসিনা ঘোষিত ৫ আগস্টের কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে চলছে নানামুখী আলোচনা। শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশের ওপর নতুন করে প্রভাব বিস্তারের জন্য ভারতের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছেন। নরেন্দ্র মোদির সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণে দরকষাকষিতে হাসিনাকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করছে।

শেখ হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন আসামি। এমন একজন হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ভারত তার আধিপত্যবাদী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে শেখ হাসনাকে হাতের মুঠোয় রেখে বাংলাদেশের ওপর নানাবিধ চাপ প্রয়োগের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে, নিউজ-১৮, টাইমস্ অব ইন্ডিয়াসহ ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, জুলাই বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ২ বছর পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে আসছেন হাসিনা। নয়াদিল্লিতে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেবেন তিনি। ৫ আগস্ট স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ফরেন করসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়ার অনুষ্ঠানে হাসিনা তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তুতির বিষয়ে কথা বলবেন। নয়াদিল্লির মথুরা রোডে অবস্থিত স্যার মার্ক টালি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে অনুষ্ঠানটি। ক্লাবটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে এটি। এ অনুষ্ঠান আয়োজনে ভারত সরকারের কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

এই কলাম লিখতে লিখতে জানা গেল, ভারত সরকার জানিয়েছে, শেখ হাসিনার কার্যকলাপের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেছেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর আমাদের নতুন সরকার সব সময়ই বলেছে যে, পলাতক আসামিরা যদি সেখান থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয় বা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তবে তা কাম্য নয়। তিনি বলেন, আমরা ভারতের সঙ্গে একটা দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোচ্ছি।

এ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমরাও চাই না এবং আমার গভীর বিশ্বাস ভারতও তা চায় না। সুতরাং তারা এ অনুষ্ঠানকে সমর্থন দিচ্ছে কিনা, তা ভারতকেই পরিষ্কার করতে হবে। এ কথাগুলো সুললিত ভাষার মোড়কে কূটনৈতিক উক্তি। বাস্তবতা অবশ্যই এর চেয়ে অনেক বেশি সংশয়পূর্ণ এবং আস্থায় স্থান দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। ঢাকা ও দিল্লির একাধিক কূটনৈতিক সূত্র বাংলাদেশের একটি দৈনিককে জানিয়েছে, মূলত তারেক রহমান সরকার তথা বাংলাদেশের ওপর নানামুখী চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসাবে হাসিনাকে বারবার মাঠে ছেড়ে দেওয়ার কসরত করা হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশকে বিভ্রান্ত করার জন্য মাঝে মাঝে মিষ্টিমধুর উক্তিও করা হচ্ছে। ব্রিক্স সম্মেলন উপলক্ষ্যে তারেক রহমানকে দিল্লি সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ না করে তার পরিচয় বলা হয়েছে বিএনপির প্রধান। অর্থাৎ ভারত এখনো তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিতে চাচ্ছে না। তাহলে তারেক রহমান কীভাবে দিল্লি যেতে পারেন! কথায় বলে, দুর্জনের ছলের অভাব নেই। রাষ্ট্র হিসাবে আধিপত্যবাদী ভারতের ছলের অবসান কি কোনোদিন হবে?

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : জাতীয় অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

নতুন প্রেসিডেন্ট কে

৬ পৃষ্ঠার পর

খুবই লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বলা হয় ওয়ান-ইলেভেন সরকারের আগমন এবং ক্ষমতার বলয় থেকে বিএনপিকে দূরে রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে ইয়াজউদ্দিনের মেরুদণ্ডহীন প্রবণতার কারণে। রহমান বিশ্বাস এবং ইয়াজউদ্দিনের উদাহরণ সামনে রেখেই বিএনপির কর্ণধার অগ্রসর হচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আবদুর রহমান বিশ্বাসের কাছাকাছি দৃঢ়তার ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে। বলা হচ্ছে, তার মতো দৃঢ়চেতা নেতা বিএনপিতে দ্বিতীয়টি নেই। এদিকে অন্য এক বিবেচনায় আলোচনায় আছেন বর্তমান চুক্তিভিত্তিক ক্যাবিনেট সচিব নাসিমুল গণি। কেউ কেউ বলছেন, বিএনপি সরকারের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমলাতন্ত্র।

স্মরণ করা যেতে পারে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুর রহমান বিশ্বাস জেনারেল নাসিমের ক্যু ঠেকিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে প্রশংসিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে ইয়াজউদ্দিনের পর ওয়ান ইলেভেন এসেছিল। এসব চিন্তা করলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই এ পদের জন্য শ্রেয় হবেন। আবার অনেকেই মনে করেন শেষ পর্যন্ত সাত বারের সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদও হয়ে উঠতে পারেন রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের চূড়ান্ত পছন্দ।

অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পরেই দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি। দলের নেতাকর্মীরা অনেকে মনে করেন, তারেক রহমানের লন্ডনে থাকার সময়কালে দীর্ঘ দেড় দশক আওয়ামী লীগবিরোধী আন্দোলন ও পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময় কঠিন পরিস্থিতি সামলেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তবে দলের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমন বলছেন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মির্জা আলমগীর দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকাই উত্তম। এর বাইরে সম্প্রতি জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পাওয়া আইরিন খানের নামও শোনা যাচ্ছে বিএনপি নেতাকর্মীদের আলোচনায়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় হওয়ায় তাকে নিয়ে গুঞ্জন বাড়ছে।

রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা বিএনপির আছে। প্রশাসনে আওয়ামী ও জামায়াতি লোকজন বাদে নিরপেক্ষ অথবা বিএনপিমনা আমলার হার কত, তা নিয়ে নানা মত আছে। তবে বিষয়টি বর্তমান সরকারের জন্য মোটেই সুখকর নয়-এমনটাই বলা হচ্ছে। আরও বলা হচ্ছে, নানান ক্ষেত্রে গুপ্ত ও সুপ্তদের পাশ কাটিয়ে নানা সংকট মোকাবিলা করে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হলেও বিএনপির জন্য মূল সংকট হিসেবে মূর্তমান হবে সেই সময়ে। আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তখন আমলারাই হয়ে উঠবে প্রধান নিয়ামক। সেই পরিস্থিতি বিএনপি ঘনিষ্ঠ একজন আমলা রাষ্ট্রপতি পদে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্য থেকে কাউকে রাষ্ট্রপতির জন্য বেছে নেওয়াটা হবে শ্রেয়। এতে অনেক সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন-সেটি ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবেন, তবে বিএনপি যেন দেশের অভিভাবক হওয়ার মতো কাউকেই এ পদের জন্য বেছে নেয়, সেটিই সবার চাওয়া থাকবে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক।

এই লেখা আপনি পড়বেন কি না জানি না

৬ পৃষ্ঠার পর

বছরও টেকে না! এটা কার দোষ? সম্ভবত আমাদের কপালের।

০৮

বাম দিকে গাড়ি ঘোরালেই ডান পাশে বেগুনটিলা বস্তি। জায়গাটার সংস্কার হওয়া দরকার। ডান দিকে তাকালে বিহারি ক্যাম্প, মেরামত দরকার এটারও, জরুরি। তারপর আরও একটু এগোলেই সাগুফতা, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা এক খাল, সে খাল দিয়ে ঢাকা শহরের প্রায় অধিকাংশ পানি পার হয়ে যায় তুরাগ নদে।

কদিন আগের বৃষ্টির প্রবল দাপটে উপচে গিয়েছিল এই খাল, পানির নিচে গিয়েছিল আশপাশে বাস করা মানুষের খাট-ফ্রিজ, চেয়ার-টেবিল।

খালের ওপর দিয়ে নতুন একটা ব্রিজ হচ্ছে, তার ডান পাশের রাস্তায় একটা মসজিদ হয়েছে দোতলা, তার পশ্চিমে হাম্মাম বসতে বলব আপনাকে। আপনি বসবেন। গল্প শুরু করবে আমাদের কেউ কেউ- জানেন, এই কদিন আগেও মিরপুরের মানুষজন ফার্মগেট আর গুলিস্তানকে বলত- ঢাকা। সেই ঢাকা থেকে হলুদ রঙের ছুটির আসতে চাইত না মফস্বলরূপী মিরপুরে! অথচ আমাদের এই মিরপুরে দেশের সবচেয়ে বড় বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে, আছে সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা। ক্রিকেট খেলার স্টেডিয়াম আছে, ইনডোর স্টেডিয়াম। বেনারসি-জামদানিসহ দেশের সেরা শাড়ির মার্কেট আছে- বেনারসিপল্লী। সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমআইএসটি, ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিইউপি, হযরত শাহ আলী মহিলা কলেজ, মনিপুর স্কুল-কলেজ, কমার্স কলেজ আছে, আদিবাসীদের স্কুল বনফুল আছে। আছে হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল, আছে ইউনানি হাসপাতাল, দাঁতের হাসপাতালসহ অনেক হাসপাতাল। আমাদের এখানে একটা ক্যান্টনমেন্ট আছে। সবচেয়ে সহজ ও আরামদায়ক যাতায়াতব্যবস্থা মেট্রোরেল আছে। এখানে বধ্যভূমিও আছে একটা। দেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার মার্কেট আছে। সামরিক জাদুঘর আছে। দেশের অন্যতম বাসস্ট্যান্ড গাবতলী বাসস্ট্যান্ড আছে।

আরও কত কি আছে এই মিরপুরে!

০৯

গল্প শেষে মিরপুরের শতকন্ঠের কাবাব নয়, রাব্বানীর সেরা গরুর মাংস দিয়ে ভাতও নয়, আবেশের নানরুটি-চাপও নয়, দামি গাড়ি থামিয়ে খাওয়া বিহারিদের বানানো খুঁটি আন্ডা আর পোড়া মাংসও নয়, সাগুফতার মোড়ে এক মামুলি চায়ের দোকানের লেবু চা খাওয়াব আপনাকে।

চা খেতে খেতে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন- পাশের এই খালটা নির্মাণ ও ক্লিন দরকার আগে, ঢাকা শহর তাহলে আর সহজে ডুববে না সামান্য বৃষ্টিতে। ক্লিন করা দরকার ফুটপাত, বাস দখল করা রাস্তা, মার্কেটের গাড়ি পার্কিংয়ের নিচতলা, যত্রতত্র জমাট বাঁধা ডিশ আর ইন্টারনেটের লাইন, ব্যাটারিচালিত রিকশা, হঠাৎ হঠাৎ গজে ওঠা দলীয় কার্যালয়।

'আমি দেখছি যে কিছুই বদলায়নি।' সদ্য বলা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাই। আমরা সত্যিকারের প্রমাণ চাই তার পরের বাক্যটার- 'শুধু পরিবর্তন দেখছি একজন মানুষের মধ্যে, তিনি তারেক রহমান।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সবশেষে আপনাকে পৃথিবীর সেরা অনুপ্রেরণাদায়ক ও নিজেকে জাগানো বাক্য শোনাতে চাই- Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing my self. সুফি কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ বালখী রুমি বলেছেন কথাটা।

আপনি এও জানেন প্রধানমন্ত্রী- পরিবর্তনটা শুরু করতে হয় প্রথমত নিজের মাঝে, ব্যক্তির মাঝে; তবেই দেশের পরিবর্তন, জাতির পরিবর্তন, সাধারণ মানুষের সাধারণ ভাগ্যের পরিবর্তন।

গত ৫৫ বছরে যে পরিবর্তনটা আমরা চাতক পাখির মতো খুঁজছি!

স্পেনের সীমান্তে অভিবাসীর সুনামি, সতর্ক পুরো ইউরোপ

৫ পৃষ্ঠার পর

এই দুই অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সেউটার সংকট আরও একটি বাস্তবতা সামনে এনেছে অভিবাসন এখন আর কেবল মানবিক ইস্যু নয়; এটি ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর একটি। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রিয়া কিংবা স্পেন প্রায় সব দেশেই অভিবাসন প্রশ্ন নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে। সীমান্তে প্রতিটি সংকট তাই শুধু প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক অভিঘাতও তৈরি করছে।

মরক্কোর ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইউরোপমুখী অভিবাসনের অন্যতম প্রবেশদ্বার এই দেশ। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, যৌথ টহল, প্রত্যাবাসন এবং তথ্য আদান-প্রদান সব ক্ষেত্রেই মরক্কোর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া স্পেনের পক্ষে পরিস্থিতি স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যাত আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুত ফেরত পাঠানোর নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে। ইইউর বাইরের দেশে প্রত্যাবাসন কেন্দ্র স্থাপনের মতো বিতর্কিত ধারণাও আলোচনায় রয়েছে। সমর্থকদের দাবি, এতে অবৈধ অভিবাসন কমবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আশঙ্কা, এতে আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার আরও সংকুচিত হবে। বাস্তবে এই বিতর্কের সহজ সমাধান নেই। কারণ অভিবাসনের মূল কারণ সীমান্তে নয়; উৎপত্তিস্থলেই। আফ্রিকার বহু দেশে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার ঘাটতি দূর না হলে মানুষ জীবন বাজি রেখে ইউরোপমুখী হওয়ার চেষ্টা চালিয়েই যাবে। কাঁটাতারের বেড়া, নজরদারি ড্রোন কিংবা কঠোর আইন সাময়িকভাবে প্রবাহ কমাতে পারে; কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে থামাতে পারে না।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ অপ্রয়োজনীয়। একটি রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে তার সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার, অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর এবং মানবপাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি সম্মান দেখানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থাৎ নিরাপত্তা ও মানবিকতা দুটিকেই পাশাপাশি রাখতে হবে।

সেউটার বর্তমান পরিস্থিতি ইউরোপের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করছে। অভিবাসনকে যদি কেবল আইনশৃঙ্খলা সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, তবে মানবিক সংকট বাড়বে। আবার যদি শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে সীমান্ত নিরাপত্তা দুর্বল হবে। এই দুই চরম অবস্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়েই টেকসই সমাধান খুঁজতে হবে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এই সংকট বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। ভূমধ্যসাগরীয় রুট, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, ইতালির লাম্পেদুসা, গ্রিসের দ্বীপপুঞ্জ কিংবা বলকান রুট সব জায়গাতেই একই ধরনের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। সেউটা সেই দীর্ঘ সংকটের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে নাটকীয় প্রকাশ মাত্র।

ইউরোপের সামনে এখন তিনটি সমান্তরাল দায়িত্ব স্পষ্ট। প্রথমত, সীমান্তকে কার্যকরভাবে সুরক্ষিত রাখা। দ্বিতীয়ত, মানবপাচারকারী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া। তৃতীয়ত, অভিবাসনের মূল কারণগুলো মোকাবিলায় আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অংশীদারত্ব গড়ে তোলা।

অন্যথায় আজ সেউটা, কাল লাম্পেদুসা, পরশু অন্য কোনো সীমান্ত সংকটের কেন্দ্র শুধু স্থান বদলাবে; সমস্যার সমাধান হবে না।

ইতিহাস বলে, মানুষের চলাচল কখনোই কেবল শক্তি দিয়ে থামানো যায়নি। আবার সীমাহীন উন্মুক্ত সীমান্তও কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়। তাই প্রয়োজন বাস্তববাদী, মানবিক এবং সমন্বিত নীতি।

সেউটার এই ঘটনা ইউরোপকে আবারও সেই কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে অভিবাসন আর সাময়িক সংকট নয়; এটি আগামী কয়েক দশকের অন্যতম বড় ভূরাজনৈতিক ও মানবিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আবেগ নয়, প্রয়োজন তথ্যভিত্তিক নীতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার। কারণ সীমান্তের দুই পাশে শেষ পর্যন্ত মানুষই থাকে, কেউ নিরাপত্তা রক্ষা করতে, কেউ নিরাপত্তা খুঁজতে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।
এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬
ভ্রমণ তারিখ
জেএফকে - জেদ্দা
৪ নভেম্বর
মদিনা - জেএফকে
১৪ নভেম্বর
মোট দিন
৯ দিন
(২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)
প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:
- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।
প্রতি রুমে ৪ জন
KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

৫ আগস্ট জীবনহানির আশংকায় ছিলাম

১ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতার দৃশ্যপট। গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশনা আসে পত্রিকাটির বার্তা বিভাগে। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় তা ছাপতে দেয়া হয়নি। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, লন্ডনে চিকিৎসাধীন সময়ে সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর দিল্লীতে ফোনালাপ নিয়ে দুটি পত্রিকায় রিপোর্ট বের হয়েছিল। এবার কাউকে না জানিয়ে মিডিয়ায় দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেয়ার ঘটনা। তাতেই সরকারের মধ্যে 'শংকার' ভিত্তি তৈরি করা হয়। আর তাতেই ২৪ জুলাই বিকেলে দ্রুত পদত্যাগের ঘোষণা আসে। চুপ্পুর এই অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি সাপ্তাহিক আজকাল-এর হাতে আসে। পত্রিকার পাঠকদের জন্য তা প্রকাশ করা হলো।

বিশেষ সাক্ষাৎকারে কি বলেছিলেন তৎকালিন প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু? তিনি জুলাই আন্দোলনকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন, নতুন সরকার গঠনে দ্রুত নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি করা, উত্তাল আন্দোলনের সময় কি হয়েছিল তার বর্ণনা দেন। ড. মোহাম্মদ ইউনূস প্যারিস থেকে ঢাকায় আসার সাথে সাথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেই ভিভিআইপি লাউঞ্জে বৈঠক সম্পন্ন করেন। তাতে উপস্থিত ছিলেন তিনবাহিনীর প্রধান। কঠোর নিরাপত্তায় বৈঠক হয় বলে সাহাবুদ্দিন চুপ্পু জানান। তিনি জানান, ওই বৈঠকেই উপদেষ্টাদের একটি তালিকা ড. ইউনূস তিন বাহিনীর প্রধানের কাছে হস্তান্তর করেন। তা তিনি প্যারিস থেকে নিয়ে এসেছিলেন। ইউনূসের পছন্দ মতই সরকার গঠন হয়। ওই রাতেই পর্দার আড়ালে অনেক কিছু ঘটতে থাকে। গত ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের পর সাহাবুদ্দিন চুপ্পু ভয়াবহ সাংবিধানিক সংকট কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন তার বর্ণনা দেন। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর ওই বিশেষ সাক্ষাৎকারটি নিচে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন: চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর: '২০২৪ সালে সরকারী চাকরীতে কোটা বিরোধী আন্দোলন পরবর্তীতে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক ও টেকসই পরিবর্তনের আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়। আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই আগস্ট ২০২৪ ক্ষমতা ছেড়ে দেশান্তরিত হলে স্বাভাবিক নিয়মে সরকারের পতন ঘটে। আমি তখন সাংবিধানিক পন্থায় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। দেশে সরকারের অস্তিত্ব না থাকায় ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক সংকটের সৃষ্টি হয়। এই মহাসংকটকালে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী সংকট নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা কামনা করে। তখনকার পরিস্থিতিতে আমার জীবনহানির আশঙ্কা ছিল, তা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন থেকে আমি বিরত থাকিনি। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও জোট আমার পাশে অবস্থান নেয়ায় আমার ভিত আরো শক্তিশালী হয়েছিল। ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে আমি নিয়মিতভাবে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রের কল্যাণে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা ধরে রেখেছিলাম। ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে আমি দেশে সাংবিধানিক কোনো বিপর্যয় ঘটতে দেইনি।'

প্রশ্ন: জুলাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তখন আপনাকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলো। এ বিষয়ে আপনি কি ভূমিকা রেখেছিলেন?

উত্তর: '২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান চলাকালে আন্দোলনকারী ছাত্ররা ১৪/০৭/২০২৪ তারিখে বঙ্গভবনে এসে আমার কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিল। স্মারকলিপি প্রাপ্ত হয়ে আমি স্মারকলিপির একটি কপি সরকারের পর্যালোচনার জন্য দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠিয়ে দেই এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করি। তখন আমাকে জানানো হয় যে, প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের সাথে সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে আন্দোলনকারীদের দাবিগুলোর অনেক কিছুই আলোচনার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য ছিল। আমি রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমঝোতার পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে আমার পক্ষে এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।'

প্রশ্ন: সে ক্ষেত্রে আপনার উপলব্ধি কী ছিলো এবং কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

উত্তর: 'জুলাই আন্দোলনের সময় প্রাণহানির ঘটনা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। চারিদিকে রক্ত ঝরছিল। দৃশ্য ছিল ভয়ংকর। শাসকগোষ্ঠী এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে আন্দোলনের মুখে ৫ই আগস্ট ২০২৪ তৎকালিন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে দেশান্তরিত হন। সেই পরিস্থিতিতে দেশে চরম সাংবিধানিক সংকট শুরু হলে সশস্ত্র বাহিনী আমার নেতৃত্বে সংকট মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। ওই সময়ে আমি ০৬/০৮/২০২৪ তারিখ পূর্বাহ্নে মাত্র ২/৩ ঘন্টার মধ্যে আমার অর্পিত ক্ষমতাবলে বেগম খালেদা জিয়াসহ দুই হাজারের বেশি রাজবন্দীর মুক্তি দিয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রার সূচনা করি। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বেগম খালেদা জিয়াকে নির্দোষ গণ্য করে খালাসের আদেশ প্রদান করেন। দেশে সরকার নেই, প্রধানমন্ত্রী নেই, মন্ত্রিসভা নেই, সংসদ নেই। এমন এক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা, সাংবিধানিক ধারা বজায় রাখা এবং একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথ নিশ্চিত করা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোনো বিকল্প পথ ছিল না।'

প্রশ্ন: ৫ই আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন। অথচ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনি রয়ে গেলেন। এর কারণ কী?

উত্তর: ৫ই আগস্টের পরের ঘটনাপ্রবাহে শুধু একটি সরকার পতনই হয় নাই, দেশে গভীর সংকটেরও সূচনা হয়েছিল। তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী দেশ ত্যাগের পর আইনগতভাবে মন্ত্রিসভার কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরে সংসদ ভেঙে দেয়ার পর কার্যত নির্বাচিত সরকারের আর কোনো সাংবিধানিক অস্তিত্ব অবশিষ্ট ছিল না। দেশ তখন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। সরকারের দৃশ্যমান কাঠামোর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। তখন যদি সশস্ত্রবাহিনী ও আমি দায়িত্ব না নিতাম তা হলে রাষ্ট্রীয় শূন্যতা আরো গভীর হতো। তখন কি হতো তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবে না।'

প্রশ্ন: ওই রকম উত্তাল পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের আশঙ্কা করছিলেন অনেকে। অথচ তারা সেটি করেনি। কি ঘটেছিল আসলে?

উত্তর: 'তখনকার সময় চরম সংকটকালে সশস্ত্র বাহিনী কখনোই অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ খোঁজে নাই বা চিন্তাও করে নাই। বরং তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। সেনাবাহিনীর অবস্থান ছিল পরিষ্কার, দেশকে গণতান্ত্রিক পথে সামনে এগোতে হবে। নির্বাচন হবে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ-জামানসহ নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমাদের সহযোগিতা করুন, আমরা রাষ্ট্রকে নির্বাচন পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাই। এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকার গঠন ও সংকট নিরসনের উপায় খুঁজতে গিয়ে বঙ্গভবনে আমার সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আন্দোলনকারী ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ৫ ও ৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান উক্ত সভা পরিচালনা করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে আমার ও সশস্ত্র বাহিনীর ওপর সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পুরো প্রক্রিয়া ছিল আলোচনা নির্ভর। সরকার গঠনে কোনো একক সিদ্ধান্ত ছিল না। সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্যারিসে অবস্থানরত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আলোচনা হয় প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সময়ক্ষেপণ না করে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্যারিস থেকে দেশে ফেরার সময়ই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 'ভিভিআইপি লাউঞ্জে' সেনাবাহিনীর প্রধান, বিমান বাহিনী প্রধান এবং নৌবাহিনী প্রধান মিলিত হবেন এবং তার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে উপদেষ্টা পরিষদের সম্ভাব্য নাম চূড়ান্ত করা হবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৮/০৮/২০২৪ তারিখ সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকার ভিভিআইপি লাউঞ্জে বৈঠকে বসে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সদ্য মনোনীত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার উপদেষ্টাদের নাম চূড়ান্ত করার কথা জানান। আসলে তিনি প্যারিস থেকে আসার সময় উপদেষ্টাদের একটি তালিকা তৈরি করে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। কারো সাথে তখনো তাঁর আলোচনাই হয়নি। তাঁদের বিমানবন্দরের বৈঠক শেষ করার পর রাষ্ট্রপতি হিসেবে দাপ্তরিক পদ্ধতিতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৬ (২) এর বিধানমতে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদেরকে নিয়োগ প্রদান করি। তৎপর মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে তা প্রেরণ করে শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।'

প্রশ্ন: অস্থির ওই মুহূর্তে সুপ্রিমকোর্টের রেফারেন্স নেয়ার চিন্তা এলো কীভাবে?

উত্তর: 'আমাদের সংবিধানের ৭, ৭(ক), ৭(খ) অনুচ্ছেদ তথা সংবিধানের প্রাধান্য, বাতিল বা স্থগিতকরণ, সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধনের অযোগ্য বিধানসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাৎক্ষণিক উদ্ভূত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছিলাম। সেই পথ খুঁজতে গিয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ এ বর্ণিত সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার সংক্রান্ত বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত হবে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। পরিস্থিতি যখন প্রচলিত সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে চলে যেতে উদ্ভূত হয় তখন আমি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত চাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ওই রকম একটা সময়ে আমাকে কেউই এই পথ দেখায়নি। আইন ও বিচার অঙ্গনে আমার ৬৩ বছরের অভিজ্ঞতা আছে। আমি নিজেই সংবিধানের আওতায় থাকা এই পথ বেছে নিয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আমি রেফারেন্স পাঠাই। যা রেফারেন্স ১/২০২৪ নম্বরে নিবন্ধিত হয়। অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে আপিল বিভাগ ০৮/০৮/২০২৪ তারিখে এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন যে, "এ বিষয়ে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এর বক্তব্য শোনা হলো। এমতাবস্থায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কোনো বিধান না থাকায় উত্থিত প্রশ্নের বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এই মতামত প্রদান করছে যে, রাষ্ট্রের সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণে জরুরী প্রয়োজনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনার নিমিত্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে পারবেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির উক্তরূপে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে শপথ পাঠ করাতে পারবেন।"

আপিল বিভাগের উক্তরূপ মতামত পাওয়ার পর আমি নিশ্চিত হই যে, রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। প্রয়োজনীয়তার মতবাদ অর্থাৎ অপরিহার্যতার নীতি (Doctrine of Necessit), বিশেষত রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার (Political Necessity) উপাদানও তখন বিদ্যমান ছিল। একই সঙ্গে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের প্রয়োগের ফলে প্রয়োজনীয় আইনগত ভিত্তি তৈরি হয় বলে আমি বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা যায়। রাষ্ট্রের একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতে রাষ্ট্রপতিকে তৎসময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। সেনাশৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ, সংসদ ভেঙে দেয়াসহ প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ ও প্রধান উপদেষ্টার সুপারিশের ভিত্তিতে অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ এবং তাদের শপথ গ্রহণ সব কিছুই রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং উপদেষ্টা অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে মন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত হয়।'

উপদেষ্টাদের শপথ, ১৩৩ অধ্যাদেশ জারি এবং বর্তমান বিতর্ক প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে অন্য উপদেষ্টাদের দাপ্তরিক পদ্ধতিতে নিয়োগ দিলাম আমি। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাদের শপথও পড়ালাম আমি। রাষ্ট্রীয় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন ছিল তার সবই তো রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাকেই করতে হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা সংবিধানের ৫৫(৪) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক রাষ্ট্রপতির নামেই গৃহিত হয়েছে এবং তদনুরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো ও টেকসই পরিবর্তনের নিমিত্ত বিবিধ বিষয়ে সংস্কারের নিমিত্ত একটি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছিলো। ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশসমূহ 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' নামে গৃহিত হয়। সে অনুযায়ী গণভোট অধ্যাদেশ ও জুলাই যোদ্ধা সুরক্ষা অধ্যাদেশও করা হয়েছিল। উভয় অধ্যাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমার স্বাক্ষরে জারি করা হয়। আমি ১৩৩টি অধ্যাদেশ জারি করে ১৮ মাস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আইনতঃ সরকার পরিচালনার পথ সুগম করে দিয়েছি।'

তিনি বলেন, "জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫" উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের পর চূড়ান্ত স্বাক্ষরের জন্য আইনগত বৈধতার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। আইন বিশেষজ্ঞরা ঐকমত্য কমিশনের সভায় মত দিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর এই প্রক্রিয়াকে আইনগত ভিত্তি দেবে। পরে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত আদেশ স্বাক্ষরের জন্য মুখ্য সচিব ও আইন সচিব নথি নিয়ে আমার কাছে আসেন এবং আমাকে স্বাক্ষর দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং জানান যে আমার স্বাক্ষরের পর 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' চূড়ান্ত হবে এবং জারি করা হবে। উক্ত দুই কর্মকর্তা আরো বলেন যে, এই 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' এর ভিত্তিতে প্রধান উপদেষ্টা কিছুক্ষণের মধ্যেই জাতির উদ্দেশে সাধারণ নির্বাচনকেন্দ্রিক ভাষণ দিবেন বিধায় আইন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতে আমি যেন চূড়ান্ত স্বাক্ষর করি। গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খা বাস্তবায়ন ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে ১৩/১১/২০২৫ তারিখে আমি উক্ত 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' এ স্বাক্ষর করি।

আমি এখন সবচাইতে বড় রাজনৈতিক বৈপরীত্য লক্ষ করছি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টাদের দাপ্তরিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি নিয়োগ দিলাম, আমার কাছেই শপথ নিলেন, আমার স্বাক্ষরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হলো। যে সনদ নিয়ে এখন সরকার ও বিরোধী রাজনীতি সরব হচ্ছে সেটার চূড়ান্ত অনুমোদনও আমিই দিয়েছি। এখন আমার প্রশ্ন, তাহলে আমি হঠাৎ কেন কোনো বিতর্কের সম্মুখীন হবো? এটাই এখন আমার কাছে সবচাইতে বড় বিষয় মনে হয়। 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' এর বাস্তবায়ন প্রশ্নে সংসদে আলোচনা চলছে। উক্ত আদালতেও বিষয়টি বিচারাধীন আছে বলে জেনেছি। রাজনীতির মাঠেও বর্তমান জুলাই সনদ সর্বোচ্চ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা স্বাভাবিক।'

প্রশ্ন: চব্বিশের ৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে যা কিছু হয়েছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সব আপনারই স্বাক্ষরে। সবাই সেটি মেনেও নিয়েছে। অথচ এখন বিতর্ক হচ্ছে কেন।

উত্তর: '৫ই আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী বাস্তবতায় রাষ্ট্রপতির পদটি কার্যকর না থাকলে বা সংবিধান বহির্ভূত রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলে দেশে গভীর সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতো। আমি রাষ্ট্রপতি না থাকলে বৈধভাবে সরকার গঠন হতো না। রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতা ভেঙে যেত। নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছানো অনিশ্চিত হয়ে যেতো। আমি যা করেছি তা দেশের স্থিতিশীলতা ও গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খা বাস্তবায়নের স্বার্থেই করেছি। রক্তপাত এড়িয়ে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেয়াই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য ও দায়িত্ব। আমার জীবনে এখন আর ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই।

আমার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক এবং রাজনৈতিক আক্রমণ চলতেই পারে। তবে ইতিহাস একদিন সবকিছুর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করবে। আমি যা করেছি তা রাষ্ট্রের স্বার্থে, সংবিধানের স্বার্থে এবং দেশের স্থিতিশীলতার স্বার্থে। গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়েছে। সরকার ও বিরোধীদল নিজ নিজ দলের ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে তাদের মহান দায়িত্ব পালন করছেন। গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় সফলতা আসুক এই কামনা করি।'

NYC retained title of most unaffordable city for renters

Continued from page 19

at 51.7%. The Bronx had an average rent of $1,646. Thanks to its low rent in comparison to other parts of New York City, this borough's rent-to-income ratio was just 27.8%.

On a national level, the median household income was $84,906 in the second quarter of 2026. The United States had an average rent of $1,662 for one-bedroom apartments. The rent-to-income ratio was 23.5% in the quarter, lower than each New York City borough included in the study. (Source-Queens, by Ethan Marshall)

Zafar Iqbal, Maksud Kamal to face ICT charges

Continued from page 19

a press conference at Ganabhaban on 14 July 2024, then prime minister Sheikh Hasina referred to protesting students as "children of Razakars" and "grandchildren of Razakars". Investigators have said the remarks contributed to an atmosphere of hatred and violence against protesters and created a backdrop for subsequent attacks by Chhatra League activists at Dhaka University and elsewhere. The prosecution also claimed that a phone conversation between Sheikh Hasina and then vice-chancellor ASM Maksud Kamal on the same night included references to protesters as "Razakars" and contained information suggesting instructions to use lethal force against students and civilians. The prosecution alleged that on 15 July, more than 300 unarmed students protesting at Dhaka University were attacked by armed Chhatra League activists. Several students were allegedly beaten, injured with sharp weapons and shot. It also claimed that some injured students faced further attacks when they went to Dhaka Medical College Hospital for treatment.

The investigation report also included a piece written by Zafar Iqbal during the July uprising. In a two-page letter that went viral on social media, he wrote that although Dhaka University was his beloved institution, he felt he might never want to visit it again because seeing students there might make him think they were "Razakars".

According to prosecution sources, while Sheikh Hasina's remarks labelling protesters as Razakars contributed to an environment of hatred and violence, Zafar Iqbal's comments also allegedly helped create a climate that encouraged hatred, incitement and justification of subsequent attacks. For this reason, his role was included in the investigation report under the International Crimes Tribunal Act.

The article by Zafar Iqbal went widely viral on social media on 16 July. The following day, on 17 July, general students of SUST declared him unwelcome on the campus for life.

Praise and criticism are both necessary for growth: Deepa Khandakar

Continued from page 19

drama," she said. "Their positive comments encourage me to keep working harder. I can never thank the audience enough. They have always stood beside good work."

One encounter, she recalled, particularly stayed with her. "The night 'Pothohara Mon' was released, I went to a wedding. People came up to me and said, 'We were emotionally connected after watching you cry in the drama. You were extraordinary.' Hearing something like that makes me feel I have been able to do justice to a good story and a good character."

While appreciation has far outweighed criticism throughout her career, she believes criticism remains equally important.

"I hear praise more often, but criticism is necessary too. It tells you where you stand as an actor and helps you improve."

She cites another recent performance, opposite Afzal Hossain in the Eid drama "Abar Hobe Dekha", as one of the most emotionally demanding roles she has played in recent years.

"When Chayanika Chowdhury first approached me with the role, I was surprised," she said. "But once I began performing it, I became deeply emotional. It was unlike any character I had played before. There are moments when my character speaks about never being able to see her child again. Delivering those lines was incredibly difficult because the emotions felt so real."

Sharing the screen with Afzal Hossain made the experience even more memorable, she added.

"A good co-actor elevates your own performance. When the actor opposite you is completely invested in the character, it becomes much easier to give your best. Working with Afzal Hossain Bhai was an added privilege."

Looking ahead, Khandakar says she is less interested in the size of a role than in what it demands of her as an actor.

"I don't chase any particular kind of character anymore. I only want roles that challenge me. At this point in my career, I simply want variety and the opportunity to keep doing good work."

The actor remains busy with several upcoming television projects. She recently completed a negative role in a drama directed by Rubel Hasan, a comedy by Muhidul Hasan, and separate productions by Chayanika Chowdhury and Selim Reza.

She is also preparing to appear in an upcoming television serial directed by Muhammad Mostafa Kamal Raz. *(Source-Daily Star)*

NYC residents to rally against ICE, after agents allegedly pepper-spray residents

Continued from page 18

"Trump sent his minions to try to intimidate New Yorkers, tear families apart, and flaunt our laws—apparently pepper-spraying a protester exercising their right to record," read a post on the Public Advocate's Facebook. PIX11 News reached out to the Department of Homeland Security; officials were not immediately available to comment.The community is planning to unite against masked ICE agents in their neighborhood, with a rally to be held at 10 a.m. on Saturday on Seaman Avenue at Isham Street.

সাতকানিয়া সমিতির বার্ষিক বনভোজন

৬২ পৃষ্ঠার পর

পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা দিনটি উপভোগ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে অতিথিদের জন্য খাবার, আড্ডা, পারস্পরিক মতবিনিময় এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া নানা ধরনের খেলাধুলা, শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম, র‍্যাফেল ড্র, পুরস্কার বিতরণ এবং প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানটিকে আরও আনন্দমুখর করে তোলে।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক আমিন উল্লাহ, বনভোজনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ নাজিমউল্লাহ, প্রধান সমন্বয়কারী আহমেদ নবী চৌধুরী, সদস্য সচিব ইরফান নিশাতসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা বলেন, সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাতকানিয়াবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বার্ষিক বনভোজনের মাধ্যমে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সাতকানিয়ার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার সুযোগ তৈরি হয়। দিনব্যাপী আয়োজনে শিশু, তরুণ ও বয়স্কসহ বিভিন্ন বয়সী মানুষ অংশ নেন। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের বাইরে পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটানোর পাশাপাশি দীর্ঘদিন পর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পান অংশগ্রহণকারীরা।

অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের উপদেষ্টা কামিল রেজা, আলহাজ্ব মো. এ জাফর, আবদুস সালাম, সাহাব উদ্দিন চৌধুরী, রফিক উদ্দিন, মোহাম্মদ তারেক, শাহিদা সিকদার বনভোজন সফল করতে সহযোগিতা করা সকল সদস্য, অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ দাবানলে ব্যাপক ক্ষতি

৬২ পৃষ্ঠার পর

সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন সিনেটর মারিয়া ক্যান্টওয়েল বলেন, 'আমরা এখনো বিপদ অতিক্রম করতে পারিনি। সামনের দিনগুলো বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে।'

স্পোকেন ছাড়াও পশ্চিম আইডাহো ও পূর্ব ওরেগনের প্রায় ৫২৫ বর্গমাইল বনভূমিজুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে বুলডোজার ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে টানা ১০ দিনের মতো আগুন নেভানোর লড়াই চালাচ্ছেন অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা। দাবানলের কারণে এই অঞ্চলের আরও অন্তত ৬০০টি বাড়ি ও ৮০০টি স্থাপনা ঝুঁকিতে রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা পূর্ব ওয়াশিংটন, পূর্ব ওরেগন, পশ্চিম আইডাহো ও পশ্চিম মন্টানাজুড়ে বায়ুর মান নিয়ে লাল সতর্কতা জারি করেছে। দাবানলের ঝুঁকি ও প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে ইউটা, নেভাদা, ক্যালিফোর্নিয়া ও অ্যারিজোনাতেও বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

অপরাধ ও নৃশংসতার অন্ধকার পথে বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

কিশোররা সেই পথে হাঁটছে। সেই অন্ধকার পথটি বন্ধ করতে হলে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেটি যেমন সরকারিভাবে, তেমনি সামাজিকভাবেও। আর ইতিবাচক এসব পদক্ষেপের প্রভাব যেন পারিবারিক পর্যায়ে পড়ে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। কিশোরদের থেকে নতুন কোনো 'আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়া' তৈরি না হোক- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভয় নয়, জয়েই বাংলাদেশের মুক্তি

৭ পৃষ্ঠার পর

কলাতাই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ আর ইতিহাসের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ, তার প্রমাণ মিলেছে কথা, গান আর মানুষের সমাবেশে। গামা আবদুল কাদির মুক্তিযুদ্ধ আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য লড়াই করা এক অগ্রজ। এ বিষয়ে তিনি নির্ভীক। বাংলাদেশ ও অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট।

তারপরও সেদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও পথের মানুষ এসে ভিড় করেছিলেন মিলনায়তনে। তাঁদের একটাই কথা- আগে দেশ, তারপর অন্য কিছু। এটাই আমাদের চাওয়া।

আমাদের দেশ মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত এক ভূমি। চাইলেই তার গান, পতাকা, কবিতা বা ভাবনা কেড়ে নেওয়া যায় না। যারা তা জানে না বা তা হবে বলে মনে করে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

লেখক: অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী কলামিস্ট।

ঢাবিতে নতুন 'উইচ-হান্টিং' ও ক্ষমতার রাজনীতি

৫ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক মতপ্রকাশের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

নীল দলের শিক্ষকরা বিগত সরকারের আমলে দলীয় আনুগত্য দেখিয়েছেন কিংবা সুবিধাভোগী ছিলেন, যা নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে কঠোর সমালোচনার যোগ্য। তবে সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি অপরাধ ছাড়া শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে শত শত শিক্ষককে ঢালাওভাবে বাতিল বা রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

স্বৈরাচারী সরকারের দোসরদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে মোকাবিলা করাই সঠিক গণতান্ত্রিক পথ। প্রশাসন এক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর শিক্ষক সমিতি বা বিরোধী মতামত ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের হাতে থাকবে- এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার ভারসাম্য ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি নিশ্চিত করে।

কিন্তু পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী নীল দলের মতোই যদি নতুন ক্ষমতাধর বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা দমনপীড়ন ও ঢালাও প্রতিশোধের রাজনীতি শুরু করেন, তবে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যকে শুধু কলঙ্কিতই করবে না; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে নতুন করে বিষাক্ত করে তুলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফ্যাসিবাদবিরোধী' নামে ২৩১ জন শিক্ষকের তালিকা প্রণয়ন, বিচার প্রমাণের আগেই তা সংবাদমাধ্যমে প্রচার করে সামাজিক হেনস্থা ও ঢালাও শাস্তিমূলক পদক্ষেপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাংঘর্ষিক বলে চিহ্নিত করেছে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক'। সংগঠনটির মতে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া ছাড়া শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সহকর্মীদের ওপর এমন প্রতিশোধমূলক আচরণ পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন আওয়ামী শাসনের নিপীড়নমূলক আচরণেরই হুবহু পুনরাবৃত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ভয়ের সংস্কৃতি বন্ধ করা, উইচ-হান্টিং রোধ করা এবং বিদ্যায়তনিক মর্যাদা ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়েছে:

১. সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ: যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও লিখিত অভিযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত: প্রতিটি উত্থাপিত অভিযোগের নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত পরিচালনা করতে হবে।

৩. আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার: অভিযুক্ত প্রত্যেক শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করতে হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ আইনি ও প্রশাসনিক সুযোগ দিতে হবে।

৪. অধ্যাদেশ অনুসরণ: সম্পূর্ণ প্রমাণের ভিত্তিতে এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩'-এ নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই শুধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৫. ঢালাও ব্যবস্থা প্রত্যাহার: রাজনৈতিক মত, আদর্শ, পরিচয় বা ঢালাও তালিকার ভিত্তিতে গৃহীত সব প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিগত স্বৈরাচারী ব্যবস্থার জাঁতাকল থেকে মুক্ত করার অর্থ এই নয় যে সেখানে নতুন কোনো দলের দলীয় আক্রোশ ও ক্ষমতার দাপট প্রতিষ্ঠিত হবে। অতীতে যারা গর্তে লুকিয়ে ছিলেন ও নীরব থেকে নিজেদের পেশাগত সুবিধা গুছিয়েছেন, আজ ক্ষমতার হাওয়া বদলে তাদের এমন আক্রমণাত্মক 'উইচ-হান্টিং' কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক পরিবেশকেই ক্ষুণ্ন করছে।

সঠিক গণতান্ত্রিক চর্চা, নিরপেক্ষ আইনি প্রক্রিয়া এবং অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা বজায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত মান রক্ষা করা সম্ভব। অন্যথায় অতীতের সেই পুরোনো স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক কারবারেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্দি থেকে যাবে।

লেখক: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্য ও লেখক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office
Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)
MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

"নয়নের কোনে একটি সূর্য্য জ্বলছে অবিরাম, সে আমার পূন্যভূমি নেত্রকোণা নাম"

নেত্রকোণা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক

Netrakona Zilla Somity USA Inc.

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

স্থান ঃ বেথপেজ স্টেট পার্ক

BETHPAGE STATE PARK, EAGLE PAVILION
99 Quaker Meeting House Rd. Farmingdale, NY 11735, Long Island

তারিখঃ ১৬ই আগষ্ট, রবিবার

সম্মানিত সুধী,
আগামী ১৬ই আগষ্ট ২০২৬, রবিবার প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রবাসের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন নেত্রকোণা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক কর্তৃক বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রবাসের শত ব্যস্ততার ক্লান্তি ঘুচাতে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একটি সুন্দর ও আনন্দময় দিন উপভোগের জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা বেথপেইজ ষ্টেট পার্কে আয়োজিত এই বনভোজনে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

বিশেষ আকর্ষণ

**আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র
ও খেলাধুলা**

সংগীত, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তি
অংশগ্রহণে: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পীরা

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটসঃ ৭৫ স্ট্রিট এন্ড ৩৭ এভিনিউ
সময়ঃ সকাল ৮:০০ ঘটিকা
জ্যামাইকা : ১৬৯ স্ট্রিট এন্ড হিলসাইড এভিনিউ
সময়ঃ সকাল ৯:০০ ঘটিকা

বাস স্পন্সর:
আমিরুল ইসলাম কামাল (সভাপতি)
বিপ্লব রায় (সাধারণ সম্পাদক)
একেএম মফিদুল ইসলাম খান রিপন
(সাংগঠনিক সম্পাদক)

আমন্ত্রণে

আমিরুল ইসলাম কামাল
সভাপতি
(৯১৪) ৩০৭-৬১৩২

বিপ্লব রায়
সাধারণ সম্পাদক
(৯১৭) ৩৭৯-০৩৭৯

এ কে এম মফিদুল ইসলাম খান (রিপন)
সাংগঠনিক সম্পাদক
(৩৪৭) ৮৮৫-৫৪৩৭

আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র

এলইডি টিভি
এয়ার টিকেট (ওয়ান ওয়ে $700 সমপরিমান)
ল্যাপটপ, আইপ্যাড সহ
আকর্ষণীয় পুরস্কার

প্রচারে: বিকাশ বর্মন কর্তৃক প্রচারিত

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

Jol Khabar
A TASTE OF INDIA
حلال
HALAL
JOL KHABAR
INDIAN RESTAURANT & SWEETS
উদ্বোধন উপলক্ষে সকল প্রকার খাবারে
মাসব্যাপী (১৬ আগস্ট পর্যন্ত)
১৫% ডিসকাউন্ট
পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং-সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের
খাবারের অর্ডার নেয়া হয়।
অর্ডারের জন্য কল করুন
718-880-1020
168-01 Jamaica Ave, NY 11432
646-209-5851, 516-708-7072

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা

আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE** সেবা

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7
Cell: 646-591-83
Email: shah@gold

আমাদের নিজস্ব **PCA ও HHA** ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 11
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.co

AGE
ARE
HHA/PCA
SERVICE
SKILLED
NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
২ স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
320
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA
Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

হামরা বোগড়ার ছোল, পুঁটি মাছ ম্যারব্যার য্যায়্যা, ম্যারব্যা আনি বোল

বগুড়া জেলাবাসীর ভুলকাভাত

ভুলকা ভাত ২০২৬

তারিখ
আগষ্ট ১৬, ২০২৬
রবিবার

স্থান
Croton Point Park
1 Croton Point Ave,
Croton-On-Hudson,
NY 10520 Pavilion B

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারের পুনর্মিলনে 'ভুলকাভাত'
আমেরিকায় বসবাসরত সকল বগুড়াবাসী আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রনে

আলতাব হোসেন সবুজ
আহবায়ক
৭১৮-৮৭৩-৬১৩৭

মো: জাহাঙ্গীর আলম
সদস্য সচিব
৬৩১-২৩০-০৭১৯

ভুলকাভাত উৎযাপন কমিটি-২০২৬

মাসুদুল হক রুবেল
সভাপতি
৭১৮-৮৩৮-৪৬০১

মো: ইউসুফ আলী
সাধারন সম্পাদক
৭১৮-২০০-৭৩৯৭

বগুড়া সমিতি অফ নর্থ আমেরিকা ইনক

কোষাধ্যক্ষ
মো: মমিনুল ইসলাম
৬৪৬-৪৯৬-২১৫৪

সদস্য
এ্যাডঃ সুরাইয়া মনিরা
মো: আব্দুল বাকী
মোঃ মাহবুবর রহমান
এম এ এইচ মোস্তফা কামাল
মোছাঃ শারমিন আক্তার (মুন)

বিশেষ আকর্ষন
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
খেলাধুলা
রাফেল ড্র

চাঁদা ও টিকেটের জন্য যোগাযোগ করুন

ব্রঙ্কস: আগা ই জলিল তুহিন ৬৪৬-৬২৩-২১৫৪, রানা আহমেদ ৩৪৭-৯০৯-৩৫০০,
জাহাঙ্গীর আলম ৬৩১-২৩০-০৭১৯, **ব্রুকলীন:** আলতাব হোসেন সবুজ ৭১৮-৮৭৩-৬১৩৭
আলবেনী: এ্যাপোলো ৯১৭-৮৫৫-৫৫৬৮, হুমায়ন ৬৪৬-৫৭৫-৪১৬৮
জ্যাকসন হাইটস: মো: ইউসুফ আলী ৭১৮-২০০-৭৩৯৭, মোঃ ওয়ালি উল্লাহ ৯২৯-২৮২-৫১৯১
সানিসাইড: মো: মমিনুল ইসলাম ৬৪৬-৪৯৬-২১৫৪
এস্টোরিয়া: আলতাব হোসেন সবুজ ৭১৮-৮৭৩-৬১৩৭
জ্যামাইকা: মোহাম্মদ এন মন্ডল ফানসু ৭১৮-৩১০-০২০০,
এ্যাড. মাহাবুবার রহমান বকুল ৬৪৬-৩১৮-৪৭৩৭
স্ট্যাটেন আইল্যান্ড: ফারহানা চৌধুরী ৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫,
বাফেলো: আতাউর রহমান লিটন ৩৪৭-৪৫৯-০৯৯০
লং আইল্যান্ড: আব্দুল বাকী ৩৪৭-৭২৫-৭৯০৮,
পেনসেলভানিয়া: এ্যাড. সুরাইয়া মনিরা ৩৪৭-৫৭১-৩৬৭৭

চাঁদার হার

একক: ৫০ ডলার
স্বামী-স্ত্রী: ৯০ ডলার
৩ জন: ১২০ ডলার
৪ জন: ১৫০ ডলার
অতিরিক্ত: প্রত্যেকে: ৪০ ডলার
সন্তান: ৩০ ডলার (৫-১০)
৫ বৎসরের নীচে ফ্রি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোহাম্মদ এন মন্ডল ফানসু, আগা ই জলিল তুহিন, মাসুদুল হক রুবেল, আলতাব হোসেন সবুজ আলতামাস, জাকিউল্লাহ আপেল, হাসান, রেজাউদ্দৌল্লা এ্যাপোলো, মোহাম্মদ এ কাদির চন্দনা কাদির, সুফিনাজ স্বপ্না, মনিরা হক, শারমিন আক্তার মুন, আফরোজা শেলী, শিল্পি রোকেয়া বেগম, সেলিনা আক্তার চন্দনা, লোপা, সালমা, নুপুর, সোহাগ, রিপান, হুমায়ুন সরকার হুমায়ুন কবির, রবিউল, মোস্তফা, রানা আহমেদ, মমিনুল, স্বপ্না, লিপি, রিতা, আজাদ রাশিদা খাতুন হীরা, আতাউর রহমান লিটন, মো: মাহবুবুর রহমান, ওবায়দুল, হুমাইরা রহমান সবুজ, বিধান চন্দ্র পাল, চম্পা পাল, রুহুল আমিন মাষ্টার, রিয়াজ উদ্দিন মিয়া, জাহাঙ্গীর আলম ওয়ালি উল্লাহ, মোছাঃ নাজনীরা খাতুন, ইউসুফ, মো: ইবাল হোসেন মোল্লা মো: আমজাদ হোসেন স্বপন , মো: আসাদুজ্জামান, মো: আতিক শাহরিয়ার, মোছাঃ ঝিনুক মো: আব্দুল বাকী, এ্যাডঃ মাহাবুবার রহমান বকুল, জাহাঙ্গীর আলম, আরিফা চঞ্চল সুমাইয়া জেরীন, জাবিন এবং মুসা সহ সকল বগুড়াবাসী।

আয়োজনে

Bogra Samiti Of North America Inc
বগুড়া সমিতি অফ নর্থ আমেরিকা ইনক্

নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মারামারি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

গত ৩ আগস্ট রাত সাড়ে নয়টার দিকে প্রায় আধাঘন্টাব্যাপী এ মারামারিতে কয়েকজন আহত হয়েছেন, পরে নিউইয়র্ক পুলিশ (এনওয়াই পিডি) এসে জাকির হোসেন নামে একজনকে গ্রেফতারও করেছে। এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রিফাত হক গণমাধ্যমকে বলেন, সভাপতি মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে আমাদের উপর অতর্কিত ভাবে হামলা হয়। তারা বাইর থেকে বহিরাগত পোলাপান এনে আমাদের উপর হামলা করে। আমরা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাদের উপর হামলার পর আমাদের একজন আহত হন। তার শরীর থেকে রক্তও ঝরেছে।

ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা আওয়ামীলীগ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, এখানে যা হয়েছে, আওয়ামীলীগের লোকেরাইতো করেছে। আমি যদি আওয়ামীলীগ হই, ছাত্রলীগ হাই, তাহলে কিভাবে আমার ভাইয়ের গায়ে হাত তুলি। কি করে তা সম্ভব? কি করে হাত দিয়েছে? কেন হাত দিয়েছে? কার গায়ে হাত দিয়েছে? কি অন্যায় সে করেছে? কেন হাত দিয়েছে? কেন এমন হবে? দুর্ভাগ্য আমাদের, এরাই হলো হলো গুণ্ডা। গুণ্ডারাই এ কাজ করেছে। একজন জেলে আরেকজন হাসপাতালে। আমাদের নেত্রী দেশের বাইরে আর আমরা এখানে কি করতেছি। একদল বলতেছে নো সিদ্দিক। অথচ সিদ্দিকুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছায়ে দিছে।

এ সময় সিদ্দিকুর রহমানের সামনেই আহত শিহাবের পক্ষের লোকজন ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসানকে দায়ী করে তার পদত্যাগ চেয়ে স্লোগান দেয়। তারা হাসানের পক্ষে হামলায় যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কর্মীরা জড়িত ছিল বলে অভিযোগ করে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি হাসান মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক অদয় মিয়া বলেন, বহিরাগত একটি অংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও আহত ও গ্রেফতার হওয়া দুইজনই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক। হামলার সঙ্গে নিজের নেতৃত্ব বা সংশ্লিষ্টতার অভিযোগও অস্বীকার করে হাসান।

জানা গেছে, আগামী ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার 'দেশে ফেরা' এবং ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে নবান্ন রেস্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী-লীগ। এ অনুষ্ঠানে শো ডাউনকে কেন্দ্রকরেই গোলযোগের সূত্রপাত। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি হাসান ও তার অনুসারী এবং যুগ্মসাধারণ সম্পাদক শিহাব ও তার পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। পরে তা হাতা-হাতি থেকে শুরু করে মারামারিতে রূপান্তর নেয়। এ সময় নবান্নের সামনে খোলা জায়গায় ছোপ-ছোপ রক্তের দাগ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিজ দলের প্রতিপক্ষের হামলায় বেশি আহত হন শিহাব।

দুই পক্ষের সংঘর্ষে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এম্বুলেন্স সহ পুলিশের ৮-৯টি যানসহ প্রায় ২০ জনের বেশি এনওয়াইপিডি সদস্য পুরো এলাকায় অবস্থান নেয়। পুলিশ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রাহুলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

এদিকে এই ঘটনার পিছনে সিদ্দিকুর রহমানের ইন্ধন আছে বলে অভিযোগ করেছেন সিদ্দিকুর রহমানের প্রতিপক্ষরা। তারা বলেন, ১৩ বছর ধরে দলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখায় অনেক নেতাকর্মী তার উপর ক্ষুব্ধ। কোন অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো না হলেও তিনি তার অনুসারিদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যান, এবং আধিপত্য বিস্তার করেন। এসব কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয়া হয়। ওই দিনের ঘটনার শুরু হয় মহানগর আওয়ামী লীগের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল থেকে। ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠানে যান। তার পক্ষে ছিলো যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের নব কমিটির কয়েকজন সদস্য। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মারামারি, হাতাহাতি এবং রাস্তার কৌন দিয়ে মাথায় আঘাত। মারামারি নবান্ন অডিটোরিয়ামের নিচ তলা থেকে ৭৩ স্ট্রিটের রাস্তায় চলে আসে। দুই গ্রুপের মারামারির সময় জাকির হোসেন নবান্নের সামনে থাকা ট্রাফিক সেফটি কৌন দিয়ে শিহাব মাহমুদের মাথায় আঘাত করেন। এতে শিহাব মাহমুদের মাথা থেকে রক্ত বের হয়। এসময় সেখান থেকে পুলিশ কল দিলে সাথে সাথেই পুলিশ আসে। পুরো এলাকা পুলিশ ঘিরে ফেলে। পুলিশ এসে জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে শিহাব মাহমুদকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যে কৌন দিয়ে শিহাব মাহমুদকে জাকির আঘাত করে সেই কৌন পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদসহ অন্যরা স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়েও জাকির হোসেনকে ছাড়াতে পারেননি।

এ ধরনের ঘটনায় প্রবাসে রাজনীতি বন্ধ চান অনেকে ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা। তারা বলেন, বিভিন্ন কারণে এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। এধরনের মারামারির ঘটনা ঘটলে আমেরিকানরাও ভালো ভাবে নেয় না। দেশের রাজনীতি এখানে এনে কি লাভ? এতে দেশের কি উপকার হয়? বরং এখানে ক্ষমতার প্রদর্শনী করে, পরে তাদের দল ক্ষমতায় এলে দেশে গিয়ে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনার আগুনে অসুস্থ

১ পৃষ্ঠার পর

ইমরান হায়দার ও তার স্ত্রী নাইমা ইমরান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের দুজনকেই গুলশানের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্ত্রীকে কেবিনের রাখলেও শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় হাইকমিশনার ইমরান হায়দারকে আইসিইউতে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা ৫৬ মিনিটে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তান হাইকমিশনারের সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। এটি শুধুই আগুনের ঘটনা নাকি কোন নাশকতা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের সদরদপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন বলেন, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা ৫৬ মিনিটে গুলশান ডিপ্লোম্যাটিক এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে বারিধারা ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট সেখানে গিয়ে দেখতে পায়, রুমে তেমন আগুন নেই তবে ধোয়া ছিল। পরে বালতি ও মগে করে পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মেশিন দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ধোঁয়া বের করে। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করে আমরা যতটুক জানতে পেরেছি, বাসার টিভি থেকে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুনের সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটির বার্ষিক পিকনিক ও মিলনমেলা

৩ পৃষ্ঠার পর

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রধান সমন্বয়কারী ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবদুর রাজ্জাকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান বকুল, অ্যাডভোকেট আবদুর রশিদ (সাবেক সেক্রেটারি), ব্যারিস্টার মিজানুর রহমান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মো. জসিম উদ্দিন, অ্যাডভোকেট মামুন শিকদার, অ্যাডভোকেট সেলিম উল্লাহ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট জাহিদুর রহমান মোল্লা, পিকনিক উপ-কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট লোকমান আহমেদ, যুগ্ম সদস্য সচিব মো. হাবিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট শাহিনা আমেনা, অ্যাডভোকেট শাহাবুদ্দিন, অ্যাডভোকেট মো. আসাদ উল্লাহ, অ্যাডভোকেট নাসরিন, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম আকন্দ, অ্যাডভোকেট কুলসুম নেছা, অ্যাডভোকেট মাওলানা আসিক আহমেদ, অ্যাডভোকেট ইফতেখার মাহমুদ, অ্যাডভোকেট তায়েফ আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ সালাম, ইসমত বেগম, মো. ওসমান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট এস. এম. কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট শাহ আলম, সাবিনা আক্তার, মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, অ্যাডভোকেট মামুন চৌধুরী, হাসনাত তালুকদার, জাকের আহমেদ, অ্যাডভোকেট ইমরান, ফখরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট শাহাদাত আলী, অ্যাডভোকেট শামসু উদ্দিনসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী, সদস্য ও অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল ওয়াহিদ, সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিন, উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান বকুল, উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মিজানুর রহমান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট কাওসার পারভীন চৌধুরী, সাবেক সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট আবদুর রশিদ, অ্যাডভোকেট মো. জসিম উদ্দিন, অ্যাডভোকেট মামুন শিকদার, অ্যাডভোকেট শাহ আলম, অ্যাডভোকেট সেলিম উল্লাহ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট শাহিনা আমেনা, অ্যাডভোকেট ইফতেখার মাহমুদ, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম আকন্দ, অ্যাডভোকেট তায়েফ আহমেদ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট এস. এম. কামাল হোসেন, অ্যাডভোকেট জাহিদুর রহমান মোল্লা, অ্যাডভোকেট মাওলানা আসিক আহমেদসহ আরও অনেকে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় ট্যুর
১ দিন মদিনা ট্যুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল
(4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ
(একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com

NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

প্রবাহ সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন

৩ পৃষ্ঠার পর

অবানুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। 'প্রবাহ' এর নিয়মিত সদস্য কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম এর মৃত্যুতে দোয়া করা হয় মরহুমের ভাই জাকির হোসেন কাঞ্চনকে নিয়ে।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে 'প্রবাহ' কে জুলাইয়ের অগ্নিগর্ভ থেকে জন্ম নেয়া সংগঠন উল্লেখ করে বলেন, জুলাইয়ের চেতনাকে নিয়ে এই সংগঠন প্রবাহমান থাকবে। জুলাই আমাদের প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের একটা মিথ্যা দেয়াল তৈরী করেছে। এই দেয়াল 'জুলাই' ভেঙে দিয়েছে। জুলাই আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। আমাদেরকে জুলাইয়ের প্লাটফর্মে কালচারাল বয়ান তৈরি করতে হবে। এই জুলাইয়ের স্ফুলিঙ্গ থেকে তৈরী হয়েছে 'প্রবাহ'। কবি, সাহিত্যিকদের জুলাইয়ের চেতনায় "প্রবাহ"এর ছায়াতলে আসার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, ছড়া পাঠ, শুভেচ্ছা বক্তব্যে অংশগ্রহণ করেন কবি দেওয়ান নাসের রাজা, কবি আব্দুল বাশার, ছড়াকার ও রম্য রচয়িতা মো: মোশাররফ হোসেন, মো: নাসিরুল আলম (শাহ), কবি সাইফুল সাঈদ সানী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ আহমদ, ছড়াকার আহসানুর রহমান খান, কবি জাহেদ জোহা পলক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এম. এন. আলম, সমাজসেবী কে. এম. ফজলুল হক, গ্রীন টাচ এর সিইও শিহাবুল এলাহী, কবি ও ছড়াকার সোহেল হামিদ, এক্টিভিস্ট ও সংগঠক আবদুল কাদের।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনিসুর রহমান ভূঁইয়া, শিরিন আক্তার, মো: আবদুর রউফ, তামজিদা বেগম পলক, রাফিন খান, আসিফ প্রমুখ।

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'স্রোত' নামে একটি বিশেষ প্রকাশনা উপস্থিত সকলের হাতে পৌঁছে দেয়। সকলকে নিয়মিত মাসিক সাহিত্য সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ড: মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের।

রাজনৈতিক ভাষার শুদ্ধায়ন ও শালীনতা

১০ পৃষ্ঠার পর

সমাজ, নাগরিক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোরও। তারা সবাই গণতান্ত্রিক ভাষা ও রাজনৈতিক শালীনতার রক্ষক। তারা যদি তথ্যনির্ভর বিতর্ক, যুক্তিভিত্তিক মতবিনিময় এবং ভিন্নমতের প্রতি পারস্পরিক সম্মানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই বৌদ্ধিক শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করবে গুজব, আবেগ, বিদ্বেষ ও বিভাজনের ভাষা। উদ্বেগের বিষয় হলো, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কিছু নেতার রাজনৈতিক বক্তব্য এবং টেলিভিশনের তথাকথিত রাজনৈতিক টকশোতে নীতিগত বিতর্কের পরিবর্তে ব্যক্তিগত নিন্দা, কুৎসা, চরিত্রহনন, অশালীন শব্দচয়ন এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকেই যেন রাজনৈতিক দক্ষতার মানদণ্ড হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনোই অসত্যতা, অপমান কিংবা সামাজিক বিদ্বেষ ছড়ানোর স্বাধীনতা নয়।

প্রশ্ন জাগে, এ লাগামহীন ভাষা ব্যবহারের অবাধ লাইসেন্স কে দিয়েছে? গণতন্ত্র কি এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অপমান করাই জনপ্রিয়তা অর্জনের সহজ পথ? নাকি এটি গণতন্ত্রের মৌলিক চেতনাকেই অবমাননা করে? সংবিধান যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, তেমনি অন্যের মর্যাদা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার নৈতিক ও আইনি দায়িত্বও স্বীকার করে। অতএব, রাজনৈতিক ভাষার এ চরম অবক্ষয় প্রতিরোধ করা শুধু রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়; এটি সমাজেরও একটি সম্মিলিত নৈতিক দায়িত্ব। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে; গণমাধ্যমকে উত্তেজনামূলক বাগযুদ্ধের পরিবর্তে নীতিভিত্তিক বিতর্ককে উৎসাহিত করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রমাণনির্ভর জনআলোচনার কেন্দ্র তৈরি করতে হবে; আর নাগরিক সমাজকে রাজনৈতিক ভাষার নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক ভাষার সংযম, শালীনতা ও যুক্তিবোধই একটি পরিণত গণতন্ত্রের প্রথম পরিচয়।

গণতন্ত্রের মান কেবল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। বরং জনপরিসরের ভাষা, রাজনৈতিক বিতর্কের মান এবং ভিন্নমতকে গ্রহণ করার সংস্কৃতির মাধ্যমেও পরিমাপ করা হয়। যে সমাজে রাজনৈতিক ভাষা ক্রমাগত অশালীন, বিদ্বেষপূর্ণ ও সংঘর্ষপ্রবণ হয়ে ওঠে, সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও ধীরে ধীরে তাদের নৈতিক ভিত্তি হারাতে থাকে। এ কারণেই জুলাই বিপ্লবের সামনে আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো বৌদ্ধিক রূপান্তর (Intellectual Transformation)। রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক চিন্তা, রাজনৈতিক আচরণ এবং রাজনৈতিক ভাষারও মৌলিক সংস্কার অপরিহার্য। ব্যক্তি-পূজা, অন্ধ দলীয় আনুগত্য, ক্ষমতার অহংকার এবং প্রতিপক্ষ-বিদ্বেষের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণ, সমালোচনামূলক চিন্তা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ, নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং যুক্তিনিষ্ঠ রাজনৈতিক বিতর্কের সংস্কৃতি। এ বৌদ্ধিক রূপান্তরের সূচনা হয় ভাষা থেকে।

ভাষাই রাজনীতির নৈতিক সীমা নির্ধারণ করে। ভাষাই প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে। ভাষাই নাগরিককে মর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার বা বিভক্ত জনসমষ্টিতে পরিণত করে। ভাষাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের চরিত্র, গণতন্ত্রের মান ও জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। আজ বাংলাদেশের সামনে তাই একটি মৌলিক প্রশ্ন দাঁড়িয়ে আছে-আমরা কি এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারব, যেখানে কঠোর সমালোচনার ভাষা থাকবে, কিন্তু কুৎসা থাকবে না। মতাদর্শগত সংঘর্ষ থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকবে না। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু প্রতিপক্ষকে রাষ্ট্রশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না। ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম থাকবে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থ ও সামাজিক সম্প্রীতি বিসর্জন দেওয়া হবে না।

যদি ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব সত্যিই একটি নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়ে থাকে, তবে তার প্রথম ও সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিচয় হওয়া উচিত একটি নতুন রাজনৈতিক ভাষার প্রতিষ্ঠা। এমন একটি ভাষা, যা প্রতিহিংসার পরিবর্তে পুনর্মিলনের, অপমানের পরিবর্তে মর্যাদার, বিভেদের পরিবর্তে জাতীয় সংহতির, গুজবের পরিবর্তে তথ্যের, উন্মাদনার পরিবর্তে যুক্তির এবং ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধের ভাষা। কারণ রাষ্ট্রের পুনর্গঠন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শুরু হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে। আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মিত হয় ভাষায়। ইতিহাসের প্রতিটি সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রমাণ করে, নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের আগে বা অন্তত তার পাশাপাশি নতুন রাজনৈতিক ভাষা নির্মাণ অপরিহার্য। যে বিপ্লব মানুষের মুখের ভাষাকে সভ্য করতে পারে না, সে বিপ্লব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানকেও দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক করতে পারে না। অতএব, জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে জরুরি সংস্কার সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা বা প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনীতির ভাষার গণতান্ত্রিকীকরণ, শুদ্ধায়ন ও শালীনতা। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শালীন রাজনৈতিক ভাষা, যুক্তিনির্ভর বিতর্ক এবং নাগরিক সংস্কৃতির মাধ্যমে শক্ত ও শক্তিশালী হয়। লোক দেখানো উচ্চবাচ্য ও হম্বিতম্বির মাধ্যমে নয়।

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ : চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; নির্বাহী পরিচালক, চট্টগ্রাম সেন্টার ফর রিজিওনাল স্টাডিজ বাংলাদেশ (সিসিআরএসবি)।

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA · QATAR AIRWAYS القطرية · Emirates · TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com   zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL

Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩

৭১৮-৮০৩-৮২০০

ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway)

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI
JHE
SINCE: 2003

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

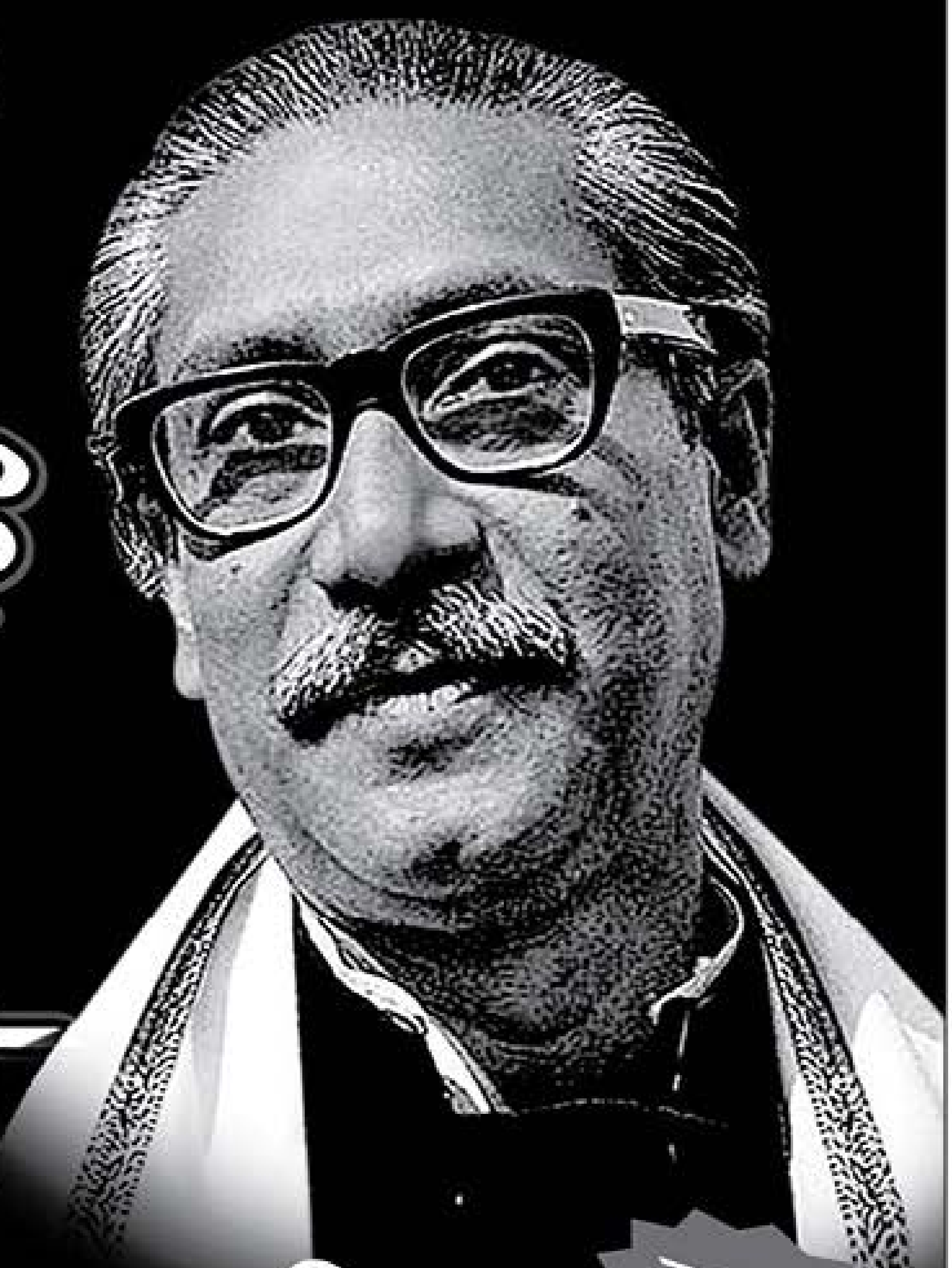

১০০০ জায়নামাজ বিতরণ

রক্তদান কর্মসূচী
গাছের চারা বিতরণ

১৫ আগস্ট ২০২৬, শনিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

সভাপতি
সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব
মামুন মিয়াজী

সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: মিয়া মোঃ দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ

পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ

যুগ্ম সদস্য সচিব: ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে. চৌধুরী **প্রধান সমন্বয়কারী:** মইনুল ইসলাম, ময়নুজ্জামান চৌধুরী **প্রধান পৃষ্ঠপোষক:** এম এ আজিজ, আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: হারুন ভূঁইয়া, **কো-চেয়ারম্যান:** সাখাওয়াত বিশ্বাস, জেড আর চৌধুরী (লিটু)ও মফিজুর রহমান

পৃষ্ঠপোষক: এটর্নি মঈন চৌধুরী, আশরাফ চৌধুরী খোকন, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম ও তারেক হাসান খান

সহযোগিতায়: গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, এন ওয়াই হোম কেয়ার, অল কাউন্টি হোম কেয়ার, বারী হোম কেয়ার, শেখ নোমান পলাশ, কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট, এটারনাল কেয়ার সার্ভিস, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মাসুদ রানা তপন (সানম্যান), শীব দাস, রিলায়েবল হোম কেয়ার, ফার্স্ট হোম কেয়ার, আকবর হায়দার কিরন, রেজা রশীদ, দুলাল বেহেদু, আহসান হাবিব, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, ডাঃ বর্ণালী হাসান, হাসান জিলানী, এস এস ব্রোকারেজ, মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আকতারুল রহমান মামুন, রনি, আনিসুজ্জামান সবুজ, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান টুনু, মোঃ জাহিদ, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূঁইয়া, আমিন খান জাকির, শফিকুর রহমান, আবুল ফজল দিদার, অভি (সি কে ফুড), মির্জা এম জামান, শাহ্ শহিদুল হক, মোঃ সোহাগ, পাটেল ব্রাদার্স, ডা. তৌহিদ শিবলী, তানভীর শাহীন ও সোহেল গাজী।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, কামরুজ্জামান বকুল, হুমায়ুন কবীর ঢালী, আবু নসর, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম কিবরিয়া, কামাল হোসেন মাকিব, এইচ এম ইকবাল, জাফর আহমেদ, ওয়াসীম, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, আনোয়ার উদ্দিন, মহিউদ্দিন রাহুল, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, জাহারানা আক্তার (লাকী), ফারহানা চৌধুরী, মনির হোসেন, শ্যামল নাথ, মতিউর রহমান ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আনোয়ার জাহিদ, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, রেদোয়ান কবির, রফিক আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, এলিন রহমান, শফিউদ্দিন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: মিহির সিদ্দিকী

আয়োজনে

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই'র উৎসবমুখর বনভোজন

৩ পৃষ্ঠার পর

র‍্যাফেল ড্র, সুস্বাদু খাবার এবং প্রাণবন্ত আড্ডায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো পার্ক। সদস্য ও তাদের পরিবারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

মিলনমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। এতে ১ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের নগদ গ্র্যান্ড প্রাইজ, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান টিকিটসহ মোট ১০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। গ্র্যান্ড প্রাইজের পৃষ্ঠপোষকতা করেন গাজী ওয়াহিদুজ্জামান শিটন এবং প্রথম পুরস্কারের স্পন্সর ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

সংগঠনের সভাপতি এমএন আলম বলেন, প্রবাসে থেকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্য অটুট রাখতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও আরো বৃহত্তর পরিসরে এ মিলনমেলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. তাজুল ইসলাম এবং সদস্য সচিব ইউসুফ আলী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অতিথি, স্পন্সর, স্বেচ্ছাসেবক ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সরকার, প্রধান সমন্বয়কারী মো. আজহার আলী খান, সমন্বয়কারী বেলাল মাহমুদ, সুশীল সিনহা, ইকবাল মোর্শেদসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকেরা ভূমিকা রাখেন।

আয়োজকরা মনে করেন একটি বনভোজন শুধু একটি আয়োজন নয় বরং এটি ছিল প্রবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং পারিবারিক বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করার একটি অনন্য মিলন উৎসব।

এনবিসির বনভোজন ও ম্যাগাজিনের উন্মোচন

৩ পৃষ্ঠার পর

মফিজুর রহমান, জুয়েল ও সিনিয়র লোন অফিসার রেজা রশীদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির ৮৭তম ডিস্ট্রিক্টের অ্যাসেম্বলিওম্যান কারিনেস রেইয়েস। কমিউনিটির ঐক্য, সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও মানবিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এনবিসি টিম-২০২৬-এর দক্ষ পরিকল্পনা, নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বনভোজনটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। আয়োজন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ডা. মোহাম্মদ মুক্তার আহমেদ, মিন্টু কুমার রায়, মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, মো. রাশেদুল ইসলাম, আজিম উদ্দিন, এম. এস. হক, ডা. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, শাহানা আক্তার, শাহ ফামিদা আলিবা, মেহজাবনুল নেসার (রুনা), মো. আলাউদ্দিন গোলদার সহ এনবিসির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক ও সংগঠক। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এনবিসির প্রকাশনা ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন এবং মানবিক সেবামূলক কর্মসূচি 'হেল্প দ্য পিপল, সেভ দ্য লাইভ'-এর যাত্রা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও সংকটাপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী এবং সংগঠনের সদস্যদের পরিবেশনায় সংগীত, নৃত্য ও মনোজ্ঞ পরিবেশনা যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মেহজাবিন মেঘা, ডা. কামরুল, তাসনিম বেলাল। শিশু ও বড়দের জন্য ছিল খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা ও বিনোদনের বিশেষ আয়োজন। র‍্যাফেল ড্র তে আকর্ষণীয় সাতাশ টি পুরস্কার, সিনিয়রদের জন্য সম্মাননা গিফট, বাচ্চাদের জন্য এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন গিফট, দলীয় ফটোগ্রাফি এবং স্মৃতিচারণ পর্ব। এনবিসির ফাউন্ডার ডিরেক্টর ডা. মোহাম্মদ মুক্তার আহমেদ বলেন, নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং পরিবারভিত্তিক সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করাই সংগঠনের অন্যতম লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এনবিসি মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত পরিসরে পরিচালনা করবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE,
IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

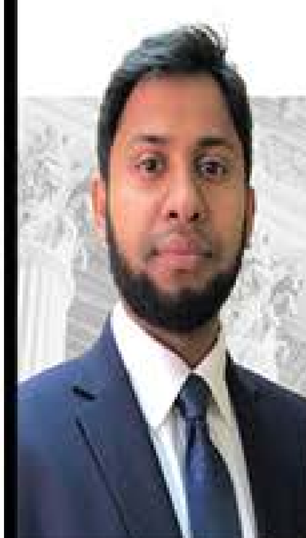

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA-ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
KARNAFULLY
TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)
IATA
arc
Approved
Emirates
কর্ণফুলি ট্রাভেল
আই এন সি.
Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট
প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা
আমাদের সুবিধা
নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।
উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।
718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721
371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372
E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com
Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে
বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Internal Medicine
Geriatric Medicine
শামীম আহমেদ এম, ডি
• আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
• নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
• ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পুর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।
35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)
TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC
Best Choice for your trip
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* 24 Hours Service
* Experienced & Professional Driver
* Affordable Price
* Airport Service
* Long Distance - Short Distance Hourly Service
* Special Occasions Service
* Wheelchair Available
* Corporate Transporation
Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com
We arrange
Base Letter &
Base Affiliate

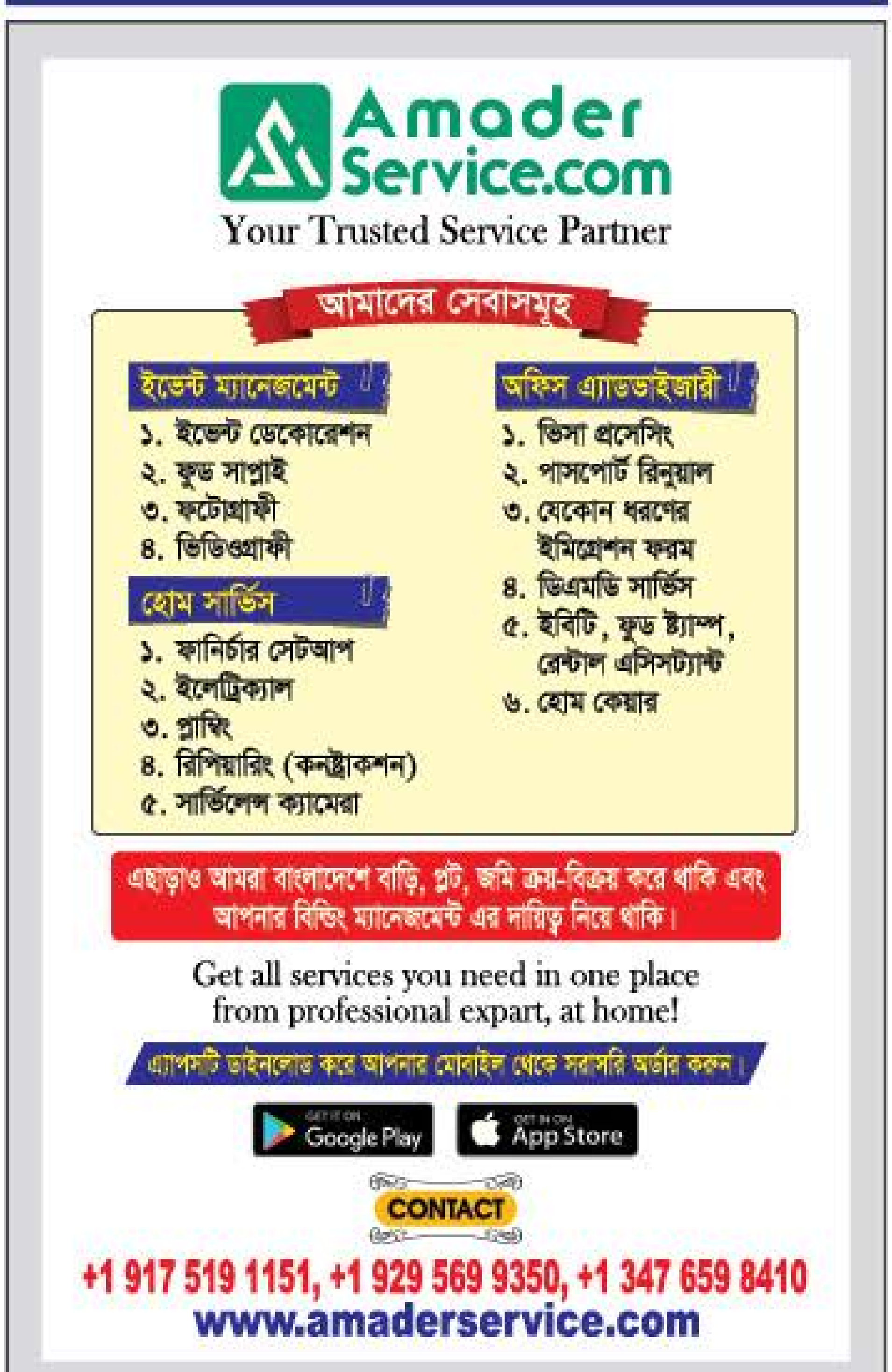
Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কন্সট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
Google Play
App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

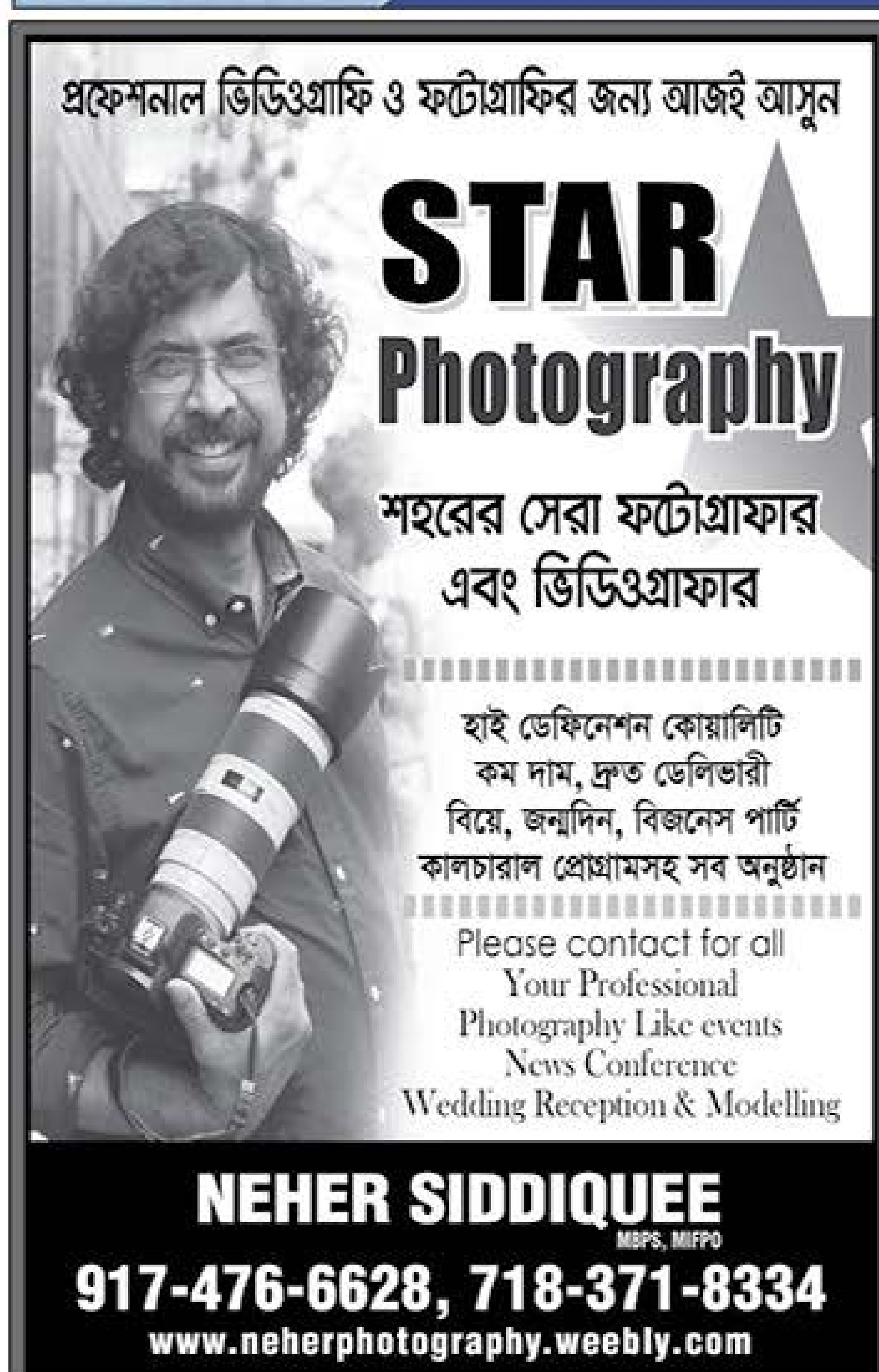
প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR
Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

নিউইয়র্কে আতংকিত অভিবাসীরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অভিযান শুরুর খবরের পর ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড এবং লং আইল্যান্ডের নাসাউ ও সাফোক কাউন্টিতেও আইসের নজরদারি নিয়ে সতর্কতা জারি করে বিভিন্ন অভিবাসী অধিকার সংগঠন। তবে গত এক সপ্তাহের অভিযানে নিউইয়র্ক সিটি ও লং আইল্যান্ডে মোট কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন, আইস বা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এখনো তার পূর্ণাঙ্গ ও এলাকাভিত্তিক নজরদারি হিসাব প্রকাশ করেনি। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গ্রেপ্তারের সংখ্যাগুলো স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

এদিকে, নিউইয়র্ক সিটির স্যাংচুয়ারি নীতির কারণে স্থানীয় পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষ সাধারণ দেওয়ানি অভিবাসন অপরাধের ক্ষেত্রে আইসকে সরাসরি সহযোগিতা করতে পারে না। শুধু আইসের প্রশাসনিক 'ডিটেইনার' বা কাউকে ধরে রাখার অনুরোধের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে কারাগারে অতিরিক্ত সময় আটকে রাখার সুযোগও সীমিত। ফেডারেল কর্মকর্তাদের দাবি, নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন গত অর্থবছরে এমন কয়েকশ ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছে, যাদের বিষয়ে আইস হেফাজতে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। আইস এখন মুক্তি পাওয়া এসব ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে বলে ফেডারেল সূত্রগুলো জানিয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্দেশনা অনুযায়ী, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো সাধারণত বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত পরোয়ানা ছাড়া শুধুমাত্র ফেডারেল দেওয়ানি ইমিগ্রেশন ডিটেইনারের ভিত্তিতে কাউকে আটক রাখতে পারে না। এই আইনি ও রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যেই নিউইয়র্কে আইসের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে সিটি কর্তৃপক্ষ ফেডারেল অভিযান ঠেকাতে না পারলেও সিটি ভবন, স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র এবং স্থানীয় সংস্থার তথ্য আইসের হাতে যাওয়ার পথ সীমিত করার চেষ্টা করছে।

একাধিক সূত্র জানায়, অভিবাসী অধিকারকর্মীদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের একটি হলো তথাকথিত 'কোলাটারাল অ্যারেস্ট'। এর অর্থ, আইস কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজতে গিয়ে একই বাড়ি, গাড়ি, কর্মস্থল বা আশপাশে থাকা অন্য কোনো অনথিভুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পেলে তাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে। এ ধরনের গ্রেপ্তারের আশঙ্কা এমন ব্যক্তিরাও ভয়ে রয়েছেন, যাদের নামে আইসের কোনো নির্দিষ্ট গ্রেপ্তারি নির্দেশ আছে কি না, তা তারা জানেন না। কোনো আত্মীয় বা সহকর্মীকে দেখতে যাওয়া, একই গাড়িতে চলাচল করা অথবা কোনো অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকাও ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে সতর্ক করছেন আইনজীবীরা। নিউইয়র্ক ও নিউজার্সির অভিবাসন গ্রেপ্তার নিয়ে সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত নিউইয়র্ক মহানগরী, লং আইল্যান্ড ও নিউজার্সিতে নথিভুক্ত ৪৩০টি রাস্তার গ্রেপ্তারের ৯৩ শতাংশের লক্ষ্য ছিলেন লাতিনো জনগোষ্ঠীর মানুষ। কয়েকটি মামলায় ভুল পরিচয়, জাতিগত প্রোফাইলিং এবং বলপ্রয়োগের অভিযোগও উঠে এসেছে।

গত ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার আপার ম্যানহাটনের ইনউড এলাকায় আইসের অভিযান ঘিরে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি ঘটে। ইশাম স্ট্রিট ও সিম্যান অ্যাভিনিউয়ের কাছে মুখোশ ও বস্তি আর্মার পরা ফেডারেল এজেন্টদের উপস্থিতি দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হন। স্থানীয় বাসিন্দা শিরা উলফ মোবাইল ফোনে আইসের কার্যক্রম ধারণ করছিলেন। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, একজন মুখোশধারী ফেডারেল এজেন্ট রাস্তা পার হয়ে তার দিকে এগিয়ে যান এবং কাছ থেকে তার মুখে কেমিক্যাল স্প্রে করেন। আশপাশে থাকা আরও কয়েকজনও স্প্রের প্রভাবে আক্রান্ত হন।

উলফ বলেছেন, তিনি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কেবল ভিডিও করছিলেন এবং কোনো এজেন্টের কাজে শারীরিক বাধা দেননি। ঘটনার পর তিনি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতেও এজেন্টকে রাস্তা পার হয়ে ভিডিও ধারণকারী নারীর দিকে গিয়ে স্প্রে করতে দেখা যায়। তবে আইসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কি না যে ওই নারী এজেন্টদের কাজে বাধা দিয়েছিলেন-সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী, জনসমাগমের স্থানে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম ভিডিও করা সাধারণত নাগরিকদের অধিকার। তবে কোনো গ্রেপ্তার, যানবাহন বা এজেন্টের চলাচলে শারীরিকভাবে বাধা দেওয়া আইনগত ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ইনউডের ঘটনার পর আপার ম্যানহাটনের অভিবাসী কমিউনিটিতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বাসিন্দারা এলাকায় কমিউনিটি পর্যবেক্ষক দল গঠন, দ্রুত সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং অভিযানের ভিডিও ও গাড়ির নম্বর সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন। এদিকে, লং আইল্যান্ডে আইসের গ্রেপ্তার কার্যক্রমে গাড়ি, কর্মস্থল এবং বাসার আশপাশে নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হয়ে উঠেছে। নিউজডেতে প্রায় ৪০০টি আইস গ্রেপ্তারের ঘটনা পর্যালোচনা করে অন্তত ৮৫টি ঘটনায় গাড়ি ব্যবহারকারী অনথিভুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের তথ্য পেয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে ট্রাফিক স্টপ, পার্কিং লট, বাসা বা কর্মস্থলের বাইরে এবং গাড়ি থেকে ওঠানামার সময় আটক করার ঘটনা রয়েছে। লাইসেন্স প্লেট রিডার ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিদের গাড়ির অবস্থান শনাক্ত করা হচ্ছে বলেও অনুসন্ধানটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এর ফলে অনথিভুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি তাদের সঙ্গে একই গাড়িতে থাকা বৈধ অভিবাসী ও মার্কিন নাগরিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ এখন গাড়িতে ইমিগ্রেশন আইনজীবীর ফোন নম্বর, পরিবারের জরুরি যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় নথির কপি রাখছেন। আবার অনেকেই কর্মস্থল বা সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার নিয়মিত পথ পরিবর্তন করছেন।

দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে টিএসএর যাত্রী-তথ্য আইসের সঙ্গে ভাগাভাগি এবং ভিসার মেয়াদ অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের শনাক্ত করার খবর প্রকাশের পর নিউইয়র্কের জেএফকে ও লাগার্ডিয়া বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াত নিয়েও অভিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। তবে গত এক সপ্তাহে জেএফকে বা লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরের ঠিক কতজন অভিবাসীকে আইস গ্রেপ্তার করেছে, তার নির্ভরযোগ্য পৃথক সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। তাই বিমানবন্দর দুটিতে 'ব্যাপক ধরপাকড়' চলছে-এমন দাবি সরকারি তথ্য ছাড়া নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ভ্রমণের বৈধ পরিচয়পত্র থাকা মানেই একজন ব্যক্তি ইমিগ্রেশন গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষিত নন। কারও বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বহিষ্কার আদেশ, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া অথবা চলমান আইনি সমস্যা থাকলে বিমানবন্দরে পরিচয় যাচাইয়ের সময় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। নিউইয়র্কে নতুন উৎপাতের এক সপ্তাহ আগে, ২০ জুলাই সোমবার লোয়ার ম্যানহাটনের ২৬ ফেডারেল প্লাজার বাইরে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনা ঘটে। অবনতিতে আইস, এফবিআই এবং ফেডারেল ইমিগ্রেশন আদালতসহ একাধিক সরকারি দপ্তর রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ৪৩ বছর বয়সী সাবেক সেনাসদস্য অ্যান্ড্রু আরাবাল ভবনের সামনে দাহ্য পদার্থ দিয়ে আগুন ধরান, আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটান এবং একটি পেলেট বা এয়ারগানে অনুরূপ থেকে গুলি ছোড়েন। ঘটনায় সরকারি কর্মচারী ও ইমিগ্রেশন অনলাইনে আসা একজনসহ তিনজন আহত হন।

তার কাছে হাতুড়ি, ছুরি, হাতুড়ি, চাপাতি এবং আইসবিরোধী বার্তাসংবলিত সামগ্রী পাওয়া যায় বলে এফবিআই জানিয়েছে। মেয়র জোহরান মামদানি ঘটনাটিকে গভীরভাবে উদ্বেগজনক বলে নিন্দা জানান। তবে ওই হামলাই ২৭ জুলাই সোমবার থেকে নিউইয়র্কে আইসের অভিযান বৃদ্ধির একমাত্র বা সরাসরি কারণ-এমন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ফেডারেল সরকার দেয়নি। নিউইয়র্কের স্যাংচুয়ারি নীতির বিরুদ্ধে ফেডারেল প্রশাসনের বিরোধ এবং অভিযান বাড়ানোর হুমকি এরও আগে থেকে চলছিল। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি আইসের অপ্রাণী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আইসের অভিযান অভিবাসী কমিউনিটিতে ভয় ও সন্দেহের সংস্কৃতি তৈরি করছে এবং সিটির বাসিন্দাদের স্থানীয় পুলিশ, হাসপাতাল, স্কুল ও সরকারি সেবা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে মেয়র মামদানি নির্বাহী আদেশ নম্বর ১৩ জারি করে সিটির স্যাংচুয়ারি সুরক্ষা পুনর্ব্যক্ত করেন। আদেশে সিটি সংস্থার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, ফেডারেল ইমিগ্রেশন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের নীতিমালা পর্যালোচনা এবং অভিবাসন অভিযানে সিটির সম্পদ ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ জোরদার করা হয়। মেয়রের দপ্তর জানিয়েছে, বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত বৈধ পরোয়ানা ছাড়া আইসকে সিটির স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত স্থানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে 'নো ইয়োর রাইটস' বা নিজের অধিকার জানুন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাষায় ৩০ হাজারের বেশি নির্দেশিকা বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মেয়র মামদানি বলেছেন, নিউইয়র্কের স্যাংচুয়ারি আইন কোনো রাজনৈতিক পছন্দ নয়; এটি সিটি কর্মীদের মানতে বাধ্যতামূলক আইন। এনওয়াইপিডি বা অন্য সিটি কর্মীরা সাধারণ দেওয়ানি বহিষ্কার কার্যক্রমে আইসকে সহায়তা করতে পারবেন না। তবে স্যাংচুয়ারি আইন আইসকে নিউইয়র্কে প্রবেশ বা নিজেদের এজেন্ট দিয়ে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত রাখে না। আইনটি মূলত সিটি পুলিশ, কারাগার ও সরকারি সংস্থা কখন এবং কতটুকু ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে পারবে, তার সীমা নির্ধারণ করে। এদিকে, অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে হাসপাতাল ও স্কুলে যাওয়ার ভয়ও বেড়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্দেশনা অনুযায়ী, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাধারণভাবে রোগীর ইমিগ্রেশন বা নাগরিকত্বের তথ্য সংগ্রহ বা আইসকে জানানোর বাধ্যবাধকতা নেই। অভিবাসন অবস্থার কারণে জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। এ ছাড়া কোনো হাসপাতালের রোগীর কক্ষ, পরীক্ষা কক্ষ, কর্মীদের অফিস বা জনসাধারণের জন্য বন্ধ ব্যক্তিগত স্থানে প্রবেশ করতে আইসের সাধারণত বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত পরোয়ানা প্রয়োজন। আগে হাসপাতালের ভেতর ও বাইরে আইসের উপস্থিতি ঘিরে প্রতিবাদ, পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি এবং পেপার স্প্রে ব্যবহারের ঘটনায় নিউইয়র্কের অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুরোনো ঘটনার ভিডিওকে নতুন অভিযান হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে বলেও সতর্ক করেছেন অধিকারকর্মীরা।

অভিবাসী অধ্যুষিত কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস ও লং আইল্যান্ডে আইসের উপস্থিতির খবরে রেস্তোরাঁ, নির্মাণ, ডেলিভারি, পরিচ্ছন্নতা, ট্যাক্সি এবং দৈনিক শ্রমভিত্তিক ব্যবসায় কর্মীদের অনুপস্থিতি বাড়ছে বলে ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতারা জানিয়েছেন। অনেকে নগদ অর্থ তুলতে ব্যাংকে যাচ্ছেন না, চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করছেন এবং পরিবারের সদস্যদের স্কুল বা কর্মস্থলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন। বিশেষ করে যেসব পরিবারের একজন সদস্য অনথিভুক্ত, সেখানে পুরো পরিবারের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য 'আইস দেখা গেছে' বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। এসবের কিছু সত্য হলেও অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ, বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী কিংবা পুরোনো ভিডিওকে আইস অভিযান হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। অধিকার সংগঠনগুলো যাচাই না করে কোনো খবর শেয়ার না করার পরামর্শ দিয়ে বলছেন, এজেন্টদের পোশাক বা সংস্থার নাম, গাড়ির নম্বর এবং সত্যিই কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না-তা যাচাই করার আহ্বান জানিয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্দেশনা অনুযায়ী, আইস কর্মকর্তারা বিচারকের স্বাক্ষরযুক্ত পরোয়ানা অথবা বাসিন্দার স্বেচ্ছা অনুমতি ছাড়া সাধারণত কোনো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেন না। আইসের ফর্ম আই-২০০ বা আই-২০৫ প্রশাসনিক পরোয়ানা। এসব নথিতে সাধারণত আইস কর্মকর্তা স্বাক্ষর করেন, বিচারক নন। শুধু প্রশাসনিক পরোয়ানা দেখিয়ে আইস কোনো বাড়ি কিংবা কর্মস্থলের ব্যক্তিগত অংশে প্রবেশের আইনি অধিকার পায় না। দরজা না খুলে এজেন্টকে পরোয়ানাটি জানালা দিয়ে দেখাতে বা দরজার নিচ দিয়ে দিতে বলা যেতে পারে। নথিতে সঠিক নাম, ঠিকানা, বিচারকের স্বাক্ষর এবং প্রবেশ বা তল্লাশির স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করা জরুরি। তবে কোনো কর্মস্থলের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে আইস প্রবেশ করতে পারে। তবে কর্মীদের বিশ্রামকক্ষ, রান্নাঘরের পেছনের অংশ, গুদাম, ব্যক্তিগত অফিস এবং শুধু কর্মীদের জন্য নির্ধারিত এলাকায় বিচারিক পরোয়ানা বা মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না। কেউ আইসের মুখোমুখি হলে নীরব থাকার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন, "আমি নীরব থাকার অধিকার প্রয়োগ করছি এবং আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।" মিথ্যা নাম, ভুয়া নথি অথবা মার্কিন নাগরিকত্বের মিথ্যা দাবি করা উচিত নয়। আইনজীবীর পরামর্শ ছাড়া 'স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ' বা অন্য কোনো কাগজে স্বাক্ষর না করার পরামর্শ দিয়েছেন অভিবাসন আইনজীবীরা। জনসমাগমের স্থানে নিরাপদ দূরত্বে থেকে আইসের অভিযান ভিডিও করা যায়। ভিডিওতে সম্ভব হলে স্থান, সময়, এজেন্টদের ব্যাজ বা পোশাক, গাড়ির নম্বর এবং গ্রেপ্তারের পরিস্থিতি ধারণ করা যেতে পারে।

তবে এজেন্টদের ধাক্কা দেওয়া, গাড়ির সামনে দাঁড়ানো, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে টেনে নেওয়া অথবা শারীরিকভাবে অভিযান ঠেকানোর চেষ্টা করলে ফেডারেল অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম, জন্মতারিখ, জন্মের দেশ এবং 'এ-নম্বর' জানা থাকলে পরিবারের পক্ষে তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। প্রতিটি অভিবাসী পরিবারের উচিত আগেই একজন আইনজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল সদস্য এবং সন্তানের জরুরি অভিভাবক নির্ধারণ করে রাখা।

নিউইয়র্ক সিটির বিনা মূল্যের ও গোপনীয় ইমিগ্রেশন আইনি সহায়তা পেতে ৮০০-৩৫৪-০৩৬৫ নম্বরে ফোন করা যাবে। ৩১১ নম্বরে ফোন করে "ইমিগ্রেশন লিগ্যাল" বললেও সিটির অনুমোদিত আইনি সেবার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। বিভিন্ন ভাষায় সহায়তা পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের ইমিগ্রেশন অধিকারসংক্রান্ত সহায়তা নম্বর ৮০০-৪২৮-৯০৭১। কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে দ্রুত অভিবাসন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি। কারণ বহিষ্কার মামলার আদালত এবং ফৌজদারি আদালত আলাদা, আর আইসের হেফাজতে থাকা ব্যক্তিকে দ্রুত অন্য অঙ্গরাজ্যে স্থানান্তর করা হতে পারে। নিউইয়র্কের স্যাংচুয়ারি আইন, ফেডারেল সরকারের অভিবাসন নীতি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদ-এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সামনে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সিটি প্রশাসন আইসের সঙ্গে স্থানীয় সহযোগিতা সীমিত রাখার ঘোষণা দিলেও ফেডারেল এজেন্টরা নিজস্ব ক্ষমতায় রাস্তায়, বাসা ও কর্মস্থলের বাইরে, গাড়ি অনুসরণ করে এবং বিভিন্ন সরকারি তথ্য ব্যবহার করে গ্রেপ্তার অভিযান চালাতে পারে। ফলে নিউইয়র্কের হাজারো অনথিভুক্ত অভিবাসীর সামনে এখন কঠিন বাস্তবতা, স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন, নাকি সম্ভাব্য গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে থাকবেন।

কুইন্স ব্যুরো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শাহ নেওয়াজের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১ পৃষ্ঠার পর

সময় উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির মূল্যবোধকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরাও যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক অর্জনকে স্বাগত জানিয়ে দেশটির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। উল্লেখ্য শাহ নেওয়াজ জনপ্রিয় হোমকেয়ার গোল্ডেন এজ-এর কর্ণধার।

সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট বাড়ছে

১ পৃষ্ঠার পর

জনসন যথাক্রমে ৩ দশমিক ৬ ও ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা বলেছেন।তবে এই সম্ভাব্য বৃদ্ধির পরও গড় মাসিক ভাতা প্রবীণদের আনুমানিক ২ হাজার ৭০০ ডলারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৫৯৭ ডলার কম থাকবে। ফলে অনেক প্রবীণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামাল দেয়া এখনও কঠিনই থেকে যাবে।

বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার বার্ষিক সমন্বয় নির্ধারণ করা হয় জীবনযাত্রার ব্যয় সমন্বয় পদ্ধতিতে। এ জন্য সিটির মজুরিভিত্তিক কর্মীদের মূল্যসূচক ব্যবহার করা হয়। প্রতি বছরের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মূল্যস্ফীতির গড় হিসাব করে পরের বছরের জানুয়ারি থেকে নতুন ভাতা কার্যকর করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছেন প্রবীণ অধিকারকর্মীরা। তাদের যুক্তি, কর্মজীবী মানুষের ব্যয়ের ধরন আর প্রবীণদের ব্যয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রবীণদের চিকিৎসা ও আবাসন ব্যয় বেশি হলেও পোশাক বা যাতায়াতে তুলনামূলক কম খরচ হয়। ফলে বর্তমান হিসাব তাদের প্রকৃত আর্থিক চাপের প্রতিফলন ঘটায় না। এই কারণে দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স লিগ প্রবীণদের জন্য আলাদা মূল্যসূচক ব্যবহারের দাবি জানিয়েছে। তাদের প্রস্তাবিত সূচকটি প্রবীণদের প্রকৃত ব্যয়ের অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এএআরপি-এর আর্থিক নিরাপত্তাবিষয়ক সহ-সভাপতি ব্রিট জনসন বলেন, এই সূচক ব্যবহার করা হলে ১৯৮৬ সালের পর থেকে অধিকাংশ বছরেই সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার বৃদ্ধি আরো বেশি হতো। তার হিসাব অনুযায়ী, সেই পদ্ধতি চালু থাকলে ২০২৫ সালে একজন গ্রহীতার মাসিক ভাতা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৮ দশমিক ১ শতাংশ বেশি হতে পারতো।তবে নতুন সূচক নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকায় এর পরিসংখ্যানগত নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস-এর মতে, এই সূচকে আবাসন ব্যয়ের যে হিসাব ধরা হয়েছে, তা অনেক প্রবীণের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কারণ অনেকেই অবসরের আগেই নিজেদের বাড়ির ঋণ পরিশোধ করে ফেলেন। তবুও প্রবীণদের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় ভাতা বাড়ানো জরুরি বলে মনে করেন দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স লিগ-এর নির্বাহী পরিচালক শ্যানন বেন্টন।তিনি সতর্ক করে বলেন, অর্থের অভাবে অর্ধেকের বেশি প্রবীণ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া কমিয়ে দিচ্ছেন বা বন্ধ করে দিচ্ছেন। তার মতে, এই পরিস্থিতি শুধু প্রবীণদের জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদে পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্যও বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

কুইন্সে থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান'র দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ

৬২ পৃষ্ঠার পর

অভিনয় শিল্পী নায়লা আজাদ নূপুর। তিনি অভিনয় শিল্পী, প্লে ডিরেক্টর, শিক্ষক, কোরিওগ্রাফার। কর্মশালার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান এর প্রেসিডেন্ট অভিনেতা ও নির্মাতা খাইরুল ইসলাম পাখি। কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন অভিনেত্রী বন্যা মির্জা।

কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক এর সহযোগিতায় এই কর্মশালায় বাংলাদেশী কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোর ও তরুণেরা অংশ নেয়। আয়োজকরা জানান এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ প্রজন্মকে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার সাথে সম্পৃক্ত করা ও পাশাপাশি তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা। সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হয় কর্মশালা। এরপর অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন নায়লা আজাদ নূপুর। সার্টিফিকেট বিতরণ পর্বটি উপস্থাপনা করেন নাদিয়া খন্দকার।

বিকেল ৫:৩০ মিনিটে শুরু হয় দিনের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানিকতা। যে পর্বের শিরোনাম ছিল নায়লা আজাদ নূপুরের সাথে 'আলাপন'। এ পর্বে নিউইয়র্ক ও নিউইয়র্কের বাইরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাট্যকর্মী অংশ নেন। যেখানে আড্ডার আবহে নিউইয়র্কের নাট্য চর্চাকে বেগবান ও সমৃদ্ধ করার জন্য করণীয় বিষয়াদি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

মিশিগানে আল সাইয়িদের ঐতিহাসিক বিজয়

১ পৃষ্ঠার পর

আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রানপণ চেষ্টা করছে। আর এক্ষেত্রে মিশিগানের এই সিনেট সিট তাদের জন্য মাস্ট উইনিং আসন হিসেবে গন্য করা হচ্ছে। প্রাইমারিতে নিজ দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে প্রায় ১৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়লাভ করেছেন। মিশিগানের বাসিন্দা ও সাংবাদিক হেলাল উদ্দীন রানা আপাআজকালের প্রতিবেদককে বলেন, এই স্টেটে প্রায় ৩০ হাজার বাংলাদেশি ভোটার রয়েছেন। যার ৯৫ ভাগ ভোট পেয়েছেন সাইয়িদ। এই ভোট না পেলে হয়তো তিনি জিততেই পারতেন না। এ বিবেচনায় বাংলাদেশিদের ভোট জয়ের জন্য ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। আব্দুল আল সাইয়িদ নির্বাচিত হলে তিনিই হবেন প্রথম মুসলিম সিনেটর। কংগ্রেসের ১০০ সদস্যের সিনেটে প্রথমবারের মতো একজন মুসলিম নেতৃত্ব দিবেন। সাইয়েদের বিজয়কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন মিশিগানের মানুষ। মিশিগানের বড় একটি অংশ আরব বংশোদ্ভূত । এর সাথে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশি সহ এশিয়ান আমেরিকান মুসলিমরা। নানা কারনে এসব ভোটার ট্রাম্প প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে ইরান যুদ্ধ ও গাজায় ইসরাঈলী হত্যাকান্ড মুসলমানরা মেনে নিতে পারেনি। সাইয়িদ এর বিজয় ট্রাম্পের ওপর অনাস্থার প্রতীক। মুসলমানরা নিজেদের কথা বলার জন্যই সাইয়িদকে নির্বাচিত করে সিনেটে পাঠাতে চায়। ৩ নভেম্বর সাইয়িদ জিতলে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্য রচিত হবে এক নতুন ইতিহাস।

উল্লেখ্য আব্দুল আল সাইয়িদ এর পিতামাতা মিশর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসে। সাইয়েদের জন্ম মিশিগানেই। মিশিগান স্টেট ইউনিভারসিটি ও বিশ্বখ্যাত কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন। তিনি ২০১৮ সালে স্টেট গর্ভনর পদে নির্বাচন করে সফলতা পাননি। ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে সিনেটর হবার স্বপ্ন নিয়ে এগুচ্ছেন আব্দুল আল সাইয়িদ।

প্রাইমারি নির্বাচনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক কর্মকর্তা আব্দুল আল-সাইয়িদ দলীয় নেতৃত্বের প্রতি ডেমোক্র্যাটদের অসন্তোষকেও কাজে লাগিয়েছেন। মিশিগানের মার্কিন সিনেট প্রাইমারি নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের (হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস) সদস্য হ্যালি স্টিভেন্সকে অল্প ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গরাজ্যে সোশালিস্ট/প্রগতিশীলদের জন্য এক বড় পরীক্ষার মঞ্চ প্রস্তুত হলো।

নভেম্বরের নির্বাচনে আল সাইয়িদ পাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সের মুখোমুখি হবেন। এই নির্বাচনের ফলাফল সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। ক্ষমতার পথে ফেরার জন্য মরিয়া দলটির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ প্রাইমারি নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের যে বিভাজন দেখা দিয়েছে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভিন্ন অংশকে ঐক্যবদ্ধ করাই হবে তাঁর প্রথম চ্যালেঞ্জ।নির্বাচনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) যখন তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করে, তখন গণনা করা ১৫ লাখেরও বেশি ভোটের মধ্যে স্টিভেন্সের চেয়ে সাইয়িদ ১৪,৮৯৩ ভোটে এগিয়ে ছিলেন-যা মোট ভোটের ১ শতাংশেরও কম। যা মিশিগান রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে প্রথম।

হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক উত্তপ্ত

১ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করেনি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান লন্ডনে ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনকালেও আদালত একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলো। তবে অজ্ঞাত কারণে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনার মুখ দেখানো হয়নি। শুধুমাত্র অডিও প্রচার করা হয়েছে। অনেকের ধারণা, ভারত সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে তার চেহারা দেখাননি। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমল থেকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে আছে। বিএনপি বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় যাবার পর সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। এখন সেই সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে বিশ্লেষকরা বলছেন। দিল্লিতে গত ৫ই আগস্ট বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সংবাদ সম্মেলনের খবর চাউর হবার পর পরই বর্তমান সরকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদীকে তার দফতরে আমন্ত্রণ জানিয়ে এমন সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের অনুমতি না দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। পরের দিন ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র রনধির জয়সোয়াল বলেছেন, শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের সঙ্গে ভারতের সরকারের কোনও যোগসূত্র নেই। শেখ হাসিনার কোনও বক্তব্যের সঙ্গে ভারত সরকার একমত পোষণ করেনা। শেখ হাসিনাকে ভারত সংবাদ সম্মেলন করতে নিষেধ করেনি। বাংলাদেশের মূলধারার মিডিয়ায় প্রচার নিষিদ্ধ থাকলেও দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরাসরি এই সংবাদ সম্মেলন প্রচার করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মানুষও শেখ হাসিনার বক্তব্য শুনতে পেয়েছে। শেখ হাসিনা গণঅভ্যুত্থানকালে মানুষ হত্যার জন্যে অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। তিনি বরং গণঅভ্যুত্থান পরবর্তিকালকে জঙ্গিবাদতন্ত্রে চিহ্নিত করেছেন। এই সঙ্গে তিনি এই ঘোষণাও পুনরুল্লেখ করেন যে, আগামী দিনগুলোতে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। যদিও তিনি কোনও সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ উল্লেখ করেননি। শেখ হাসিনার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর পরই বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতির মাধ্যমে ক্ষোভের কথা জানিয়েছে। এতে বলা হয়, শেখ হাসিনার সরকার ছিলো একটি মাফিয়া সরকার। যে কোনও অজুহাতে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করা গ্রহনযোগ্য নয়। ফলে বাংলাদেশের মিডিয়ায় বক্তব্য প্রচার না হলেও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার বদৌলতে সবাই শুনেছেন। এমন একটি সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে ভারতে বসে একটি কর্মসূচি পালন করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। তারেক রহমানের সরকার এতে ক্ষুব্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক। এবারকার গণঅভ্যুত্থানে বিশেষ দিক হলো, শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিলেও সেখানে থেকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

- 01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
- 02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
- 03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
- 04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
- 05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
- 06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমুহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :
- The easiest way to buy and sell a home
- Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
- Buying and selling a home as an investment
- The market price of house goes up and down
- Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
- What to do to buy your own house
- Rules of buying and selling properties
- Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাস্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম থার্প (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ল্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারগেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শিস চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেকজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিন আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

দ্যা জেমিনি ইউএসএ'র
১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
11তম
জেমিনি
অ্যাওয়ার্ড
২০২৬
২২ আগস্ট
২০২৬
সন্ধ্যা
৬টা
তাজ মহল
রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল
১৪৪-০১ হিলসাইড এভিনিউ,
জ্যামাইকা, এনওয়াই ১১৪৩৫
আয়োজনে
বেলাল আহমেদ
এডিটর
দ্যা জেমিনি ইউএসএ
আপনার উৎসর্গ ও নেতৃত্বের জন্য
আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND

CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance ~7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES

PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan ~7702 Plan — Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes - Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE

আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers

The Next Bangladesh: Powered by its Global Citizens (NRBs)

Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness: Protecting Ourselves and Our Community

Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
• Brand Videos
• Event Coverage
• Product Demos
• Corporate Videos
• Video Editing
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
আমাদের সেবাসমূহ: ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন) কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube) ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও –সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE Realty Inc.
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.
রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর
Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760
Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে
10%
DISCOUNT
DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

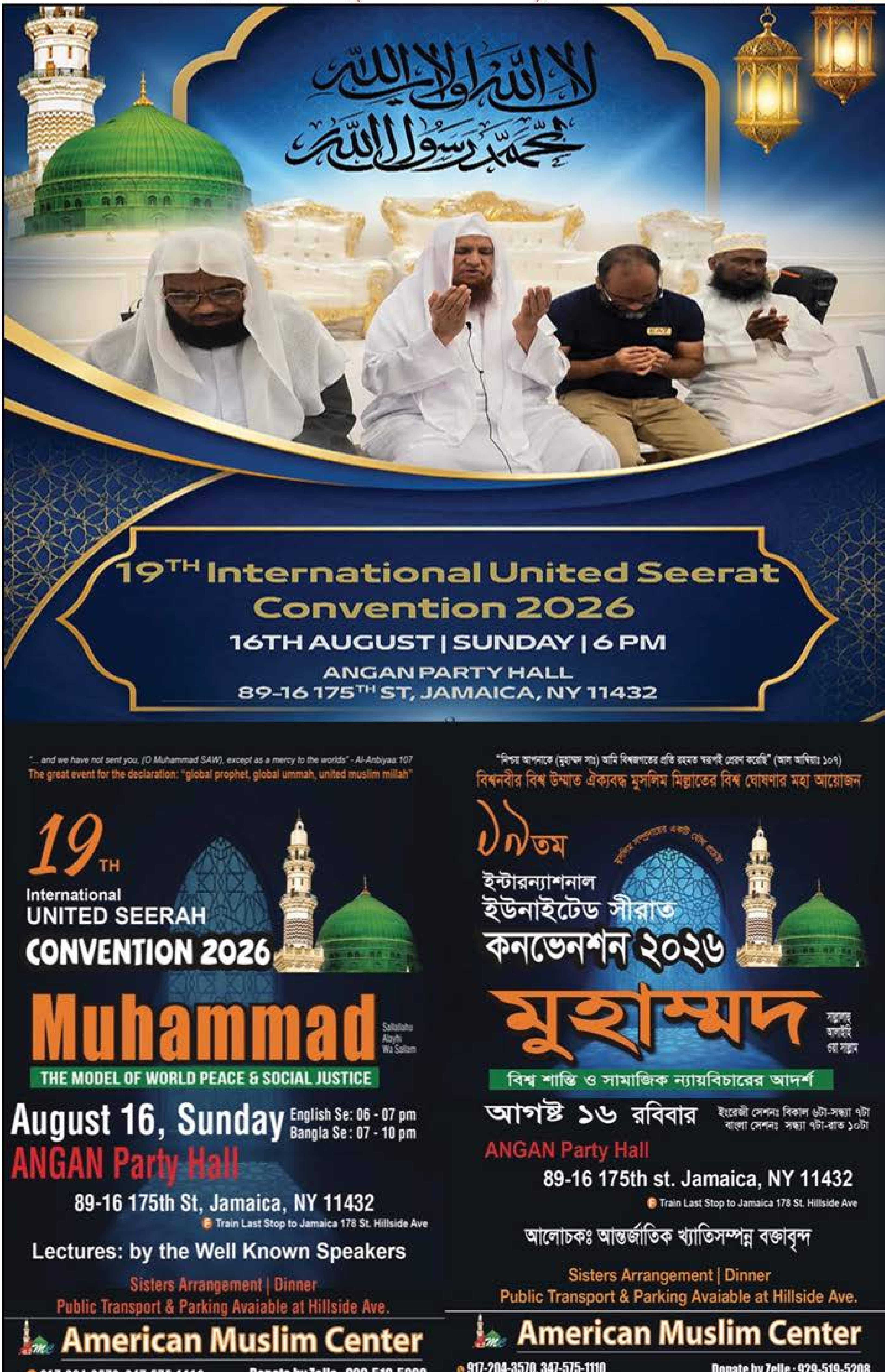

19TH International United Seerat
Convention 2026
16TH AUGUST | SUNDAY | 6 PM
ANGAN PARTY HALL
89-16 175TH ST, JAMAICA, NY 11432
"... and we have not sent you, (O Muhammad SAW), except as a mercy to the worlds" - Al-Anbiyaa:107
The great event for the declaration: "global prophet, global ummah, united muslim millah"
19TH
International
UNITED SEERAH
CONVENTION 2026
Muhammad
Sallallahu Alayhi Wa Sallam
THE MODEL OF WORLD PEACE & SOCIAL JUSTICE
August 16, Sunday
English Se: 06 - 07 pm
Bangla Se: 07 - 10 pm
ANGAN Party Hall
89-16 175th St, Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave
Lectures: by the Well Known Speakers
Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.
American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208
"নিশ্চয় আপনাকে (মুহাম্মদ সাঃ) আমি বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি" (আল আম্বিয়াঃ ১০৭)
বিশ্বনবীর বিশ্ব উম্মাত ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের বিশ্ব ঘোষণার মহা আয়োজন
১৯তম
ইন্টারন্যাশনাল
ইউনাইটেড সীরাত
কনভেনশন ২০২৬
মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ
আগষ্ট ১৬ রবিবার
ইংরেজী সেশনঃ বিকাল ৬টা-সন্ধ্যা ৭টা
বাংলা সেশনঃ সন্ধ্যা ৭টা-রাত ১০টা
ANGAN Party Hall
89-16 175th st. Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave
আলোচকঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাবৃন্দ
Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.
American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

জুলাই স্মরণ করলো এনসিপি ডায়াস্পোরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ইউএসএ। গত ১ জুলাই নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জুলাই ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী হয় 'আমেরিকায় জুলাই জাগরণ' নামের এ অনুষ্ঠানে। এতে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি, এনসিপির নেতাকর্মী এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে রাষ্ট্র সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দেশ-বিদেশের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে বক্তব্য দেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও এন-সিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এছাড়া বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় নেত্রী মুনিরা শারমিন, যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, কেন্দ্রীয় সদস্য তাওহিদ তানজিম, যুগ্ম সদস্য সচিব উম্মে তাসলিহ এবং কেন্দ্রীয় সদস্য রাসেল উল আলম।

ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অংশ নেন আখতার হোসেন, হাসনাত আব্দুল্লাহ, দিলশাদ সারুল, এহতেশামুল হক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এনসিপি ডায়াস্পোরার নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার আহ্বায়ক রিদোয়ান হোসেন তালুকদার অঙ্কর, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মুনা হাফসা, সদস্য সচিব মো. আবদুল মোহাইমিন সাইমন, মুখ্য সংগঠক এম. এইচ. সিদ্দিক, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক সিজানুল ওয়াহেদ শাহির, নিউইয়র্ক স্থানীয় সংগঠক রাকিব উদ্দিন, নিউ জার্সি স্থানীয় সংগঠক তৌফির চৌধুরী এবং উপদেষ্টা রওশন হক ও সেলিনা ফেরদৌসী উদ্দিন।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য দেন ডা. ওয়াজেদ এ. খান, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, বিএসএস প্রধান আল আমিন রাসেল, মানবাধিকার কর্মী কাজী ফৌজিয়া এবং লেখক-গবেষক আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জামায়াতে ইসলামী আমেরিকার কেন্দ্রীয় প্রধান অধ্যাপক ড. নকিবুর রহমান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মির্জা গালিব, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সুমন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হালিম, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ়করণ এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দেশ-বিদেশের নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনেকেই জুলাইয়ের দিনগুলোতে টাইমস্কয়ার, জাতিসংঘের সামনে, জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটসসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে প্রবাসীদের আবেগঘন আন্দোলন ও জুলাই সম্পৃক্ততার কথা স্মরণ করেন। একই সঙ্গে সম্প্রীতির বাংলাদেশ ও জুলাইয়ের চেতনার বিষয়ে সবাইকে দলমত নির্বিশেষে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এম. এইচ. সিদ্দিক। কারিগরি সহায়তায় ছিলেন ক্যানসার বিজ্ঞানী রাহাত আলম। মিডিয়া সমন্বয়ে সহযোগিতা করেন সানজিদা নওশীন প্রমি ও হাসিবুল কবির মাহির। অনুষ্ঠানের অন্যতম আবেগঘন পর্ব ছিল জুলাই আন্দোলনের শহীদ পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণ। তাঁদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে আত্মত্যাগ, বেদনা, সাহস এবং নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নের কথা।

অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে জুলাই উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণদের ব্যান্ড Qissa সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে।

আলোচনা, স্মৃতিচারণ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ভাঙ্গন ও পাল্টাপাল্টি বহিষ্কারেই জিবিএ'র পরিচিতি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

উদ্যোগ, নেই কার্যক্রম, নেই কোন ওয়েবসাইটও। অথচ এরই মধ্যে সংগঠনের ভাঙন ধরেছে, চলছে বহিষ্কারের খেলা। এসব ঘিরেই পরিচিতি আর আলোচনায় জেবিএ।

কোন কর্মসূচী ছাড়াই নিউইয়র্কের কমিউনিটির সামনে প্রথমবার সংগঠনটি নিজেদের নাম নিয়ে এসেছে চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। আর চেয়ারম্যানও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তিনজনকে বহিষ্কার করেছে। এর মাধ্যমেই কমিউনিটির অনেকেই প্রথম শুনেছে জিবিএ'র নাম।

জানা গেছে, সংগঠনে ভাঙনের মূল কারণ কৃতিত্ব ক্রেডিট না পাওয়া। সম্প্রতি বাংলাদেশের এক এমপি নিউইয়র্কে সফরে এলে সংগঠনের কাউকে না জানিয়ে তাকে নিয়ে সংবর্ধনার আয়োজন করে চেয়ারম্যান মিজান চৌধুরীর কয়েকজন। এ থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এবং ভাঙন।

জানা গেছে ১ আগস্ট নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নির্বাহী নেতৃত্ব পুনর্গঠনের ঘোষণা দেয় একটি পক্ষ। চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের খবর পেয়ে তিন প্রধান আয়োজককে বহিষ্কার করেন চেয়ারম্যান।

চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জানানো হয়, জিবিএ'র বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি ওই উদ্যোগকে (সংবাদ সম্মেলন) অননুমোদিত আখ্যা দিয়ে নতুন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়া তিন ব্যক্তিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার এবং নতুন বাইলজ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জিবিএ'র বিদ্যমান নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় সংগঠনের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য তিন সদস্যের একটি বাইলজ কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সভায় সংগঠনের নাম, পরিচয় ও সদস্যদের নাম অনুমতি ছাড়া ব্যবহারের অভিযোগে মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ, আজম চৌধুরী ও সোহেল আহমেদকে বহিষ্কার করা হয়।

নবগঠিত বাইলজ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে জিবিএ চেয়ারম্যান মিজান চৌধুরীকে। কমিটির অপর দুই দুই সদস্য হলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ডা. সৈয়দ আল আমিন রাসেল এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি। সংগঠনের গঠনতন্ত্রকে আরও কার্যকর, যুগোপযোগী ও সুসংগঠিত করতে বিদ্যমান বাইলজ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব তৈরির দায়িত্ব কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান নেতৃত্বের অভিযোগ, সংগঠনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছাড়াই একটি কথিত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া সাংগঠনিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার, অননুমোদিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা, সদস্যদের পূর্বানুমতি ছাড়া তাদের নাম ব্যবহার এবং পরিকল্পিতভাবে সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ, আজম চৌধুরী ও সোহেল হোসাইনকে (আহমেদ সোহেল) বহিষ্কার করা হয়েছে বলে নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। একই সঙ্গে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে জিবিএ-সংক্রান্ত কোনো যোগাযোগ, সাংগঠনিক লেনদেন বা কার্যক্রমে অংশ না নিতে সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছে।

জিবিএর অপর পক্ষ ১ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে জানায়, সংগঠনের পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব অনুমোদন করা হয়েছে। ঘোষিত নতুন নেতৃত্বে আজম চৌধুরীকে চেয়ার, শামীম আহমেদকে ভাইস চেয়ার (বাংলাদেশ), কাজী আহমেদকে ভাইস চেয়ার (কানাডা), মো. সোহেল হোসাইনকে প্রশাসনিক পরিচালক ও মিডিয়া আউটরিচ পরিচালক, তারিকুল ইসলামকে অর্থ পরিচালক, মুনাফ চৌধুরীকে মিডিয়া পরিচালক (বাংলাদেশ), নুরুল ইসলামকে যোগাযোগ পরিচালক এবং মোরশেদ মিন্টুকে মিডিয়া প্রযুক্তি পরিচালক করা হয়েছে।

তালিকায় আগের পদ থেকে সরিয়ে মিজান চৌধুরীকে সদস্য এবং ড. আবু সালেহকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

জুড়ি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির পিকনিকে মানুষের ঢল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বনভোজন আয়োজক কমিটির ১৬ জন কর্মকর্তা। তারা হলেন জাহাঙ্গীর আলম সাইফুল, মো. নজরুল ইসলাম, আব্দুল হোসেন, মো. ইসলাম সোহেল, রাহেল উদ্দিন, সালেক উদ্দিন সানি, আব্দুল মুহিত শিপলু, জামাল উদ্দিন, তোফায়েল আহমেদ, সামছুল আহমেদ, সুমান মো. আলী, মাহফুজুল মিয়া, আব্দুল সালাম শাকিল, জুবেনা আক্তার, কায়েস হোসেন সুমন ও আব্দুল হোসেন আব্দুল।

উদ্যোক্তা এই ১৬ জন তরুণের কর্মঠ ও বিচক্ষণতায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সফল ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানমালা সম্পন্ন হয়।

বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে অলংকৃত করেন সাবেক সংসদ সদস্য, কুলাউড়া ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ শাহীন, জালালাবাদ সোসাইটি অব ইউএসএ'র সভাপতি বদরুল খান, মৌলভী বাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল ও উপদেষ্টা মোঃ নাসির উদ্দিন এবং মাসুক মিয়া, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিক উদ্দিন-গোয়ালমারি, সাবেক সভাপতি সিয়াম উদ্দিন বিনপি- জুড়ি কুলাউড়া, আব্দুল হক-জাফর নগর জুড়ি, ফকু মিয়া-শিল্পপতি সিলেট , তারা মিয়া-বিশিষ্ট মুরুব্বি, হাজি সিরাজ উদ্দিন-বড়ধামাই, হাজি সিরাজ উদ্দিন, আব্দুর রব, মো. আলী হাসান বাছির, বাবুল করিম, আব্দুর রউফ মিলন, আরিয়ান খায়ের কাজল, ফরিদ উদ্দিন, মিশন আহমেদ, মুস্তাকিম আহমেদ , এডভোকেট সিরাজ উদ্দিন, সাব্বির আহমদ প্রমুখ।

আগত অতিথি ও বনভোজন উদযাপন কমিটির সকলে মিলে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় অতিথিরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জুড়ি সামাজিক ও সংস্কৃতি সমিতির এই মিলন মেলার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমএ শাহীন বলেন বিদেশের মাটিতেও সিলেটবাসী তথা জুড়ী উপজেলাবাসী নিজেদের ঐতিহ্য ও শেকড় ধরে রেখেছেন আজকের এই বনভোজন তার প্রমাণ। তিনি

সংগঠনের সাফল্য কামনা করেন। বদরুল খান বলেন আজকের এই আয়োজন প্রবাসে সিলেটবাসিদের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। তিনি জুড়ির এই উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। উদ্যোক্তাদের অন্যতম একজন জাহাঙ্গীর আলম সাইফুল বলেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে জুড়ি তথা সিলেটবাসিদের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে তিনি অভিভূত হয়েছেন। অচিরেই সকলকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের আশা প্রকাশ করেন এবং তার সহকর্মী যারা এদিনের বনভোজনকে সার্থক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদিন সকাল থেকেই অতিথিরা বনভোজনস্থলে জড়ো হতে থাকেন। সকালের নাস্তার পর শুরু হয় বিভিন্ন বয়সের ছেলে- মেয়েদের ও বড়োদের খেলা -ধুলা। এর মধ্যে ছিল দৌড়, পিলো-পাসিং, মিউজিক্যাল চেয়ার, রশি টানা-টানি , ফুটবলসহ আকর্ষণীয় খেলাধুলা। দুপুরের খাবারের পর শুরু হয় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও র‍্যাফেল ড্র। এতে ছিল আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। র‍্যাফেল ড্র'র প্রথম পুরস্কার ছিল স্বর্ণালংকার অতিথিরা একে একে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। কিন্তু র‍্যাফেল ড্র'র ৩য় পুরস্কার আপেল ওয়াচ যার নাম্বার হচ্ছে ৫১০২৮৩ তাৎক্ষনিক কোন দাবিদার না পাওয়াতে তা কমিটির কাছে গচ্ছিত আছে এবং অরজিনাল কুপন দেখিয়ে তা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। শেষার্ধে আয়োজকদের প্রত্যাশা ছিল ভবিষ্যতেও জুড়ীবাসীদের মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি বজায় রাখতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

প্রতারণার দায়ে নিউজার্সিতে দুই বাংলাদেশি গ্রেফতার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

গেছে, গ্রেফতারকৃত মোহাম্মদ জেক ইসলাম চট্টগ্রামের মিরেরসরাই উপজেলা এবং মোহাম্মদ এন ইসলাম হবেন্দ্র নড়াইলের সন্তান। পুলিশ জানায়, কয়েকদিন আগে থেকেই সেখানকার এক মহিলা অভিযোগ করছিলেন যে, ভয় দেখিয়ে সংঘবদ্ধ প্রতারকেরা তার কাছে থেকে ২৫ হাজার ডলার নিয়েছেন। তার ব্যবহৃত কম্পিউটারে নাকি একটি ভাইরাস তৈরী হয়েছে এবং তা ওয়েলস ফারগো ব্যাংকের নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ অবস্থায় এফবিআই তদন্তে নামতে পারে এবং তিনি মারাত্মক সমস্যায় পড়বেন। এরপরই মহিলাটির কম্পিউটারে একটি ফোন নম্বর পাঠানো হয় অবিলম্বে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ভাইরাস সম্পর্কিত জটিলতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

অর্থাৎ ২৫ হাজার ডলার প্রদান করলে তাকে আর হয়রানির সম্মুখীন হতে হবে না। সে অনুযায়ী মহিলাটি ফোন করলে অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয় যে, নগদ ২৫ হাজার ডলার ওয়েলস ফারগো ব্যাংকের নিরাপত্তা রক্ষীকে দিতে হবে। ব্যাংকের নিরাপত্তা কর্মীরা তার বাসা থেকে ওয়েলস ফারগো ব্যাংকের খামে তা গ্রহণ করবেন। সে অনুযায়ী ভীত-সন্ত্রস্ত মহিলাটি ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার ডলার তুলে এনে বাসায় আসেন এবং এক ব্যক্তি তা সংগ্রহ করেন। এর কিছুক্ষণ পরই আবারো ফোন করা হয় আরো ৩০ হাজার ডলার প্রদানের জন্য।

পুলিশ জানায়, মহিলার কাছে থেকে সর্বশেষ তথ্য জেনে মহিলাকে বলা হয় ৩০ হাজার ডলার প্রদানে সম্মত হতে। ব্যাংকের নিরাপত্তা রক্ষী পরিচয়ে ওই দু'জন মহিলার বাসায় গিয়ে ৩০ হাজার ডলার নিয়ে বের হওয়ার সময়েই ওঁৎপেতে থাকা পুলিশের হাতে তারা পড়ে। এরপর নিকটস্থ কোর্টে তাদেরকে সোপর্দ করা হয়। তাদেরকে কোর্টে হাজিরার শর্তে জামিন প্রদান করা হয়েছে বলে জানান তদন্ত কর্মকর্তারা। এমন প্রতারণার ভিকটিমদের (যদি কেউ থাকেন) রিভারসাইড পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ৮৫৬-৪৬১-৮৮২০ (এক্সটেনশন-১১৪) নম্বরে ফোন করতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টেলিফোনে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কিংবা মিথ্যা প্রলোভনে গত কয়েক বছর ধরেই লাখ লাখ আমেরিকানের নগদ অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। অনেকের ফোন হ্যাক করেও সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে এবং এ অবস্থায় সর্বসাধারণকে সবসময় সতর্ক করা হচ্ছে এফবিআইয়ের পক্ষ থেকে। এমনি অবস্থায় গত ফেব্রুয়ারিতে স্প্যাম কল জালিয়াতির ঘটনায় নিউইয়র্কের বাফেলোতে বসবাসরত চাঁদপুরের সন্তান নিয়ামত উল্যাহকে (৩১) পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের পর তার গাড়ি থেকে স্বর্ণমুদ্রা এবং নগদ লক্ষাধিক ডলারের হদিসও পায় পুলিশ। নিয়ামত উল্যাহ নিজেকে 'নর্টন এন্টিভাইরাস' টিমের সদস্য পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তিকে হুমকি দিয়ে মোটা অংকের ডলার দাবি করেন।

জানা গেছে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। অনুসন্ধানে অভিযোগ ওঠে, নিয়ামত উল্যাহসহ একটি চক্র নিজেদের 'নর্টন অ্যান্টিভাইরাস' সফটওয়্যারের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। তারা দাবি করত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনলাইনে অনুপযুক্ত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছেন এবং সেই অভিযোগে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তদন্তে এসব দাবি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থ হস্তান্তর পরিকল্পনা করে এবং নির্ধারিত স্থানে নজরদারি বসায়। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্দেহভাজন উপস্থিত না হলেও সময় পরিবর্তন করে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে অর্থ গ্রহণের কথা জানানো হয়। নির্ধারিত সময়ে অর্থ নিতে এলে তাকে আটক করা হয়।

কর্তৃপক্ষের দাবি, তার ব্যবহৃত গাড়ি থেকে এক লাখ ৩০ হাজার ডলারের বেশি নগদ অর্থ, স্বর্ণমুদ্রা এবং একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় তিনি কোনো বাধা দেননি। নিয়ামত উল্যাহর বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়েছে। তাকে টাইগার্ট অ্যালি আঞ্চলিক কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চেহারা দেখানো ছাড়াই সংবাদ সম্মেলন হাসিনার

১ পৃষ্ঠার পর

লাইভ অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। বাংলাদেশি-আমেরিকান সাংবাদিক সুলতানা রহমানের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে কয়েকটি প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিয়েছেন, যেটি গত দুই বছরের মধ্যে মিডিয়ার সঙ্গে তার ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে অন্যতম সেরা উপাদান। শেখ হাসিনা দিনক্ষণ না বললেও ডিসেম্বরে আসবেন দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার বলেছেন এবং ডিসেম্বর তাদের বিজয়ের মাস, সেটা উল্লেখ করেছেন। একবার সেখানে এখন আক্রমণ, সেটাকে রুখে দিয়েও তিনি আসবেন বলেছেন।

দ্য হিন্দুর সুহাসিনীর বহুল প্রতীক্ষিত ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। একপক্ষ হত্যার দায়ে ক্ষমা না চাইলে (শেখ হাসিনার ভাষায় ইনডেমনিটি পাইলে) আরেকপক্ষ কেন ক্ষমা চাইবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

যথারীতি তার বক্তব্যে ২৪-এর জুলাই-আগস্টে তার কর্মকাণ্ডের সাফাই ছিল। ড. মুহাম্মদ ইউনূস ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের ঘটনাকে একটি সুপরিকল্পিত বা 'মেটিকুলাসলি ডিজাইনড' বলেছেন- সেই উদাহরণ দিয়ে শেখ হাসিনা প্রশ্ন রেখেছেন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল অরাজকতার বিপরীতে সরকারি যন্ত্র তা প্রতিহত করা ছাড়া আর কী করার ছিল। কিন্তু তিনি যে এই সমস্যা সমাধানে সময় অপচয় করেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এত কঠোর হয়েছেন এবং বিপুলসংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা ঘটিয়েছেন- সেই বিষয় এড়িয়ে গেছেন। যথারীতি আন্দোলনকারীদের দোষারোপ করেছেন।

বাংলাদেশি প্রধান প্রধান মিডিয়াগুলো মনে হচ্ছে সরকারের নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে আজ। এই নিয়ে কারও রিপোর্ট দেখলাম না। তাহলে শেখ হাসিনার বার্তা কি জনগণের কাছে পৌঁছেছে?

বিষয়টার একটা তাত্ত্বিক দিক থেকে পর্যালোচনা করা যায়।

কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া কিংবা বাধা তৈরি করা মূলত জনগণকে সত্য ও মিথ্যা যাচাইয়ের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। জার্মান দার্শনিক ইয়ুর্গেন হ্যাবারমাসের 'পাবলিক স্ফিয়ার বা জনপরিসর তত্ত্ব' (Public Sphere Theory, 1962) অনুসারে, একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের অবাধে মতবিনিময় এবং তথ্য যাচাই করে রাজনৈতিক মতামত গঠনের সুযোগ থাকা বাধ্যতামূলক।

অতীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞার ঘটনা এবং বর্তমানে শেখ হাসিনার বক্তব্যের ক্ষেত্রে দেখা যাওয়া সেন্সরশিপ মূলত একই ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ধারাবাহিকতা।

তবে এই দুই ঘটনার ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় তাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে। শেখ হাসিনার আজকের বক্তব্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের বিরোধিতা ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের প্রচারের কারণে মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল বহুগুণ বেড়েছে, যা মিডিয়া স্টাডিজে 'স্ট্রাইস্যান্ড ইফেক্ট' (Streisand Effect - Mike Masnick, 2003) নামে পরিচিত।

কোনো তথ্যকে রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক দমন করতে চাইলে ইন্টারনেটের যুগে তা বিপরীত ফল দেয় এবং তথ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেয়। যেমন আজকে কয়েক কনস্টেন্টিন ক্লাবে শেখ হাসিনার অডিও বক্তৃতার ক্ষেত্রে হয়েছে। একইসঙ্গে, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের আগ্রহের কারণে এখানে জনযোগাযোগ তত্ত্বের 'ইনফরমেশন বাইপাস' (Information Bypass) বা বিকল্প তথ্যপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে।

মিডিয়া তাত্ত্বিক ম্যানুয়েল কাস্টেলসের 'নেটওয়ার্ক সোসাইটি' (Network Society Theory, 1996) মডেল অনুযায়ী, ডিজিটাল যুগে কোনো বক্তব্য স্থানীয় মূলধারার প্রচারমাধ্যমে সেন্সর করা হলেও তা সীমানা ছাড়িয়ে বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে সোশ্যাল মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার যুগে স্থানীয় গণমাধ্যমে তা প্রকাশিত হলো কি হলো না, তা রাজনৈতিক বক্তব্যের কার্যকারিতা বা পৌঁছানোর পরিধি থামিয়ে দিতে পারে না।

দিল্লি সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে বড় মিডিয়া হাব, সব ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া রয়েছে এখানে। শেখ হাসিনার বক্তব্য শুনতে সাংবাদিকদের উপস্থিতিও ছিল যথেষ্ট।

বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের ক্ষমতাসীনরা নিজেরা যখন গদিতে থাকেন, এসব তাত্ত্বিক বক্তব্য কানে নেন না। ক্ষমতার বাইরে গেলে তখন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। *(আনিস আলমগীরের স্ট্যাটাস থেকে সংগৃহিত)*

চুরাশিয়ান মহামিলনে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস

৬৪ পৃষ্ঠার পর

থেকে ছুটে আসেন ব্যাচের সদস্যরা। গত ২৫ জুলাই, শনিবার, দীর্ঘদিন পর একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেন ফিরে পান হারিয়ে যাওয়া শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো। স্মৃতিচারণ, আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং পরিবার-পরিজনের আন্তরিক অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, উৎসবমুখর ও বর্ণিল।

নিউইয়র্কের নান্দনিক ওয়ার্ডস আইল্যান্ড মেরিনার সুবিশাল প্রাঙ্গণটি সেদিন যেন প্রাণচঞ্চল এক স্কুল ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছিল। গল্প, আড্ডা আর খুনসুটিতে মেতে উঠেছিলেন একদল মানুষ, যেন ফিরে গিয়েছিলেন পনের-ষোল বছরের কৈশোরে। বহুদিন পর প্রিয় বন্ধুদের সান্নিধ্যে প্রতিটি মুখে ফুটে উঠেছিল তারুণ্যের দীপ্তি। হাসি, উচ্ছ্বাস আর আন্তরিকতায় পুরো প্রাঙ্গণজুড়ে তৈরি হয়েছিল এক আবেগঘন মিলনমেলার আবহ।

বিকেল চারটায় নদীর তীরঘেঁষা সবুজে ঘেরা ওয়ার্ডস আইল্যান্ড মেরিনার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শুরু হয় মহামিলনের প্রথম পর্ব- উদ্বোধন, স্মৃতিচারণ ও ককটেল পর্ব। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পরে মহামিলনের কনভেনর শামন চৌধুরী রুপো উদ্বোধনের ঘোষণা দেন।

স্মৃতিচারণ পর্বে স্বাগতিক নিউইয়র্কের চুরাশিয়ানদের পাশাপাশি উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য, কানাডা, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কানাডার মিজান রহমান, ইমাম উদ্দিন, সোহেল মাহমুদ, মহিন তালুকদার ও মজিবুর মোল্লা; বাংলাদেশের সাখাওয়াত হোসেন নওরোজ, কাজী জাহাঙ্গীর কবির, ইমন শেখ ও আলীম উল্যাহ; শ্রীলঙ্কার হীরা ডি সারাম; টেক্সাসের সাবু হোসাইন, ইফতেখার আলম লিটন, শাহীন শাহনাজ ও মোহাম্মদ আলী; ফ্লোরিডার টিটন মালিক, আশরাফ উদ্দিন, হাবিবুল হাসান, ইকবাল করিম ও শারমীন জামান লিপি; বোস্টনের ডা. শেখ শাহাবুদ্দিন, লাল গোলাম ফারুক ও মশিউর রহমান; পেনসিলভানিয়ার মাহফুজ শিপু ও কামরুল সাথার; নিউ জার্সির তোহেল ইসলাম, শরিফুল শাহজেন্ত তপু, মোজাফুল হক টুটুল ও মোর্শেদ আহমেদ; মেরিল্যান্ডের কলিমুল্লাহ ও নির্মল গোমেজ; কানেকটিকাটের সুব্রত বণিক ও কামরুল চৌধুরী এবং ভার্জিনিয়ার নজরুল চৌধুরী।

সম্পূর্ণ আয়োজনটি ছিল বৈচিত্র্যে ভরপুর। অতিথিদের জন্য ছিল সুস্বাদু ও বাহারি খাবারের সমৃদ্ধ আয়োজন। পাশাপাশি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় ছিল গান, কবিতা আবৃত্তি এবং নানা বিনোদনমূলক পর্ব, যা অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তোলে।

সুসজ্জিত বলরুমে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিউজিক নাইট। দেশবরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী চুরাশিয়ান রিজিয়া পারভীন, নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হাসান মাহমুদ, স্বপন সেন, দীপক দাস, খালেদ সরকার, মহুয়া আহমেদ, আফতাব চৌধুরীর কণ্ঠে অসাধারণ সব গান দর্শক দারুণভাবে উপভোগ করেন। কবিতা আবৃত্তি করেন আবদুল্লাহ আল মাহের, মাহফুজ শিপু ও সোহেল মজুমদার। মহামিলন উপলক্ষে "বন্ধু চল আড্ডা দিই" নামে চুরাশিয়ানদের পরিচিতি, স্মৃতি ও বিভিন্ন তথ্য সংবলিত একটি স্মারক ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রতিটি চুরাশিয়ানকে একটি করে স্মারক উপহার এবং কোট পিন প্রদান করা হয়।

শ্রীলঙ্কা থেকে আগত চুরাশিয়ান হীরা ডি সেরাম অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, "এটি শুধু একটি পুনর্মিলনী ছিল না; এটি ছিল ১৯৮৪ সালের সেই সোনালি স্কুলজীবনকে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার এক আবেগঘন মুহূর্ত।" মহামিলনের কনভেনর শামন চৌধুরী রুপো বলেন, "বাফেলো, টেক্সাস ও টরন্টোর সফল আয়োজনের ধারাবাহিকতায় নিউইয়র্কও আমাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসে আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। এই বন্ধন ভবিষ্যতেও আরও শক্তিশালী হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।" অংশগ্রহণকারীরা জানান, ভৌগোলিক দূরত্ব যতই থাকুক না কেন, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও স্মৃতির টানেই তাঁদের বারবার একত্রিত করে। সবার উপস্থিতিতে কণ্ঠভোটের মাধ্যমে ২০২৭ সালের মহামিলনের ভেন্যু নির্ধারিত হয় ফ্লোরিডায়।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR

ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ

পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।

(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

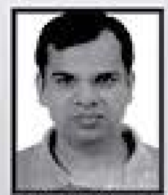

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

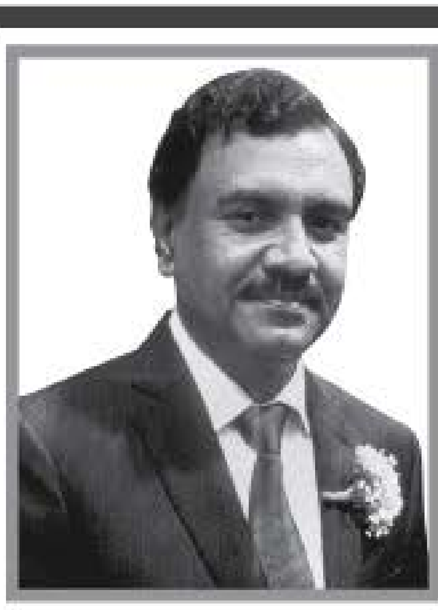

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center**

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE
USR BROKERAGE CORP.
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

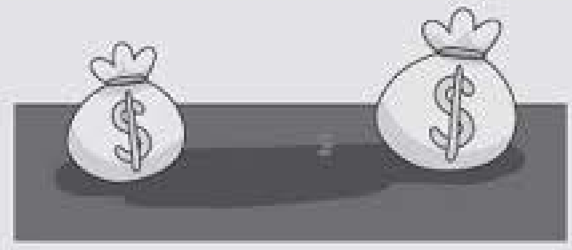

Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months

BAVLS
Media Group

Please call for more information
(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সারেটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

শেষ হলো নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

৬২ পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এছাড়া পুরো আয়োজনের অন্যতম প্রধান স্পন্সর ছিল 'অল কাউন্টি হোম কেয়ার'। অলিভ আহমেদ, লিটু আনাম, শিবলু চৌধুরী ও তানভীর নাসির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই প্রথম আসরটি আমেরিকায় প্রবাসী দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। উৎসবের প্রথম তিন দিনে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার নির্মাতাদের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রবাসী দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে ভিনদেশে থেকেও দেশের সিনেমার প্রতি তাদের ভালোবাসা আজও অটুট। সমাপনী অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য রেড কার্পেট, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং পুরস্কার বিতরণী পর্ব। এই আয়োজনে অংশ নেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জায়েদ খান, কাজী মারুফ, ইমন, সজল, চিত্রনায়িকা বিন্দু এবং জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী প্রতিক হাসান। প্রিয় তারকাদের সামনাসামনি দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন প্রবাসীরা।

এবারের উৎসবে ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের সেরা চলচ্চিত্র, নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীদের বিভিন্ন বিভাগে সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রিয়তমা সিনেমায় অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শাকিব খান। দেয়ালের দেশ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শবনম বুবলী এবং ১৯৭১ সেই সব দিন নির্মাণের জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন হৃদি হক।

এছাড়া আরো যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা হলেন সেরা পার্শ্ব অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী (তুফান), সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী সানজিদা প্রীতি (১৯৭১ সেইসব দিন), শ্রেষ্ঠ ওয়েব ফিল্ম কাজের মানুষ দূরে থুইয়া ও পরিচালক শিহাব শাহীন, সেরা অভিনেতা (ওয়েব ফিল্ম) মামুনুল ইমন (মায়া), সেরা অভিনেত্রী (ওয়েব ফিল্ম) আফসান আরা বিন্দু (ঊনিশ ২০), শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী কাজী আরিশা (গ্রীন কার্ড) ও নৈঋতা হাসিন রৌদ্রময়ী (জংলি), শ্রেষ্ঠ গায়ক বালাম (প্রিয়তমা- ও প্রিয়তমা) ও প্রীতম হাসান (লাগে উরা ধুরা- তুফান), শ্রেষ্ঠ গায়িকা অবন্তি সিঁথি (সুড়ঙ্গ- পা ছুঁয়ে বলো), শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার ড. ইনামুল হক (১৯৭১ সেই সব দিন), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার, নাজিম উদ দৌলা ও রায়হান রাফী (সুড়ঙ্গ), শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক সুমন সরকার (সুড়ঙ্গ) ও নায়েল রনি (দেয়ালের দেশ), শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সিমিত রায় অন্তর (সুড়ঙ্গ), কামরুজ্জামান রনি (১৯৭১- সেই সব দিন), শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক রিপন নাথ (তুফান), শ্রেষ্ঠ গীতিকার আসিফ ইকবাল (মেঘের নৌকা- প্রহেলিকা) ও সোমেশ্বর অলি (ঈশ্বর- প্রিয়তমা), শ্রেষ্ঠ সুরকার প্রিন্স মাহমুদ (ঈশ্বর- প্রিয়তমা), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক ইমন সাহা (প্রহেলিকা) শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র শর্ট ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র একটি দেশের জন্য গান।

বাংলা চলচ্চিত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কিংবদন্তি অভিনেতা আহমেদ শরীফ-কে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করে বায়োস্কোপ ফিল্মস, স্টার সিনেপ্লেক্স এবং জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'চরকি'।

আয়োজকদের মতে, এই উৎসবের মূল লক্ষ্য কেবল চলচ্চিত্র প্রদর্শন নয়; বরং প্রবাসী নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি শক্ত সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা সিনেমার অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করা। প্রথম আসরের অভাবনীয় সাফল্যের পর দর্শক, নির্মাতা ও শিল্পীদের প্রত্যাশা-আগামী বছর আরও বড় পরিসরে এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই উৎসব বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্বদরবারে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে
যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)
৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪
Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়
যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল
কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাসের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহের অধিকাংশ আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন
অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টিতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।
৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন
★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ
● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়
যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353
Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · h2o · T··Mobile· · univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:
CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

- TAX SERVICES (Authorized IRS e-file Provider)
- INSURANCE
  - Life Insurance (MassMutual)
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EgyptAir | Qatar | Etihad | Kuwait Airways | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Six bed rooms, 2 Full bathroom at 85-62 148th street, Jamaica, NY 11435, rent $5500.

Basement 1 bedroom, rent $1500+ $200 utilities.

Three bed rooms, 1 bath room at 2524 Maclay Ave, Bronx, NY 10461, Rent $3100.

Two bedrooms basement at 2226 Newbold Ave, Bronx,NY 10462, Rent $1800, utilities included.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, ডিরেক্টর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি

(০১/১০/০০/০৭/পি)

বেসমেন্ট ভাড়া

২০৮-১১ হলিস এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা ফুললি রেনোভেটেড। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-২ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপ। স্ট্রিট ক্লিনিং নেই, তাই স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।

ফোন : 646-393-7603

(০৮/০৭/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট কুইন্স ভিলেজে ১ বেডরুম, ১ লিভিং ও রান্নাঘর একসাথে এবং স্ট্যান্ডিং শাওয়ার যুক্ত ১টি বাথরুম একজন অথবা দুইজন ব্যাচেলর এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ। Q2 ও Q77 বাস ১/২ ব্লকের কাছে। ২ ব্লক পরে মসজিদ। যেকোন সময় উঠা যাবে।

যোগাযোগ: 347-357-5686

(০৮/০৭/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২১৫ স্টিট ও হিলসাইড এভিনিউয়ের নিকট ১ বেডরুম, লিভিংরুমের বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রী বা চাকুরীজীবি দুইজনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ : 718-683-8031, 917-833-2963 (Call, text)

(০৮/০৭/০২/০৫)

হলিসে বেসমেন্ট ভাড়া

শান্ত, নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন হলিস এলাকায় ১ বেডরুম, ১ বাথরুমের সুন্দর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। Separate Entrance. হিলসাইড অ্যাভিনিউ মাত্র ৬ মিনিটের ড্রাইভ; বাস ও সাবওয়ে সংযোগ সহজ, ভালো স্কুল, মসজিদ, সুপারমার্কেট, পার্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা কাছেই। ছোট পরিবার বা কর্মজীবী ব্যক্তি/দম্পতির জন্য আদর্শ। বিস্তারিত জানতে বা বাসা দেখতে কল করুন।

ফোন : 929-393-6078 ,347-845-7158

(০৮/০৭/০২/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেনট ভাড়া দেওয়া হবে, Woodhaven & Atlantic কর্নারে, নুতন রেনভেটেড, ৩ বেড রুম, ভাড়া হবে। মসজিদ এবং সুপার মার্কেট খুব কাছে।

ফোন : 646-287-9314

(০৮/০৭/০২/১০)

বাসা ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া বিলসহ ১৭০০ ডলার।

ফোন : 718-781-5810

(০৭/২৪/০২/১৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগস্ট থেকে কুইন্সের স্প্রিং ফিল্ড বুলেভার্ড ও মিরিক বুলেভার্ড এলাকায় বাসা বাঙ্গালী মুসলিম পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। নতুন সাজানো ২ বেডরুম, খোলা রান্নাঘর, একটি সুন্দর বাথরুম, আলাদা প্রবেশপথ, মালামাল রাখার জন্য খোলা জায়গা আছে। বাসার ঠিক সামনে কিউ-৭৭ বাস স্টপ, যা স্প্রিং ফিল্ড বুলেভার্ড ও মিরিক বুলেভার্ড এর মাঝে। বাসার কাছেই আর্জেন্ট কেয়ার, মেডিকেল কেয়ার, অটোজোন, রেস্টুরেন্ট স্টপ এন্ড শপ মার্কেট প্লেসসহ অনেক কিছু আছে।

ফোন : 332-250-2832

(০৮/০৭/০২/১৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৩৬ স্ট্রিটের কর্ণারে অবস্থিত প্রাইভেট হাউজের ১ম তলার ৩ বেডরুম, বড় লিভিং রুম ও কিচেনের বাসা ১ সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ট্রেন, গ্রোসারি, হাসপাতাল বাসার সামনে।

ফোন : 347-257-6214

(০৮/০৭/০২/০৭)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।

ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392

(০৫/২৯/০০/১৩)ই

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রুকসে পেলহেম বে পার্কের পাশে ৬ ট্রেনের সাবওয়ের কাছে প্রাইভেট বাসার সেমিবেসমেন্টে দুই রুম, বাথরুম, কিচেন ডাইনিংসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ৬ ট্রেনের সাবওয়ে তিন মিনিট ও বাসস্টপ থেকে হাঁটা দূরত্বে। ব্যাচেলর ছেলে বা মেয়ে বা স্বামী-স্ত্রীকে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 929-405-7303, 646-353-6750

(০৮/০৭/০২/১৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৯৬ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্টে ২ বেডরুম (কিচেন ও বাথরুমসহ) স্বামী-স্ত্রীর কাছে আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া ১ম ফ্লোরে এক বেডরুম স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস স্টপ ও ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন।

ফোন : 646-258-8449, 646-258-8543

(০৮/০৭/০২/১৮)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে প্রাইভেট হাউজের ফার্স্ট ফ্লোরে ৩ বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ১ বাথরুম, কিচেন ও ডাইনিংসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। 146-13 105th Ave Jamaica, NY 11435. বাসার নিকটে 'ই' ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ, গ্রোসারি ও ইলিমেন্টারি স্কুল। যে কোন সময় উঠা যাবে। ভাড়া ইউটিলিটিসহ ৩০০০ ডলার।

ফোন : 929-471-5429.

(০৭/৩১/০২/০৮)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রশস্ত ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট, সাথে স্টুডিও কিচেন, ফুল বাথরুম ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রাইভেট প্রবেশপথ। বাসস্টপ থেকে ২০ সেকেন্ড। সাবওয়ে থেকে ৭ মিনিট। ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে।

ফোন: 347-836-2171, 347-935-7043

(০৭/৩১/০২/২১)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

আগামী সেপ্টেম্বর থেকে জ্যামাইকায় দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ১৭৯ স্ট্রিট এফ ট্রেন বাসওয়ের সন্নিকটে। স্বামী-স্ত্রী অগ্রাধিকার।

ফোন : 646-255-8923

(০৮/০৭/০২/০৮)

বেসমেন্ট ভাড়া

বঙ্কসের পার্কচেস্টারে ২০১০ গ্রিসন এভিনিউয়ে ওয়াকইন বেসমেন্টে দুই বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরের জন্য।

ফোন : 347-281-9633

(০৭/৩১/০৪/০১)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় তিন বেড ও দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। Address : 92 42 173rd street jamaica NY 11433

ফোন : Md hossain 347-654-6878.

(০৭/৩১/০২/০৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে হলিস এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট আগস্ট মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ফ্যামিলি। কিউ ২ বাস ও কিউ ৭৭ বাস এক ব্লকের মধ্যে ।

ফোন : 347-248-0779, 347-247-9207

(০৭/৩১/০২/১২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭১ স্ট্রিট সাবওয়ে ও হিলসাইড এভিনিউর কাছে দুই বেডরুম ও দুইবাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যে কোন সময় উঠা যাবে।

ফোন : 718-820-2227, 646-945-9439

(০৭/৩১/০২/১৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯ এভিনিউ, ১৫৩ স্ট্রিটে ১ বেডরুম, কিচেন কাম লিভিং রুম, ১ বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসস্টপ, মসজিদ গ্রোসারী নিকটে।

ফোন : 917-832-3931

(০৭/৩১/০২/১৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট কুইন্স ভিলেজে ১ বেডরুম, ১ লিভিং ও রান্নাঘর একসাথে এবং স্ট্যান্ডিং শাওয়ার যুক্ত ১টি বাথরুম একজন অথবা দুইজন ব্যাচেলর এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ। Q2 ও Q77 বাস 1\2 ব্লকের কাছে। ২ ব্লক পরে মসজিদ। যেকোন সময় উঠা যাবে।

যোগাযোগ: 347-357-5686

(০৭/৩১/০২/১৯)

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১ ও হাফ বেডরুমের ওয়াকিং এপার্টমেন্টে ফুললি রেনোভেটেড বাসা ভাড়া হবে। পেলহাম বে ৬ ট্রেন ও বাস ও সবকিছুর নিকটে।

ফোন : 917-995-7846

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১০৪-৪০ ১৯৪ স্ট্রিট সেন্ট আলবান্স, জ্যামাইকায় দুই বেডরুমের ব্র্যান্ড নিউ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেপারেট কিচেন, লিভিং রুম ও বাথরুম। এক ব্লকের মধ্যে বাস স্টপ কিউ-২।

ফোন : 929-404-8573, 929-373-8405

কানেকটিকাটে বিসনেস সেল/অপরচুনিটি

কানেকটিকাটের প্রাইম লোকেশনে ব্যাঙ্কুয়েট ফ্যাসিলিটিসহ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। ক্যাপাসিটি ২০০ পিপল। রানিং বিজনেস। গুড অপরচুনিটি।

ফোন : 917-560-5204

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:

914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
আগামী সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুম একজন মহিলা অথবা মহিলা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-363-1980
(০৮/০৭/০১/১২)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান গ্রোসারি এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 419-408-1764, 347-255-4846
(০৭/৩১/০২/০৪)

রুম ভাড়া
নর্দান বুলেভার্ড ও ৭৯ স্ট্রিট এলাকায় প্রাইভেট বাসায় একটি রুম শুধুমাত্র কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-607-6263
(০৭/১৭/০০/০০)এএনএস

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি ফার্নিশড রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে।
ফোন : 929-832-0803
(০৮/০৭/০১/০৪)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকার হিলসাইডে পারসন বুলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউর প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তলায় একটি আলাদা রুম ও একটি শেয়ার রুম ভাড়া হবে। নতুন রেনোভেটেড, সবকিছু পরিপাটি। ফিমেল স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবি নারী। যে কোন সময় উঠা যাবে।
ফোন : 929-781-4451
(০৭/৩১/০২/১৮)

রুম ভাড়া
১ সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাকরীজীবি মহিলা/স্বামী-স্ত্রী/মেয়ে স্টুডেন্ট আবশ্যক।
ফোন : 929-540-9163
(০৭/৩১/০১/১০)

রুম ভাড়া
৪৬ স্ট্রিট সানিসাইড ও ৪৬ বিলস স্ট্রিট সাবওয়ের হতে এক ব্লকের মধ্যে, মসজিদ, গ্রোসারির নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় মস্টার বেডরুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-306-7352, 347-646-4110
(০৭/৩১/০১/২০)

রুম ভাড়া
নর্দান বুলেভার্ডের সামনে এম ও আর ট্রেন সাবওয়ে সংলগ্ন একটি ফার্নিসড রুম ব্যাচেলর চাকুরীজীবির নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। জুলাই মাস থেকে।
ফোন : 929-467-4600, 347-261-7467
(০৭/২৪/০৩/০৪)

রুম ভাড়া
আগস্ট মাস থেকে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন ব্যক্তি। অধুমপায়ী হতে হবে। 31-16 68th St, Wood Side সাবওয়ে থেকে কাছে।
ফোন : 646-662-6071
(০৭/২৪/০২/০২)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা সেন্টার হতে ৫-১০ মিনিট দূরত্বে পরিবারের সঙ্গে সকল সুযোগ সুবিধাসহ একটি রুম একজনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-651-6487

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573
(০৮/০৭/০৪/১৭)

রুমমেট আবশ্যক
33-09-31st Ave, এস্টোরিয়ার মনোরম পরিবেশে একটি রুমে রুমমেট আবশ্যক। পাঁচ মিনিটের দূরত্বে এন ও ডব্লিউ ট্রেন সাবওয়ে।
ফোন : 716-222-7150, 929-632-5210
(০৭/২৪/০৩/০৫)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে আন্নাত ফার্মেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ঠিকানা : ৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, মিনা বাজারের পাশে। সপ্তাহে একদিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।
ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)
(০৭/১০/০০/১৮)ই

রুমমেট আবশ্যক
১ সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় একটি রুমে রুমমেট আবশ্যক। চাকরীজীবি মহিলা / মেয়ে স্টুডেন্টকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 929-540-9163
(০৮/০৭/০২/০৭)

রুমমেট আবশ্যক ও রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(০৭/৩১/০২/১১)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে রোজভেল্ট ও ৭২ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক। এক আগস্ট থেকে।
ফোন : 516-540-0808
(০৭/২৪/০০/১৭)ই/এস

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউ ও ৭২ স্ট্রিটে একটি এপার্টমেন্টে ২ জন রুমমেট আবশ্যক। কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : (Text or Call) 347-300-6833, 929-599-0535,

সামারে মাছ ধরতে এবং ঘুরতে যেতে ইচ্ছুক?

লং আইল্যান্ডে মাছ ধরতে এবং সামারে কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মাছ ধরার সব উপকরণের ব্যবস্থা আছে।

মিলু 917-754-5625 (ফোন/টেক্সট)

Founder of my own business.

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582.
Please call today.

Co-Ops for Sale

Co-Ops for sale at 4167 Judge street, Elmhurst NY-11373, Appartment -4N, Newly renoveted, Asking 3,75,000. Sale by Owner.
646-407-6481 (Call 2pm-11pm)

উবার ও লিফট ড্রাইভার আবশ্যক

Toyota Rav4 Hybrid 2023 Black Car এর জন্য ফুল শিফটের একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক. CLEAN TLC AND DMV LICENSE REQUIRED.
CONTACT : 347-840-3918

ইয়েলো ভাড়া

2021 Rav-4 ইয়েলো ক্যাবে জন্য এক জন বা দুইজন driver অবশ্যক।
যোগাযোগ : 347-233-6227

House Sale

House / Condo Sale
Renoveted, Bricks, 2 Family, attached 5 bed-rooms, 3 bathrooms, 2 Car Parking at 2144 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473, asking $999,000.
Legal 4 Fimily + 2 Units in basement 6 rental income at 1715 Saint Peters Ave, Bronx NY 10461, asking $1,550,000.

আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

মিশিগানে বেবিসিটার আবশ্যক

মিশিগানের একটি পরিবারের ১৫ মাসের শিশুকে বাসায় থেকে দেখাশোনা করার জন্য একজন ন্যানী (বেবিসিটার) আবশ্যক। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন : **646-617-9994**

অফিস সহায়ক আবশ্যক

PR EXPRESS SERVICE
153-27 Hillside Ave, Jamaica NY-11432
অফিস সহকারি আবশ্যক, বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

যোগাযোগ : **917-264-6008**

লোক আবশ্যক

কনি আইল্যান্ড Broollyn Fried Chicken এর দোকানে (First Food) একজন যুবক লোক প্রয়োজন। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

নজরুল **917-488-8712** (দুপুর ২ টার পর)

বেগেল স্টোরে মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত স্বনামধন্য Begel Store 'Boradnosh Begel' এর বিভিন্ন লোকেশনে ক্যাশিয়ার পদে কাজ করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা কর্মী আবশ্যক।

ফোন : কল অথবা টেক্সট **718-600-0923**

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, কেয়ার ম্যানেজমেন্ট এন্ড মার্কেটিং পদে কর্মরত। পাত্রের বয়স ৩০ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

-: ফোন :-
917-244-9861

পাত্র চাই

USA GeenCard Holder I UK Raised Citizen 27+ বয়সী সুন্দরী, লম্বা, শিক্ষিত পাত্রী জন্য আর্জেন্ট পাত্র চাই।
Should be looking good, Smart and good family back ground.

ফোন : **347-583-2331**,
msultana2005@gmail.com
(০৭/৩১/০১/০৭)

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

347-617-3433
347-484-6385
(বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯ টা)

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

-: ফোন :-
929-401-7536

পাত্র চাই

নিউইর্য়কে জন্ম MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : **516-441-5818**

আমেরিকান গ্রোসারিতে লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৬৩-০২ ব্রডওয়ে, উডসাইডে বাংলাদেশি মালিকানার আমেরিকান গ্রোসারি 'নিহা মিনি মার্ট' কাজের জন্য লোক আবশ্যক।

-: ফোন :-
929-391-5166 646-643-1465

গ্রোসারি অপারেটর আবশ্যক

আমেরিকার সবচেয়ে পরিচিত হালাল গ্রোসারি ব্র্যান্ড ChefsRHere-এ একজন পরিশ্রমী, সৎ ও দায়িত্বশীল গ্রোসারি অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হবে। কর্মস্থল: Flatbush, Brooklyn। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে বাধ্যতামূলক নয়। উদ্যমী ও শেখার আগ্রহ থাকলে আজই আবেদন করুন।

469-888-3853, 817-323-5812

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

3 Bedroom Apartment for Rent

Jamaica, Queens (147 St & Hillside Ave)
Individual room: $1,000 + bills
Shared room (2 persons): $600 each+bills

Please call or text

929-427-4760, 718-790-1385

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাক্টার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

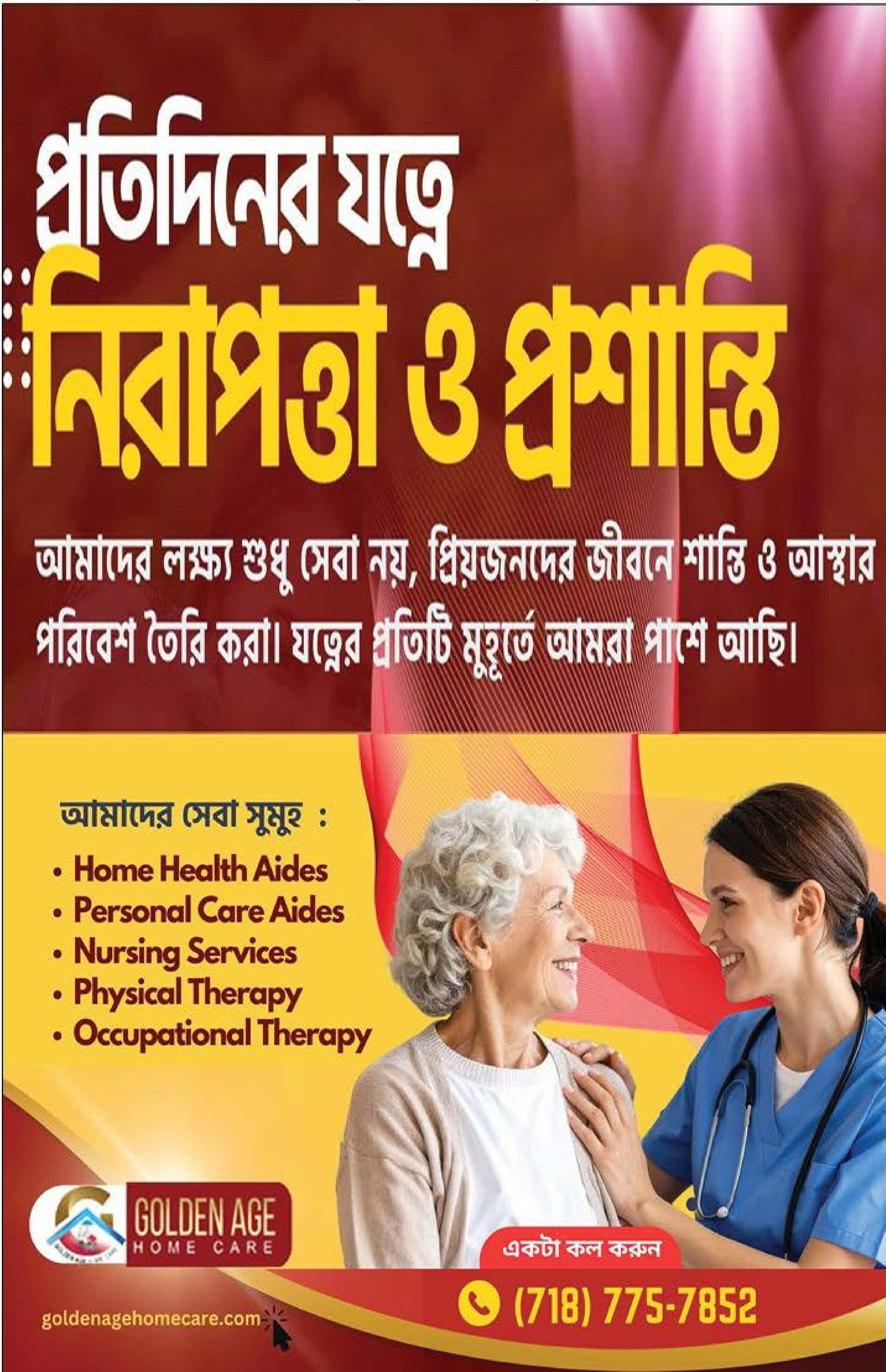
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম আমরা তার ছলনায় ভুলব না
১২ পৃষ্ঠায়

সুমন্ত আসলাম-এর কলাম এই লেখা আপনি পড়বেন কি না জানি না
০৬ পৃষ্ঠায়

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম স্পেনের সীমান্তে অভিবাসীর সুনামি, সতর্ক পুরো ইউরোপ
০৫ পৃষ্ঠায়

ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ দাবানলে ব্যাপক ক্ষতি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের পূর্বাঞ্চলে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আগুন থেকে বাঁচতে অঞ্চলের অন্তত ৬০ হাজার বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যে অন্তত ৬০০টি বাড়িঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা ভস্মীভূত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে রাজ্য কর্তৃপক্ষ। খবর এনবিসি নিউজের।

দাবানলের তাণ্ডবে ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর স্পোকেন ও তার আশপাশের প্রায় ৮ দশমিক ২ বর্গমাইল এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওয়াশিংটনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি অঞ্চলে নতুন করে শুরু হওয়া দাবানল এখনো অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া বাসিন্দাদের মধ্যে স্পোকেনের মার্কিন ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্স হাসপাতালের রোগীরাও রয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও চিত্রে আবাসিক এলাকার কাছাকাছি আগুনের তীব্র শিখা ও কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেছে। অনেক স্থানে আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির শুধুই ইট-পাথরের চিমনিগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগামী কিছুদিন আবহাওয়া বেশ শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা কম। স্পোকেনে এক এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে স্মরণ

আজকাল রিপোর্ট

গত ৫ আগস্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্কে যথাযোগ্য মর্যাদায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে এক স্মারক সংবর্ধনার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি ও কূটনীতিক, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে জনগণের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ ছিল জুলাই গণঅভ্যুত্থান। তিনি উল্লেখ করেন, একটি এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

শেষ হলো নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 'নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এর প্রথম আসর। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিত উৎসবটি প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শকসহ স্থানীয় চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মাঝে ব্যাপক উন্মাদনা ও সাড়া ফেলেছে।

প্রিয়জন ফিল্মস ও লেমন স্টুডিওর যৌথ উদ্যোগে এবং আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

কুইন্সে থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান'র দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ

আজকাল রিপোর্ট

কুইন্সের ১৪৮- ৪৬ হিলসাইট এভিনিউতে গত ২ আগস্ট রোববার ২০২৬ থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। 'ক্রিয়েটিং নিউ স্টোরি টেলার' শিরোনামে কর্মশালার ফেসিলিটেটর ছিলেন স্বনামধন্য এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

নিউজার্সি বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নিউজার্সি স্টেট (নর্থ) ইউএসএর কর্মী সমাবেশ ও সাংগঠনিক কর্মশালা গত ১লা আগস্ট উডল্যান্ড পার্কের আপ্পান রেস্টুরেন্টের হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউজার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হোসেন পাঠান বাচ্চু ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন বিএনপির এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

সাতকানিয়া সমিতির বার্ষিক বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী সাতকানিয়াবাসীদের সংগঠন সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনকের ৬ষ্ঠ বার্ষিক বনভোজন গত ২ আগস্ট নিউইয়র্কের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত সাতকানিয়ার পরিবারগুলো অংশগ্রহণ করে।

বনভোজনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে উৎসবমুখর এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

দুবাইতে ২০ মিনিটে শক্তিশালী সাতটি বিস্ফোরণ

আজকাল রিপোর্ট

দুবাইয়ের জেবেল আলি শিল্প এলাকায় ভয়াবহ একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, শহরটির আকাশ ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে। আমিরাতের কর্মকর্তাদের বরাতে রয়টার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে অন্তত সাতটি বিস্ফোরণ হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের ঘটনা রেকর্ড করার দায়ে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে শিল্প এলাকায় ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ হলো- সেই সম্পর্কে দেশটি এখন পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 934 | 31 July 2026

সাহিত্য পাতায় লুৎফর রহমান রিটন-এর ছড়া অভিশপ্ত আগস্ট মাসের শুরুতে

>> ১৭ পাতায়

নিউইয়র্কে আতংকিত অভিবাসীরা

আজকাল ডেস্ক

যে শহর দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষের নিরাপদ আশ্রয় ও স্বপ্নের ঠিকানা হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই নিউইয়র্ক এখন বহু অভিবাসীর কাছে পরিণত হয়েছে ভয়, অনিশ্চয়তা ও প্রতিদিন গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কার নগরীতে। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইসের একের পর এক অভিযান, হঠাৎ ধরপাকড় এবং সশস্ত্র ও মুখোশধারী ফেডারেল এজেন্টদের উপস্থিতিতে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে চরম ভীতি। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন থেকে লং আইল্যান্ড, সর্বত্র আইসের সম্ভাব্য উপস্থিতি নিয়ে চলছে উদ্বেগ ও সতর্কতা। গ্রেপ্তার এড়াতে অনেক অনথিভুক্ত অভিবাসী ঘর থেকে বের হওয়া সীমিত করেছেন, কর্মস্থলে যাচ্ছেন না, পরিচিত ঠিকানা ছেড়ে অন্যত্র অবস্থান করছেন অথবা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মগোপনে রয়েছেন বলে কমিউনিটি সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

স্কুলে সন্তান আনা-নেওয়া, হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যাওয়া, আদালতে হাজিরা দেওয়া, গাড়ি চালানো কিংবা বিমানবন্দর দিয়ে যাতায়াত-প্রতিদিনের প্রায় প্রতিটি কাজ নিয়েই তৈরি হয়েছে নতুন শঙ্কা। আইসের অভিযান প্রতিরোধে স্থানীয় বাসিন্দাদের রাস্তায় নেমে আসা, এজেন্টদের সঙ্গে উত্তেজনা এবং ভিডিও ধারণকারী নাগরিকের ওপর কেমিক্যাল স্প্রে ব্যবহারের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

গত ২৭ জুলাই সোমবার থেকে নিউইয়র্ক সিটি ও আশপাশের এলাকায় আইসের নতুন করে তৎপরতা বৃদ্ধির খবর ছড়িয়ে পড়ে। কুইন্সে

এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

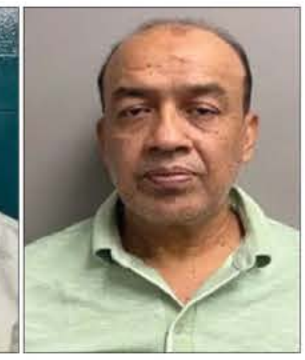

প্রতারণার দায়ে নিউজার্সিতে দুই বাংলাদেশি গ্রেফতার

আজকাল রিপোর্ট

ব্যাংকের নিরাপত্তা প্রহরীর পরিচয়ে এক মহিলার কাছে থেকে নগদ ২৫ হাজার ডলার হাতিয়ে নেয়ার পর আরো ৩০ হাজার ডলারের ফাঁদ পাতার ঘটনায় নিউ জার্সিতে দুই বাংলাদেশিকে হাতে-নাতে গ্রেফতারের সংবাদ দিয়েছেন রিভারসাইডের পুলিশ। গত ৩১ জুলাই রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র গণমাধ্যমকে জানান, এই এলাকার এ্যাগ হারবারেনে বসবাসরত মোহাম্মদ এন ইসলাম (৪৮) এবং ওয়েস্টভিলের বাসিন্দা মোহাম্মদ জেড ইসলামকে (৫৮) উপরোক্ত প্রতারণা ও জালিয়াতির ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়। জানা

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

জুড়ি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির পিকনিকে মানুষের ঢল

আজকাল রিপোর্ট

কোন পূর্ব ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিশাল আয়োজনে একটি সার্থক বনভোজন উপহার দিলো জুড়ি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি অব ইউএসএ ইনক্। গত ২ আগস্ট রবিবার এস্টোরিয়া পার্কে উক্ত বনভোজনে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জুড়ি উপজেলাবাসীদের এক মহা মিলন মেলায় পরিণত হয়। আর এই আয়োজনের প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

ভাঙ্গন ও পাল্টাপাল্টি বহিষ্কারেই জিবিএ'র পরিচিতি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান দাবি করা গ্রোবাল বাংলাদেশি এলায়েন্স (জিবিএ) প্রতিষ্ঠার এখনো এক বছরও হয়নি। এ সময়ে একমাত্র কর্মসূচী ঢাকার এক থ্রিস্টার হোটেলে একটি সেমিনার আয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রে নেই কোন দৃশ্যমান

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মারামারি

নিজেদেরই গুপ্ত ও জঙ্গি ট্যাগ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামীলীগের অঙ্গ সংগঠন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের যুক্তরাষ্ঠ শাখা। এতো দিন রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য ব্যবহার করা হলেও এবার নিজেরা মারামারি করে প্রতিপক্ষকে জঙ্গি, গুপ্ত ও বহিরাগত বলেও ট্যাগিং করেছে সংগঠনটি নেতাকর্মীরা। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানসহ সংগঠনটির শীর্ষসব নেতার উপস্থিতিতেই এ মারামারি হয়।

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

চুরাশিয়ান মহামিলনে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস

আজকাল রিপোর্ট

এসএসসি ১৯৮৪ ব্যাচ (চুরাশিয়ান) নর্থ আমেরিকার চতুর্থ পুনর্মিলনী উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

জুলাই স্মরণ করলো এনসিপি ডায়াস্পোরা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলোর কথা স্মরণ করে এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স

এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com